মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web : www.at-tahreek.com
২৫তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০২২

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং উত্তম পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ কর। আর জীবিকা আসতে দেরী দেখে আল্লাহ্র অবাধ্যতার মাধ্যমে তোমরা তা অন্বেষণ করো না। কেননা আল্লাহ্র নিকটে যা রয়েছে তা তাঁর আনুগত্য ব্যতীত পাওয়া যায় না’ *(বায়হাক্বী, ছহীহুল জামে‘ হা/২০৮৫)*।

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية
جلد : ٢٥، عدد : ١٢، صفر وربيع الأول ١٤٤٤هـ/ سبتمبر ٢٠٢٢م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

পরিচিতি : আলবেনিয়ার বন্দরনগরী দুররেস-এ অবস্থিত ঐতিহাসিক এই মসজিদটি ১৯৩১ সালে নির্মিত হয়।

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Rajshahi, Bangladesh.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK Nawdapara (Aam Chattar, Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154,
Circulation Department : 01558-340390, E-mail: tahreek@ymail.com

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

১.জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরণের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬১৩২৩-৬, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪।
সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০১৭১১-৩৪০৫৮২।
দুপুর ৩.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬
বিকাল ৫.০০ টা থেকে রাত্রি ৮.০০ টা পর্যন্ত।

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় ও তাবলীগী ইজতেমা ময়দানের জমি ক্রয় প্রকল্পে সহযোগিতা করুন!

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে তাবলীগী ইজতেমা ময়দান এবং বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তাবিত 'দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়'-এর বৃহত্তর ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র, শিক্ষক ও ইমাম প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

অতএব দানশীল ভাই-বোনদেরকে উক্ত বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়নে উদার হস্তে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ১ বিঘা, ১০ কাঠা, ৫ কাঠা বা ১ কাঠা জমির মূল্য অথবা সাধ্যমত দান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড : হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৭১৭ আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।
বিকাশ ও নগদ নং : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, রকেট নং : ০১৭৯৭৯০০১২৩০।

সার্বিক যোগাযোগ : কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৫তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

ছফর-রবীঃ আউওয়াল	১৪৪৪ হি.
ভাদ্র-আশ্বিন	১৪২৯ বাং
সেপ্টেম্বর	২০২২ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(আছর থেকে মাগরিব)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা — সাধারণ ডাক/রেজিঃ ডাক

বাংলাদেশ		৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◆ **সম্পাদকীয়** ০২

◆ **দরসে হাদীছ**
▶ তিনটিতে মুক্তি ও তিনটিতে ধ্বংস ০৩
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

◆ **প্রবন্ধ :**
▶ শারঈ জ্ঞানার্জনের বাধ্যবাধকতা ও বর্তমান সমাজ বাস্তবতা ০৮
-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
▶ চিন্তার ইবাদত ১৫
-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
▶ বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ২১
-ইহসান ইলাহী যহীর

◆ **মনীষী চরিত :**
▶ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর ব্যাপারে কিছু আপত্তি পর্যালোচনা *(২য় কিস্তি)* ২৫
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

◆ **দিশারী :**
▶ পীরতন্ত্র : সংশয় নিরসন ৩২
-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম

◆ **করণীয়-বর্জনীয় :**
▶ আত্মপ্রশংসা থেকে দূরে থাকুন ৩৬
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

◆ **অমর বাণী :** *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩৭

◆ **চিকিৎসা জগৎ :** ৩৮
▶ আমড়ার ৭ অসাধারণ গুণ
▶ মিষ্টি কুমড়া শাক-এর উপকারিতা

◆ **কবিতা :** ৩৯
▶ খুৎবার সময় করণীয় ▶ কাপুরুষ
▶ আসলো ধরায়

◆ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪০

◆ **মুসলিম জাহান** ৪২

◆ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪২

◆ **সংগঠন সংবাদ** ৪৩

◆ **প্রশ্নোত্তর** ৪৭

◆ **বর্ষসূচী** ৫৫

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

মূল্যস্ফীতি : কারণ ও প্রতিকার

মূল্যস্ফীতি বলতে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন দেশের দ্রব্য বা সেবার মূল্যের উর্ধ্বগতিকে বুঝায়। আর মুদ্রাস্ফীতি বলতে অর্থনীতিতে মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধিকে বুঝায়। তাতে সীমিত পণ্য ও সেবার পিছনে বিস্তর টাকা ব্যয় হয়।

চাহিদা ও যোগানের অসমতার কারণে সাধারণত মূল্যস্ফীতি হয়ে থাকে। অর্থনীতির ভাষায়, কোন দ্রব্য পাওয়ার আকাংখা ও তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বা সামর্থ্য এবং সেই অর্থ ব্যয় করার সদিচ্ছাকে 'চাহিদা' বলে। আর দ্রব্যের সরবরাহকে 'যোগান' বলা হয়। অর্থনীতির ভাষায়, একটি নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতাগণ কোন দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রয়ের জন্য বাজারে নিয়ে আসেন, তাকে 'যোগান' বলা হয়। এককথায় ক্রেতা বা ভোক্তার দিক থেকে চাহিদা সৃষ্টি হয় এবং বিক্রেতা বা উৎপাদক সেটি যোগান দিয়ে থাকেন। তাই চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের মালিকানা, উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা বল্গাহীন। সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় এগুলি সবই রাষ্ট্রের একচ্ছত্র মালিকানাধীন। অতঃপর উভয় তন্ত্রের দোষ ও দুর্বলতা সমূহ বর্জন করে এবং গুণগুলো গ্রহণ করে যে নতুন অর্থব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তাকে বলা হয় 'মিশ্র অর্থব্যবস্থা'। যেখানে ব্যক্তি ও সরকারী উদ্যোগ সমন্বিত ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা হ'ল, মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Economy)। এখানে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় ব্যবস্থার কিছু কিছু উপাদান রয়েছে। উভয় ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও রাষ্ট্র উৎপাদন ও বণ্টনে স্বাধীন। এইসাথে শুরু থেকেই রয়েছে সূদী প্রথা। যেখানে কোনরূপ লোকসানের ঝুঁকি ছাড়াই ঋণদাতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একচেটিয়াভাবে ফুলে-ফেঁপে ওঠে। ফলে সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে ধনী ও দরিদ্রের পাহাড় প্রমাণ বৈষম্য। অতঃপর ১৯৯১ সাল থেকে চালু হয়েছে ভ্যাটের খড়্গ। যা সামগ্রিক অর্থব্যবস্থাকে আরও ধনতান্ত্রিক করে ফেলেছে। পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা স্বীকৃত। কিন্তু তা হালাল-হারাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেখানে যাকাত-ছাদাক্বা ও অন্যান্য ব্যয়-বণ্টনের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার ভিত্তিক অর্থনীতি সুনির্ধারিত। এখানে অসৎ উদ্দেশ্যে মওজূদদারী, ফটকাবাজারী ও প্রতারণা চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ। ফলে এখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের স্বার্থ সুরক্ষিত। এই অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদের মূল মালিক হ'লেন আল্লাহ। তাই এর উৎপাদন ও ব্যয় বণ্টন সবই হবে আল্লাহ্র বিধান মতে। এখানে দুনিয়া মুখ্য নয়, আখেরাতই মুখ্য। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় মানুষ প্রবৃত্তির গোলাম। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় মানুষ রাষ্ট্রের গোলাম। আর ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মানুষ আল্লাহ্র গোলাম।

মূল্যস্ফীতির কারণ : (১) অনুৎপাদনশীল খাতে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি (২) বাজার ব্যবস্থাপনার ত্রুটি (৩) চোরাচালান ও মওজূদদারী (৪) বেতন-ভাতা ও মজুরীবৃদ্ধি (৫) ঘাটতি বাজেট পূরণ (৬) প্রাকৃতিক দুর্যোগ (৭) বিলাস দ্রব্যের অত্যধিক আমদানী (৮) ব্যবসায়ী সিণ্ডিকেটের মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা অর্জন (৯) মধ্যস্বত্বভোগীদের অনৈতিক হস্তক্ষেপ (১০) চাঁদাবাজি (১১) ব্যাংক কর্মকর্তা ও আমদানীকারকদের অশুভ আঁতাত। যেখানে ওভার ইনভয়েসিং (চালানপত্রে পণ্যের দাম বেশী দেখানো)-এর মাধ্যমে অসাধু আমদানীকারকরা অর্থ বিদেশে পাচার করেন। সেইসাথে প্রকৃত দামের চাইতে বেশী দামে পণ্য বাজারে ছাড়েন (১২) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রভৃতি কারণে দেশে মূল্যস্ফীতি দেখা দেয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উপরে বর্ণিত প্রায় সবক'টি কারণ মওজূদ রয়েছে। ফলে ১০ শতাংশ হারের মুদ্রাস্ফীতিকে সহনীয় বলা হ'লেও বর্তমানে দেশের মূল্যস্ফীতি অসহনীয় হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে গত ৮ মাসের মধ্যে তেলের মূল্য সর্বনিম্ন হ'লেও বাংলাদেশে তেলের মূল্য সর্বাধিক। বাজারে দ্রব্যমূল্যে আগুন ধরে গেছে। এমনকি শস্য-শ্যামল এই বাংলাদেশে সবজির দাম আকাশছোঁয়া। মাছ-গোশত ও ডিম সহ সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের একই অবস্থা। সীমিত আয়ের মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। মা-বোনেরা শেষ সম্বল গহনা-পত্র বিক্রি শুরু করেছেন। এমনকি কলিজার টুকরা সন্তানকেও বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে আসছেন।

বাংলা ১১৭৬ সালে (১৭৭০ খৃ.) বাংলাদেশে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, তা ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে প্রসিদ্ধ। এ সময় বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যায় ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ফসলের পরিবর্তে তারা রাজস্ব আদায়ের জন্য মুদ্রাব্যবস্থা চালু করে। ফলে খাজনার টাকা সংগ্রহের জন্য কৃষককে তার সারা বছরের ফসল বিক্রি করতে হ'ত। এই সুযোগে ইংরেজ ও তাদের দোসররা দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান-চালের ক্রয়কেন্দ্র খোলে। অতঃপর সেগুলি গুদামজাত করে। পরে সুযোগ মতো এসব খাদ্য চড়ামূল্যে চাষীদের নিকট পুনরায় বিক্রয় করে। যার কারণে দেশে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি হয়। ফলে একসময় তা ক্রয়ে ব্যর্থ হয়ে বাংলার মানুষ নযীরবিহীন দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। মারা যায় কয়েক লাখ বনু আদম। ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের মতে, এই দুর্ভিক্ষে মানুষ তাদের গরু-বাছুর, লাঙ্গল-জোয়াল বিক্রি করে এবং বীজধান খেয়ে অবশেষে সন্তান বিক্রি করতে শুরু করে। এমনকি একপর্যায়ে তারা ক্ষুধার তাড়নায় মৃত মানুষের গোশত পর্যন্ত খেতে শুরু করে' *(W.W. Hunter, The Annals of Rural Bengal (London : Smith, Elder and Co, 1868), P. 26.)*।

বিবিএসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিগত ৫০ বছরের মধ্যে ১৯৭৪ সালটি ছিল বাংলাদেশের জন্য দুর্ভিক্ষের বছর। যখন মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৬৭ দশমিক ১৭ শতাংশ। যার কারণ ছিল অসৎ ব্যবসায়ীদের চোরাচালান, মওজূদদারী, চোরাকারবারী ও বর্ধিত মুনাফার উদ্দেশ্যে খাদ্য বিনষ্ট করে দেওয়া। মূল্যস্ফীতির কারণে হতদরিদ্র বর্গাচাষী, কৃষিশ্রমিক ও শহুরে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরী ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। '৭৪ সালে কুড়িগ্রামের চিলমারী থানার রমনা ইউনিয়নের জোড়গাছ গ্রামের এক জেলে পরিবারের বাক প্রতিবন্ধী যুবতী মেয়ে 'বাসন্তী'র মাছ ধরার জাল পরে লজ্জা নিবারণের মর্মান্তিক ছবি প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে। আর সেই বহুল আলোচিত ছবির ফটোগ্রাফার ছিলেন ইত্তেফাকেরই প্রবীণ আলোকচিত্রী আফতাব আহমদ। ফলে ঢাকা রামপুরার বাসায় প্রবেশ করে দুর্বৃত্তরা তাকে কুপিয়ে হত্যা করে। সেসময় দেশে লুটপাট ও চুরি-ডাকাতির হিড়িক পড়ে যায়। ফলে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব বলতে বাধ্য হন, 'অন্যেরা পায় সোনার খনি। আর আমি পেয়েছি চোরের খনি'। অনেকে ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের মর্মান্তিক ট্রাজেডীর জন্য এই দুর্ভিক্ষকে অন্যতম কারণ হিসাবে দায়ী করেন।

[বাকী অংশ ৭ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

তিনটিতে মুক্তি ও তিনটিতে ধ্বংস

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, : ثَلاَثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلاَثٌ مُهْلِكَاتٌ- فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَتَقْوَى اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ، وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِضَا وَالسَّخَطِ، وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ : فَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَشُحٌّ مُطَاعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ- 'তিনটি বস্তু মুক্তিদানকারী ও তিনটি বস্তু ধ্বংসকারী। মুক্তিদানকারী তিনটি বস্তু হ'ল (১) গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা (২) সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিতে সত্য কথা বলা (৩) সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। আর ধ্বংসকারী তিনটি বস্তু হ'ল (১) প্রবৃত্তি পূজারী হওয়া (২) লোভের দাস হওয়া এবং (৩) আত্ম অহংকারী হওয়া। আর এটিই হ'ল সবচেয়ে মারাত্মক'।[১]

(১) তাক্বওয়া : অর্থ আল্লাহকে ভয় করা। যা শয়তানের আনুগত্য থেকে মানুষকে রক্ষা করে। একইভাবে এটি মানুষকে সকল অসৎকর্ম এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে দেয়। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ- 'হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মরো না' *(আলে ইমরান ৩/১০২)*।

আল্লাহভীরুতা মানুষকে প্রবৃত্তির তাড়না থেকে সংযত রাখে। আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى- فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى- 'যে ব্যক্তি তার প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় করে এবং নিজেকে প্রবৃত্তির গোলামী হ'তে বিরত রাখে' 'জান্নাত তার ঠিকানা হবে' *(নাযে'আত ৭৯/৪০-৪১)*। বিগত যুগে পাহাড়ের গুহায় আটকে পড়া বনু ইস্রাঈলের তিন যুবকের একজন তার প্রেমিকার সাথে অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে মেয়েটি বলেছিল, يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ، 'হে আল্লাহ্র বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর'। এই কথায় যুবকটি আল্লাহ থেকে ভীত হয় এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত হয়। অতঃপর সে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে বলে, اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى فَعَلْتُ ذَالِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، 'হে আল্লাহ! যদি তুমি জানো যে আমি কেবল তোমার ভয়ে সেদিন উক্ত অন্যায় কাজ থেকে বিরত হয়েছিলাম, তাহ'লে তুমি আমাদেরকে এই কঠিন বিপদ থেকে মুক্তি দাও'। তখন আল্লাহ্র হুকুমে পাথর সরে যায় এবং গুহার মুখ খুলে যায়। অতঃপর তারা তিনজন বেরিয়ে আসে।[২]

বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَيُّهَا النَّاسُ... اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ- 'হে জনগণ!... তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর। রামাযান মাসের ছিয়াম পালন কর। তোমাদের মালের যাকাত দাও। তোমাদের আমীরের আনুগত্য কর। তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ কর'।[৩]

বস্তুতঃ মুমিন সূদ-ঘুষ, যেনা-ব্যাভিচার এবং সকল প্রকার অন্যায় ও দুর্নীতি হ'তে বিরত থাকে কেবল আল্লাহ্র ভয়ে। তাই তাক্বওয়া হ'ল ব্যক্তি ও জাতীয় উন্নতির চাবিকাঠি।

(২) সদা সত্য কথা বলা : আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ- 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তওবা ৯/১১৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، 'তোমাদের উপর সত্যবাদিতাকে অপরিহার্য করা হ'ল। কেননা সত্যবাদিতা সৎকর্মের দিকে চালিত করে। আর সৎকর্ম জান্নাতের পথে চালিত করে। আর ঐ ব্যক্তি সর্বদা সত্য বলে এবং সত্যকেই লক্ষ্য নির্ধারণ করে। ফলে সে আল্লাহ্র নিকটে সত্যবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়'।[৪] যেমন মি'রাজের অবিশ্বাস্য ঘটনায় কুরায়েশদের সন্দেহ আরোপের বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন বিশ্বাস ঘোষণার জন্য রাসূল (ছাঃ) আবুবকর (রাঃ)-কে 'ছিদ্দীক্ব' উপাধি দান করেন।[৫]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ يَّضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ- 'যে ব্যক্তি আমার নিকট তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী বস্তু দু'টির যামিন হবে, আমি তার জান্নাতের যামিন হব'।[৬]

(৩) সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা : আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ إِذَآ أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا- '(আল্লাহ্র বিনয়ী বান্দা তারাই) যখন তারা

১. *বায়হাক্বী শো'আব হা/৬৮৬৫; মিশকাত হা/৫১২২ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায় 'ক্রোধ ও অহংকার' অনুচ্ছেদ; ছহীহাহ হা/১৮০২।*

২. *বুখারী হা/২৩৩৩, ৩৪৬৫।*

৩. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৬৭, ৩২৩৩, রাবী আবু উমামাহ বাহেলী (রাঃ); সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ 'কুরবানীর দিনের ভাষণ' অনুচ্ছেদ ৭১৮-১৯ পৃ.।*

৪. *বুখারী হা/৬০৯৪; মুসলিম হা/২৬০৭; মিশকাত হা/৪৮২৪, রাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)।*

৫. *ইবনু হিশাম ১/৩৯৯; হাদীছ ছহীহ, সনদ 'মুরসাল' (তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ৩৯২)।*

৬. *বুখারী হা/৬৪৭৪; মিশকাত হা/৪৮১২, রাবী সাহ্ল বিন সা'দ (রাঃ)।*

ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করেনা বা কৃপণতা করেনা। বরং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করে' *(ফুরক্বান ২৫/৬৭)*। তিনি বলেন, إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا– 'নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/২৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার বিষয়টি নির্ধারিত হয়ে গেছে। অতএব তোমরা فَإِنَّ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ، وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ– 'মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনে সচেষ্ট হও। কেননা জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতী আমলের উপরেই মৃত্যুবরণ করবে, চাই সে যে আমলই করুক না কেন। আর জাহান্নামী ব্যক্তি জাহান্নামী আমলের উপরেই মৃত্যুবরণ করবে, চাই সে যে আমলই করুক না কেন'।[৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ– 'সফলকাম হ'ল সেই ব্যাক্তি, যে ইসলাম গ্রহণ করল, তাকে প্রয়োজন মাফিক জীবিকা প্রদান করা হ'ল এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তার উপর সে সন্তুষ্ট থাকল'।[৮]

ধ্বংসকারী তিনটি বস্তু হ'ল :

(১) প্রবৃত্তি পূজারী হওয়া : আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ قُلْ لاَ أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ– 'তুমি কাফেরদের বলে দাও যে, আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের আহ্বান কর, তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বলে দাও যে, আমি তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করব না। তাতে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাব এবং সুপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবো না' *(আন'আম ৬/৫৬)*।

আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে ধমক দিয়ে বলেন, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً؟ 'তুমি কি তাকে দেখেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে? তুমি কি তার যিম্মাদার হবে?' *(ফুরক্বান ২৫/৪৩)*। তিনি স্বীয় রাসূলকে নিষেধ করে বলেন, وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا– وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، 'তুমি ঐ ব্যক্তির আনুগত্য করো না যার অন্তরকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও তার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে গেছে'। 'তুমি বলে দাও যে, সত্য এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে। অতএব যে চায় তাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক। আর যে চায় তাতে অবিশ্বাস করুক; আমরা সীমালংঘনকারীদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি' *(কাহ্ফ ১৮/২৮-২৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করে বলতেন, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلاَقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ– 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে পানাহ চাচ্ছি অন্যায় চরিত্র, কর্ম ও প্রবৃত্তি পূজা হ'তে'।[৯] হযরত আলী (রাঃ) বলেন, إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمُ اثْنَتَانِ : طُولُ الْأَمَلِ، وَاتِّبَاعُ الْهَوَى، فَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ– 'আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে ভীত হই দু'টি বিষয়ে। দীর্ঘ আকাংখা ও প্রবৃত্তি পূজা। দীর্ঘ আকাংখা মানুষকে আখেরাত ভুলিয়ে দেয়। অতঃপর প্রবৃত্তি পূজা মানুষকে সত্য থেকে বিরত রাখে'।[১০]

(২) লোভের দাস হওয়া : আল্লাহপাক ইহূদীদের সম্পর্কে বলেন, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَّمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَّمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُّعَمَّرَ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ– 'তুমি তাদেরকে পাবে পার্থিব জীবনের প্রতি অন্যদের চাইতে অধিক আসক্ত, এমনকি মুশরিকদের চাইতেও। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে যেন সে হাযার বছর বেঁচে থাকে। অথচ এরূপ দীর্ঘ আয়ু তাদেরকে (মৃত্যু বা আখেরাতের) শাস্তি থেকে দূরে রাখতে পারবে না। বস্তুতঃ তারা যা করে, সবই আল্লাহ দেখেন' *(বাক্বারাহ ২/৯৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَّالٍ لاَبْتَغَى ثَالِثًا، وَلاَ يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ– 'যদি আদম সন্তানকে এক ময়দান ভর্তি স্বর্ণ দেওয়া হয়, তাহ'লে সে দুই ময়দান ভর্তি স্বর্ণের আকাংখা করবে। আর তার মুখ কখনোই ভরবে না মাটি ব্যতীত (অর্থাৎ কবরে না যাওয়া পর্যন্ত)। বস্তুতঃ আল্লাহ তওবাকারীর তওবা কবুল করে থাকেন'।[১১] অর্থাৎ অধিক পাওয়ার আকাংখা থেকে তওবা করতে হবে। রাবী আনাস (রাঃ) বলেন, উবাই বিন কা'ব (রাঃ) বলতেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরোক্ত হাদীছকে কুরআনের অংশ মনে করতাম, যতক্ষণ না সূরা তাকাছুর নাযিল হয়'।[১২]

---

৭. *তিরমিযী হা/২১৪১; মিশকাত হা/৯৬ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ, রাবী আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ)।*
৮. *মুসলিম হা/১০৫৪; মিশকাত হা/৫১৬৫।*
৯. *তিরমিযী হা/৩৫৯১; মিশকাত হা/২৪৭১, রাবী কুত্বা বিন মালেক (রাঃ)।*
১০. *ইমাম আহমাদ, ফাযায়েলুছ ছাহাবা ক্রমিক ৮৮১।*
১১. *বুখারী হা/৬৪৩৯; মুসলিম হা/১০৪৮; মিশকাত হা/৫২৭৩, রাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)।*
১২. *বুখারী হা/৬৪৪০ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, ১০ অনুচ্ছেদ।*

(৩) আত্ম অহংকারী হওয়া : আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَالِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ– ‘নিশ্চয়ই যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে ও তা থেকে অহংকার ভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের জন্য আকাশের দরজা সমূহ উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত না সূঁচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। এভাবেই আমরা অপরাধীদের শাস্তি প্রদান করে থাকি’ *(আ‘রাফ ৭/৪০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَّكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا، قَالَ : إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ– ‘ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার রয়েছে। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, লোকেরা চায় যে, তার পোষাক সুন্দর হৌক, তার জুতা সুন্দর হৌক। জবাবে তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পসন্দ করেন। অহংকার হ’ল সত্যকে দম্ভের সাথে পরিত্যাগ করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা’।[১৩]

অহংকারীদের পরিণতি সম্পর্কে তিনি বলেন, يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ أَمْثَالَ الذَّرِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى : بُولَسُ، تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخَبَالِ– ‘অহংকারী ব্যক্তিরা ক্বিয়ামতের দিন উঠবে মানুষের রূপে পিঁপড়া সদৃশ অবস্থায়। চারদিক থেকে লাঞ্ছনা তাদেরকে বেষ্টন করে রাখবে। অতঃপর তাদেরকে ‘বূলাস’ নামক জাহান্নামের এক কারাগারের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যেখানে লেলিহান অগ্নি তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। সেখানে তারা জাহান্নামীদের গলিত পুঁজ-রক্ত ‘ত্বীনাতুল খাবাল’ পান করানো হবে’।[১৪]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, اَلتَّكَبُّرُ شَرٌّ مِنَ الشِّرْكِ فَإِنَّ الْمُتَكَبِّرَ يَتَكَبَّرُ عَنْ عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى، وَالْمُشْرِكُ يَعْبُدُ اللهَ وَغَيْرَهُ– ‘অহংকার শিরকের চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা অহংকারী ব্যক্তি আল্লাহর দাসত্বের বিরুদ্ধে অহংকার করে। আর মুশরিক আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং তাঁর সাথে অন্যেরও করে’।[১৫]

আল্লাহ বলেন, وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ– ‘আর তুমি অহংকারবশে মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না এবং যমীনে উদ্ধতভাবে চলাফেরা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক ও অহংকারীকে ভালবাসেন না’ *(লোকমান ৩১/১৮)*। তিনি বলেন, إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ– ‘নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকার প্রদর্শন করে। তারা সত্বর জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত অবস্থায়’ *(মুমিন/গাফের ৪০/৬০)*।

এখানে عَنْ عِبَادَتِي ‘আমার ইবাদত থেকে’ অর্থ عَنْ دُعَائِي ‘আমার নিকট দো‘আ করা হ’তে ও আমার একত্ববাদ وَتَوْحِيدِي ঘোষণা করা হ’তে’ বিরত থাকে *(ইবনু কাছীর)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، ‘দো‘আ হ’ল ইবাদত’।[১৬]

এইসব লোকেরা আল্লাহ্র কাছে দো‘আ করার বদলে নিজেদের অনুসরণীয় ব্যক্তিদের ছবি-মূর্তির নিকটে গিয়ে অথবা কবরে গিয়ে দো‘আ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ قَالُوا : بَلَى، قَالَ : كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُّسْتَكْبِرٍ– ‘আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করব না? তারা হ’ল প্রত্যেক রূঢ় স্বভাব, কঠিন হৃদয় ও দাম্ভিক ব্যক্তি’।[১৭] তিনি বলেন, اِحْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ فِيَّ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ...وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ– ‘জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে তর্ক-বির্তক হ’ল। জাহান্নাম বলল, যত স্বৈরাচারী যালেম ও অহংকারী আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। ...আল্লাহ জাহান্নামকে বলেন, তুমি আমার আযাব। আমি তোমার দ্বারা যার থেকে ইচ্ছা প্রতিশোধ গ্রহণ করব।[১৮]

আল্লাহ বলেন, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَّالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ– ‘আখেরাতের এই গৃহ আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি ঐসব মুমিনের জন্য, যারা দুনিয়াতে ঔদ্ধত্য ও বিপর্যয় কামনা করে না। বস্তুতঃ শুভ পরিণাম কেবল আল্লাহভীরুদের জন্য’ *(ক্বাছাছ ২৮/৮৩)*। তিনি বলেন, فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ– ‘আজ তোমাদেরকে হীনকর শাস্তির বদলা দেওয়া হবে এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে দম্ভ করতে এবং তোমরা পাপাচার করতে’ *(আহক্বাফ ৪৬/২০)*।

---

১৩. *মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৮ ‘ক্রোধ ও অহংকার’ অনুচ্ছেদ, রাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)।*
১৪. *তিরমিযী হা/২৪৯২; মিশকাত হা/৫১১২, রাবী ‘আমর বিন শো‘আয়েব (রাঃ)।*
১৫. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন (বৈরূত: দারুল কিতাবিল ‘আরাবী, ৩য় প্রকাশ ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খৃ.) ২/৩১৬।*
১৬. *আবুদাঊদ হা/১৪৭৯; তিরমিযী হা/২৯৬৯ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২২৩০।*
১৭. *মুসলিম হা/২৮৫৩; মিশকাত হা/৫১০৬ ‘ক্রোধ ও অহংকার’ অনুচ্ছেদ।*
১৮. *আহমাদ হা/১১৭৭১; ছহীহুত তারগীব হা/৩২০০।*

তিনি বলেন, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ– ‘আর যারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করে, ক্বিয়ামতের দিন তুমি তাদের চেহারা মসীলিপ্ত দেখবে। বস্তুতঃ দাম্ভিকদের ঠিকানা কি জাহান্নাম নয়?’ *(যুমার ৩৯/৬০)*।

নমরূদ ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে অহংকার দেখিয়ে তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্র হুকুমে আগুন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল *(আম্বিয়া ২১/৬৯)*। ক্বারূণ ছিল মূসা (আঃ)-এর চাচাতো ভাই হওয়া সত্ত্বেও অঢেল সম্পদের মালিক হয়ে সে অহংকারী হয়ে বলেছিল, এই সম্পদ আমি আমার নিজস্ব জ্ঞানের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছি। আল্লাহ তাকে তার সম্পদরাজি সহ মাটিতে ধ্বসিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন *(ক্বাছাছ ২৮/৮১)*।

ইহূদীরা নবী মূসার অবাধ্যতা করার কারণে আল্লাহ তাদেরকে নিকৃষ্ট বানরে রূপান্তরিত করে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন *(বাক্বারাহ ২/৬৫)*। আমাদের নবীর বিরুদ্ধে অহংকার দেখানোর কারণে বদরের যুদ্ধের দিন কুরায়েশদের ১১ জন নেতা একদিনেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যুগে যুগে এমনি করে অহংকারীদের পতন ঘটেছে। তাই এ বিষয়টিকেই দরসে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ‘সবচেয়ে মারাত্মক’ বলে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংসকারী তিনটি বস্তু থেকে রক্ষা করুন এবং মুক্তিদানকারী তিনটি বস্তু অর্জনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

দৃষ্টি আকর্ষণ

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা ভাই ও বোনেরা!

মাসিক **আত-তাহরীক** সূচনালগ্ন থেকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে দ্বীনে হক প্রচারে নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। নিয়মিত প্রকাশনার ২৫ বছর পেরিয়ে আপনাদের প্রিয় **আত-তাহরীক** আগামী অক্টোবর’২২-তে ২৬তম বর্ষে পদার্পণ করতে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমরা পাঠকদের সামর্থ্যের বিষয়টি মাথায় রেখেই পত্রিকার মূল্য নির্ধারণ করেছি। কিন্তু দুঃখজনক যে, বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে চলতি বছরে কাগজের মূল্য কয়েক দফায় অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আনুসঙ্গিক খরচও বেড়েছে কয়েকগুণ। সেকারণ পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে পত্রিকা সরবরাহ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই আগামী অক্টোবর’২২ (২৬তম বর্ষ ১ম সংখ্যা) থেকে **‘আত-তাহরীক’**-এর মূল্য **২৫/-** টাকার পরিবর্তে **৩০/-** টাকা নির্ধারণ করা হ’ল। আত-তাহরীকের খিদমতের তুলনায় এ নতুন মূল্য বৃদ্ধি পাঠকদের কষ্টের কারণ হবে না বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস। পাঠক, গ্রাহক ও এজেন্টদের এই সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি এবং পূর্বের ন্যায় একইভাবে এই দাওয়াতী খিদমত আঞ্জাম অব্যাহত রাখবেন বলে আশা রাখছি। *-সম্পাদক।*

আত-তাহরীক-এর নতুন গ্রাহক চাঁদা

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	৪৫০/=	--
সার্কভুক্ত দেশ সমূহ	২২৫০/=	১০৫০/=
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	২৫০০/=	১৩০০/=
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	৩১০০/=	১৯০০/=
আমেরিকা মহাদেশ	৩৫০০/=	২৩০০/=

সংশোধনী

মাসিক আত-তাহরীক আগস্ট ২০২২ সংখ্যার 'দিশারী' কলামে পবিত্র কা'বার নীচে ৯৯ জন নবীর কবরের কথা বলা হ'লেও এ ব্যাপারে বর্ণিত মূল দলীলটি উল্লেখ করা হয়নি। সেটি হ'ল তাবেঈ বিদ্বান আব্দুল্লাহ বিন যামরা (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, مَا بَيْنَ الْمَقَامِ إِلَى الرُّكْنِ إِلَى زَمْزَمَ إِلَى الْحَجْرِ قَبْرَ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَبِيًّا جَاؤُوْا حَاجِّيْنَ فَقُبِرُوا هُنَاكَ 'মাক্বামে ইব্রাহীম থেকে রুকনে ইয়ামানী পর্যন্ত এবং যমযম কূপ থেকে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় ৯৯ জন নবীর কবর রয়েছে। তাঁরা হজ্জব্রত পালন করার জন্য এখানে এসে কবরস্থ হন'। আছারটি তাফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত হয়েছে *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১২৯ আয়াত)*। তবে এর সনদ যঈফ *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৭৯৪-এর আলোচনা)*। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।-*সম্পাদক*

সহকারী পরিদর্শক আবশ্যক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড-এর কেন্দ্রীয় অফিসে একজন সহকারী পরিদর্শক আবশ্যক।

যোগ্যতা ও শর্তাবলী : (ক) দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ (আরবী-ইসলামিক স্টাডিজ) **(খ)** আরবী, বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় পারদর্শিতা **(গ)** কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন যাপন **(ঘ)** কম্পিউটার পরিচালনায় অভিজ্ঞতা (ঙ) দেশের বিভিন্ন যেলায় বোর্ডের অধিভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনে আগ্রহী **(চ)** শিক্ষকতা পেশা ও প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা (যদি থাকে)।

বেতন : ১৫,০০০-২০,০০০/- (আলোচনা সাপেক্ষে)

উক্ত পদের জন্য ২কপি রঙিন ছবি, আইডি কার্ডের ফটোকপি সহ লিখিত আবেদনপত্র সরাসরি কিংবা ডাক যোগে বা ই-মেইলে আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২২-এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত ঠিকানায় প্রেরণের জন্য আহ্বান করা হ'ল।

যোগাযোগ : সচিব, হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড, নওদাপাড়া মাদ্রাসা (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৩০-৭৫২০৫০; ০১৭২৬-৩১৫৯৭০।
E-mail : hf.eduboard@gmail.com

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

প্রতিকার : (১) সূদভিত্তিক অর্থনীতি বাতিল করা (২) অনৈতিক মওজূদদারী বন্ধ করা (৩) ঘুষ-দুর্নীতি সহ হারামের সকল পথ বন্ধ করা এবং হালাল রূযীর পথকে বাধাহীন করা (৪) চাঁদাবাজি বন্ধ করা (৫) দেশে বর্তমানে নিবন্ধিত ২৫২৯টি (জুন ২০২২) এনজিওর মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণদানকারীদের নিবন্ধন বাতিল করা ও তাদের শোষণ বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা (৬) সরকারীভাবে 'করযে হাসানাহ' প্রকল্প চালু করা এবং তার মাধ্যমে সৎ ও আল্লাহভীরু উদ্যোক্তাদের মধ্যে সূদবিহীন ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা (৭) দালালী প্রথার মাধ্যমে প্রতারণা মূলক ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করা (৮) বাজারে চাহিদা ও সরবরাহ ব্যবস্থা নিরঙ্কুশ রাখা (৯) ন্যায্যমূল্যে কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ফসল ক্রয় করা এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করা (১০) অসৎ ব্যবসায়ীদের, পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের ও বিভিন্ন বিভাগের অশুভ সিণ্ডিকেট সমূহ ভেঙ্গে দেওয়া (১১) জুয়া, হাউজি, ক্যাসিনো ও মাদকদ্রব্য প্রভৃতি সকল প্রকার হারাম বস্তু ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা (১২) ব্যাংকগুলোতে এলসি (Letter of credit) বা ঋণপত্রের অর্থ পরিশোধের সময়সীমা কমিয়ে আনা। যাতে আমদানীকারকরা মওজূদের সময় না পায় এবং আমদানীকৃত পণ্যদ্রব্য দ্রুত বাজারে চলে যায় (১৩) স্থল, নৌ ও বিমানপথে গোয়েন্দা নযরদারী যোরদার করা। যাতে দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার না হ'তে পারে এবং বিদেশ থেকে চোরাইপথে কোন নিষিদ্ধ পণ্য দেশে প্রবেশ করতে না পারে (১৪) রক্ষক হয়ে ভক্ষকদের প্রকাশ্যভাবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা (১৫) প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ভুক্তভোগীদের দ্রুত খাদ্য সরবরাহ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা (১৬) আর্থিক খাতের সকল গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আল্লাহভীরু ও দক্ষ কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করা (১৭) সর্বত্র ঈমানী পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং আল্লাহ্র নিকট তওবা-ইস্তেগফার করা (১৮) ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় অপচয় পরিহার করা এবং অল্পে তুষ্ট থাকা।

মনে রাখতে হবে যে, সকল সৃষ্টবস্তুর চাহিদা ও যোগানের মালিক আল্লাহ। অনেক প্রাণী আছে যারা নিজেরা রূযী বহন করেনা, কিন্তু আল্লাহ তাদের রূযী পৌঁছে দেন' *(হূদ ১১/৬; আনকাবূত ২৯/৬০)*। আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ ও ভূমির উর্বরা শক্তি তাঁরই দেওয়া অপার নে'মত *(যারিয়াত ৫১/২২)*। বান্দার দায়িত্ব কেবল চাহিদা ও যোগানে ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী বস্তু সমূহ দূর করা। বাজার ব্যবস্থাপনাকে স্থিতিশীল রাখা। অতএব সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ও সর্বোপরি সরকারের কর্তব্য হবে 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' নীতির আলোকে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা। তাহলে মূল্যস্ফীতি কমে যাবে এবং বাজার স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

www.at-tahreek.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বই সমূহ ও মাসিক আত-তাহরীক-এর প্রাপ্তিস্থান

কুমিল্লা : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ইকরা লাইব্রেরী, বুড়িচং ০১৫৫৭-০০০৩৭৭; কামাল আহমাদ, লাকসাম ০১৮১২০৪৩৬৭১; ইসলামী জ্ঞানের আলো লাইব্রেরী ০১৬৭৬-৭৪৭৫৩২; বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী ০১৬৮০-৩৫৫১৯০।

কুষ্টিয়া : শহিদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ হার্ডওয়ার, কন্দর পদিয়া, ই.বি. কুষ্টিয়া ০১৭৪৫-০৩২৪০৭।

খুলনা : আব্দুল মুকীত, খুলনা, ০১৯২০-৪৬০১৩১; মাসুদুর রহমান ০১৯১৮-৯১৬৮৮১; সালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮।

গাযীপুর : বেলাল হোসাইন, তাওহীদ লাইব্রেরী, গাযীপুর, ০১৯১৩-০৭০৩৮৪; আব্দুছ ছামাদ শিকদার, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আনসার একাডেমী, গাযীপুর ০১৮২৫-৭৯১৮৭১; বাদশা মিয়া, ০১৭১৩-২৬৯৮৬০; মুহাম্মাদ এনামুল হক, সুমাইয়া লাইব্রেরী, মাওনা চৌরাস্তা ০১৯২২-১৫৭৫৭৩; ছাব্বির বই বিতান, টঙ্গী ০১৮৬৪৭৮১১১৭; ছিদ্দীক বই বিতান, আমান টেক্স সংলগ্ন ০১৯২৫-৪১৮২২০; খাইরুল ইসলাম, আমান টেক্স, বৈরাগীর চালা, গাযীপুর ০১৭২৯-৫৯৫১৬৬।

গাইবান্ধা : হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, গোলাপবাগ টিএণ্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, গোবিন্দগঞ্জ ০১৭৩৭-৮৯৭০১১; ০১৭৩১-৪৮৫৭১৯; আততাওয়াকওয়া লাইব্রেরী, বড় মসজিদ সংলগ্ন, ডাঃ মোঃ হারুনু অর-রশিদ ০১৭২০-৫১১১৬৫; ইসলামিয়া লাইব্রেরী, বোনারপাড়া বাজার, সাঘাটা মোঃ আব্দুল আউয়াল ০১৭২৫-৬৩৮৬০৮।

চট্টগ্রাম : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম শাখা, (শেখ সাদী) ০১৭১৫-৮৮০৮৬৬।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, শিবতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ০১৭৩০-৯২৫৭৬৬; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কানসাট ০১৭৪০-৮৫৬৬০৯; ডাক-বাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রহনপুর ০১৭৩৮-৫৪৬৫১৭। রুহুল আমীন, আল-ইখলাছ স্টোর, বিশ্বরোড মোড়, হোসেন পাম্পের পাশে ০১৭৮৭-০৯০৭৪৭।

চুয়াডাঙ্গা : সাঈদুর রহমান, জয়রামপুর, দামুড়হুদা ০১৯১৮-২১৬৫৮৫।

জামালপুর : আনীসুর রহমান, আরিফ ফার্মেসী এণ্ড ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর ০১৯১৬-৭৬৯৭৩৪।

জয়পুরহাট : আল-আমীন, বটতলী বাজার, ক্ষেতলাল ০১৭৫৮-০৯৮৫৮০।

ঝিনাইদহ : আসাদুল্লাহ কিতাব ঘর ০১৭৫৩-৬৫২৮৬১; আল-আমীন টুপি ঘর, অগ্রণী ব্যাংকের নীচে, আহলেহাদীছ মসজিদের উত্তর পাশে, ডাকবাংলা বাজার ০১৯৩৯-৭৩৫৫১৮।

ঠাকুরগাঁও : আব্দুল বারী, মীম লাইব্রেরী ০১৭১৭-০০৪১১৬; মুহাম্মাদ আবুবকর, মাকতাবাতুল হুদা ০১৭৬০-৫৮৮১০৯; যিয়াউর রহমান, আল-ফুরকান লাইব্রেরী, হরিপুর ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪।

ঢাকা : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ২২০ বংশাল ০১৮৩৫-৪২৩৪১১; আনোয়ার হোসেন, আনোয়ার বুক ডিপো, ৫০, বাংলাবাজার ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫; মীযানুর রহমান, মুহাম্মাদপুর ০১৭৩৬-৭০০২০২; আনীসুর রহমান, মাদারটেক ০১৭১৮-৭৫৫৩৫৫; বাবু টেলিকম, মিরপুর ০১৭১৩-২০৩৩৯৬; মাহমূদুল হাসান, সততা লাইব্রেরী, ধামরাই ০১৭২৪৪৮৪২৩৪; তাসলীম পাবলিকেশন্স, কাঁটাবন ০১৯১৯-৯৬২৯১৯; প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, বাংলা বাজার ০১৭৮৪-০১২৯৬৪।

দিনাজপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বিরামপুর শাখা, দিনাজপুর ০১৭৮০-৬৫০১১১; ছাদিক হোসেন, মদীনা লাইব্রেরী, রাণীর বন্দর, ০১৭২৩-৮৯০৯১২; মুছাদ্দিক বিল্লাহ, যুবসংঘ লাইব্রেরী, পার্বতীপুর ০১৭২৩-৮৮৯৯১১; সাজ্জাদ হোসেন তুহিন ০১৭৪০-৫৬২৭২১; মীযানুর রহমান, তামীম বই ঘর, রাণীগঞ্জ, ঘোড়াঘাট ০১৭৩৭-৬০৭৪৮৮; আরাফাত ইসলাম ০১৭৫০-২৯০০৫৯; আল-আমীন লাইব্রেরী, খোলাহাটী ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর ০১৭৩৫-৪৭৪০৭২।

নওগাঁ : আফযাল হোসাইন ০১৭১০-০৬০৪৭১; আতাউর রহমান, হামিদিয়া লাইব্রেরী ০১৭৬৫-৬৪৮১২৩; শাহজালাল লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৮৮৮৯৪; মাদরাসা লাইব্রেরী ০১৭৭০-৬৩২৮৩২। আব্দুল আযীয, রহমানিয়া লাইব্রেরী, আনন্দনগর আহলেহাদীছ মসজিদ সংলগ্ন ০১৭৭২-৮৫৫৭৮৬।

নরসিংদী : আব্দুল্লাহ ইসহাক, মাধবদী, ০১৯৩২০৭২৪৯২। **বাগের হাট :** শেখ জার্জিস আহমাদ ০১৭১৩-৯০৫৩১৬।

নীলফামারী : এ.এস.এম. আব্দুস সালাম, বিদ্যা বুক হাউস ০১৭২৮৩৪৬৩১৩; এডুকেশন সেন্টার অব ইসলাম, নাউতারা বাজার, ডিমলা ০১৭৮৩-৮৫৫৭৩২।

পাবনা : রেযাউল করীম খোকন, রূপালী কনফেকশনারী ০১৭১৪-২৩১৩৬২; শীরীন বিশ্বাস ০১৯১৫-৭৫২৭১১; আব্দুল লতীফ, ০১৭৬১৭০৬৯৪১; হাসান আলী, আত-তাক্বওয়া জামে মসজিদ, চরমিরকামারী, ঈশ্বরদী, পাবনা ০১৭১৮-১২০৩১৫।

পটুয়াখালী : ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম, নতুন বাসষ্ট্যাণ্ডের দক্ষিণে ০১৭৫৮-৯৩৯৪৩৭।

পঞ্চগড় : আব্দুল ওয়াজেদ, ঝিলিমিলি কসমেটিক্স, ফুলতলা বাজার ০১৭১৩-৬৮৭৫৮০।

ফরিদপুর : দেলোয়ার হোসাইন কোর্ট কম্পাউন্ড ০১৭১৩-৫৯৮৪৭৬। **মাগুরা :** ইলিয়াস, ০১৯২৮-৭০৭৬৪৩।

বগুড়া : শাহীন লাইব্রেরী ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮; মামূন, আদর্শ লাইব্রেরী ০১৭১৮-৪০৮২৬৯; শরীফুল ইসলাম, সেনানিবাস ০১৪০৫-৫৩৫৫৯১; মদীনা অক্সফোর্ড লাইব্রেরী ০১৭১৬-৫৩৬৫৪৯।

মেহেরপুর : সাইফুল ইসলাম, জোনাকী লাইব্রেরী ০১৭১০১১৮৫১৪; রবীউল ইসলাম, মুজীব নগর বুকস্টল, বড় বাজার ০১৭৫৬-৬২৭০৩১।

যশোর : মুহসিন, হেলাল বুক ডিপো, দড়াটানা ০১৯৭২-৩২৪৭৮২। **ময়মনসিংহ :** আবুল কালাম ০১৭৬৭-৪৬৮৮০৫।

রংপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, মুসলিমপাড়া শাখা ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২, রেযাউল করীম, দারুসসুন্নাহ লাইব্রেরী, সেন্ট্রাল রোড, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯; মতিউর রহমান, পীরগঞ্জ, ০১৭২৩-৩১৩৭৫৮; আর রহমান লাইব্রেরী শঠিবাড়ী ০১৮১০-০১০৮৭৮।

রাজশাহী : হাফা লাইব্রেরী, তাহেরপুর ০১৭৬৪-৯৯৯৪৭১।

লালমণিরহাট : শাহ আলম, ফাহমিদা লাইব্রেরী, মহিষখোচা ০১৯১৬-৪৯১৭৯৮; ছালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮; তাজ লাইব্রেরী ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩।

সিরাজগঞ্জ : সত্যের আলো লাইব্রেরী, জামতৈল পূর্ব বাজার, কামারখন্দ ০১৭১৬-৯৬৯৭৯৬।

সিলেট : আব্দুছ ছবূর, ই.সি.এস, লাইব্রেরী, সিলেট ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫; শহীদুল ইসলাম, আত-তাকওয়া মসজিদ ০১৭৬১-৯৮২৫৯৭।

সাতক্ষীরা : হাবীবুর রহমান ০১৭৪০-৬২৬০৫৭; মাগফূর রহমান বাবলু, বাঁকাল ০১৭১৬-১৫০৯৫৩; আব্দুস সালাম, মল্লিক লাইব্রেরী, কলারোয়া ০১৭৪৮-৯১০৮২৫।

শারঈ জ্ঞানার্জনের বাধ্যবাধকতা ও বর্তমান সমাজ বাস্তবতা

-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

ভূমিকা :

যারা বিদ্যার অধিকারী এবং যারা বিদ্যার অধিকারী নয় তারা উভয়ে সমান নয়। যারা বিদ্যার অধিকারী তারা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। বিদ্যা ও প্রজ্ঞার অধিকারী যারা তারা প্রভূত কল্যাণ লাভ করেন। আমল শুরুর আগে দরকার তৎসম্পর্কিত বিদ্যা। ধর্মীয়, দৈহিক, মানসিক, আর্থিক ও বৈষয়িক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে উন্নতি করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিদ্যা জানা একান্তই প্রয়োজন। ইসলাম একটি জীবনব্যবস্থার নাম। মুসলিম হিসাবে বেঁচে থাকতে এবং জীবন-যাপন করতে চাইলে তাই ইসলাম সংক্রান্ত বিদ্যা অর্জন ফরয। আরবী ফরয শব্দের অর্থ 'আবশ্যিক'। এই ফরয বিদ্যা দু'ভাগে বিভক্ত। ফরযে কিফায়া ও ফরযে আইন। ফরযে কিফায়া সমষ্টিগত ফরয এবং ফরযে আইন ব্যক্তিগত ফরয। ইসলামী বিধি-বিধান অনুযায়ী জীবন-জীবিকার বিষয়সমূহ, মুসলিম মিল্লাত, সমাজ, রাষ্ট্র এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার জন্য যে বিদ্যা না জানলে এগুলো অকার্যকর হয়ে পড়বে তা জানা ফরযে কিফায়া। অনেকটা বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের এ বিদ্যা। সমাজের আবশ্যকীয় পরিমাণ মানুষকে এ বিদ্যা শিখতেই হবে। তবে প্রত্যেককে শিখতে হবে না। পক্ষান্তরে যে বিদ্যা ইসলামী বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যক্তিগত জীবন নির্বাহের জন্য আবশ্যক তা অর্জন করা ফরযে আইন। এ বিদ্যা মুসলিম নর-নারী মাত্রই শিখতে হবে। ঈমান-আক্বীদা এবং আমল ছহীহ-শুদ্ধ ও উন্নততর করা এবং বাতিলের আক্রমণ থেকে নিজেকে হেফাযতের লক্ষ্যে এ বিদ্যা জানা প্রয়োজন। এতদসম্পর্কে আমাদের কথা বলার আগে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিশেষজ্ঞ আলেমগণ কী বলেছেন তা জানা সমীচীন হবে।

একজন মুসলিমের জন্য কতটুকু জ্ঞানার্জন করা ফরযে আইন?

একজন মুসলিমের ইসলাম মেনে জীবন যাপনের জন্য কতটুকু বিদ্যা অর্জন ফরযে আইন? এমন এক প্রশ্নের উত্তরে ইসলাম ওয়েব-এ বলা হয়েছে, 'একজন মুসলিমের উপর ঐ পরিমাণ বিদ্যা অর্জন ফরযে আইন, যাতে তার আক্বীদা, ইবাদত এবং পেশা বা বৃত্তিগত দায়িত্ব পালন ছহীহ-শুদ্ধ হবে।

আল্লামা আখযারী তার 'মুক্বাদ্দামা' গ্রন্থে বলেছেন, মুকাল্লাফ বা আদিষ্ট ব্যক্তির উপর প্রথম ফরয নিজের ঈমান ছহীহ-শুদ্ধ করা। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমকে তার আক্বীদা ছহীহ-শুদ্ধ করার জন্য ঈমানের ছয়টি রুকন বা মৌল উপাদান জানতে হবে। তারপর এমন সব কিছু জানা, যাতে তার উপর অর্পিত ফরযে আইন দায়িত্বসমূহ সে সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে। যেমন ত্বাহারাত, ছালাত ও ছিয়ামের বিধি-বিধান।

দামেশকের বাসিন্দা শাফেঈ মাযহাবের আল্লামা 'আলমাভী তার 'আল-ইক্বদুত তালীদ' গ্রন্থে বলেছেন, কালেমায়ে শাহাদত উচ্চারণ ও তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার সত্যতা জ্ঞাপন করা এবং তার প্রতি সন্দেহমুক্ত ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বিশ্বাস বজায় রাখাই ঈমান-আক্বীদার ক্ষেত্রে যথেষ্ট। ঈমানের ছয়টি বিষয়ের দলীল-প্রমাণ দাখিল করা এখানে যরূরী নয়। কেননা মহানবী (ছাঃ) ইসলাম গ্রহণকালে আল্লাহ্র তাওহীদ ও তাঁর নবুঅতের প্রতি শাহাদত বা সাক্ষ্য উচ্চারণ ছাড়া আর কিছু তলব করতেন না। এ বিষয়ে আমাদের সালাফ, ফকীহবৃন্দ ও মুহাক্কিক বা গবেষক আলেমগণ একমত বলে তিনি যোগ করেছেন।

নিজের ইবাদত ছহীহ-শুদ্ধ করার জন্য তাকে জানতে হবে পবিত্রতা লাভের পদ্ধতি, ছালাত ও ছিয়াম আদায়ের পদ্ধতি ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখেছ সেভাবে ছালাত আদায় করবে'।[১] যে ছাহাবী ছালাতে ভুল করেছিলেন তাকে তিনি বলেছিলেন, إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، 'যখন তুমি ছালাতে দাঁড়াবে তখন তাকবীর বলবে, তারপর কুরআন থেকে তোমার পক্ষে যতটুকু সহজ হয় ততটুকু পড়বে'।[২] হজ্জ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা আমার থেকে তোমাদের হজ্জের নিয়মাবলী শিখে নাও'।[৩]

কোন বিষয় জটিল মনে হ'লে যিনি তা জানেন তার নিকট জিজ্ঞেস করে তাকে বিষয়টির সুরাহা করে নিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيْ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، 'যদি তোমরা না জানো, তাহ'লে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর' *(নাহল ১৬/৪৩)*। বিখ্যাত তাবেঈ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই বিদ্যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।

কাজেই যে ব্যক্তি তার দ্বীনী বিষয়ে কোন জটিলতায় পতিত হবে সে কোন জ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করে তা জেনে নিবে।[৪]

প্রশ্ন দেখা দেয়, যখন কোন ব্যক্তি মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণ করে ও প্রতিপালিত হয় এবং মুসলিম সমাজেরই কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণী থেকে শেষ শ্রেণী পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা লাভ করে তার এ শিক্ষা কি ফরযে আইন পরিমাণ জ্ঞান অর্জনে যথেষ্ট হবে? কতটুকু বিদ্যা অর্জনই বা ফরযে আইন?

এ কথার উত্তর এই যে, শারঈ বিদ্যা দুই প্রকার। (১) ফরযে আইন, যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। (২) ফরযে কিফায়া, সমাজের কিছু লোক শিখলে বাকি লোকেরা এই ফরয দায় থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

একজন মুসলিমের উপর যে পরিমাণ বিদ্যা অর্জন ফরযে আইন তা হ'ল- আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ সংক্রান্ত বিদ্যা, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তাঁর সদৃশ ও সমতুল্য কেউ নেই;

১. *বুখারী হা/৭২৪৬।*
২. *বুখারী হা/৭৫৭।*
৩. *মুসলিম হা/১২৯৭; নাসাঈ হা/৩০৬২; মিশকাত হা/২৬১৮।*
৪. *খত্বীব বাগদাদী, আল-ফাকীহু ওয়াল মুতাফাক্কিহ দ্র.।*

ঈমানের মৌলিক রুকনসমূহ কী কী, তাকে তা জানতে হবে। জানতে হবে সেসব ফরয বিধান যা স্থায়ীভাবে বান্দার উপর আদায় করা ফরয। যেমন ছালাত সংক্রান্ত বিদ্যা, মালদার ব্যক্তির উপর যাকাত সংক্রান্ত বিদ্যা, যিনি বেচা-কেনা করেন তার বেচা-কেনা সংক্রান্ত বিদ্যা ইত্যাদি। এমনিভাবে সকল হারাম জিনিস সংক্রান্ত বিদ্যা তাকে জানতে হবে। যেমন সূদ, ঘুষ, যুলুম ইত্যাদি সংক্রান্ত বিদ্যা।

আল্লামা ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, 'বিদ্বানগণ এ কথায় একমত যে, এক ধরনের বিদ্যা রয়েছে যা শেখা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। আরেক ধরনের বিদ্যা রয়েছে যা শেখা ফরযে কিফায়া বা সমষ্টিগত ফরয, কোন স্থানের কেউ একজন তা শিখলে ঐ স্থানের সকল বাসিন্দার উপর থেকে ঐ ফরয রহিত হয়ে যাবে।

মূলতঃ ব্যক্তির উপর শরী'আতের পক্ষ থেকে যে সকল ফরয আরোপিত হয়েছে সে সম্পর্কে তার অজ্ঞ থাকার কোন অবকাশ নেই। সেসব কিছু জানা তার জন্য ফরযে আইন। যেমন মুখে সাক্ষ্যদান ও অন্তর থেকে স্বীকৃতি দান যে, আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর সদৃশ ও সমতুল্য কেউ নেই। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, কারও থেকে জন্ম নেননি এবং কেউ তাঁর সমকক্ষ নেই। তিনি সবকিছুর স্রষ্টা, তাঁর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে। তিনি জীবিতকারী এবং মৃত্যুদানকারী, তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই।

দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছুই তাঁর জানা, উভয়ই তাঁর কাছে সমান। আসমান-যমীনের কোন কিছুই তাঁর কাছে লুক্কায়িত নেই। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গুপ্ত। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হ'ল, তিনি তাঁর গুণাবলী ও নাম সহকারে অনুক্ষণ বিদ্যমান। তার প্রথমত্বের যেমন সূচনা নেই তেমনি তাঁর শেষত্বের কোন অন্ত নেই।

একই সঙ্গে সাক্ষ্য দিতে হবে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা, রাসূল এবং শেষ নবী। আরও সাক্ষ্য দিতে হবে যে, আমলের প্রতিফল দানের জন্য মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ঘটবে এবং সেখানে সৎকর্মশীল সৌভাগ্যবান মুমিনগণ চিরস্থায়ী জান্নাতী হবে এবং কাফের দুর্ভাগা যারা আল্লাহ্র বিধান থোড়াই পরোয়াকারী, তারা জাহান্নামী হবে। এ সবই হক ও সত্য।

এ সাক্ষ্য দিতে হবে যে, কুরআন আল্লাহ্র কালাম বা বাণী। তার মধ্যে বর্ণিত সকল কথা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত সত্য। তার সব কিছুর উপর ঈমান রাখা অপরিহার্য এবং তার সুস্পষ্ট বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করতে হবে।

এ বিশ্বাস করতে হবে যে, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় ফরয। যেসব কিছু না হ'লে ছালাত পরিপূর্ণ হবে না সেসব বিষয় জানা ফরয। যেমন তাহারাত ও ছালাতের সকল হুকুম-আহকাম।

এ সাক্ষ্য দিতে হবে যে, রামাযানের ছিয়াম ফরয। যা না হ'লে ছিয়াম পূর্ণতা পাবে না এবং যা যা করলে ছিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে তার সবই জানা ফরয।

অর্থশালী হ'লে তার উপর যাকাতের নিয়ম-কানূন শেখা ফরয। কখন তা ফরয হবে, কোন কোন সম্পদে ফরয হবে, কতটুকু বা কী পরিমাণ ফরয হবে, কাদের মধ্যে কীভাবে বণ্টন করতে হবে, কীভাবে নিয়ত করতে হবে ইত্যাদির বিদ্যা তাকে অবশ্যই জানতে হবে। হজ্জ ফরয হ'লে তাকে হজ্জের নিয়ম-কানূন সংক্রান্ত বিদ্যা শিখতে হবে।

তাকে হারাম ও মাকরূহ বিষয়াবলী সম্পর্কিত বিদ্যা জানতে হবে, যাতে সেসব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। যেমন যেনা-ব্যভিচার, মদ পান, শূকরের গোশত খাওয়া, মৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া, সকল প্রকার নাজাসাত, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, সূদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, লোকের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা, যে কোন প্রকার যুলুম-নির্যাতন করা, (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা কিছু নিষেধ করেছেন তা করলে যুলুম করা হবে)। মা, বোন, মেয়ে ও তাদের সাথে উল্লেখিত মহিলাদের বিবাহ করা, অন্যায়ভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করা, এমনিতর যা কিছু কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মাতের ইজমা মূলে হারাম কিংবা মাকরূহ সেগুলোর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এমনিভাবে ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল বিষয় তাকে জানতে হবে। এক্ষেত্রে অজ্ঞ থাকার কোন অযুহাত গ্রহণযোগ্য নয়।[৫]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেন, কিছু বিদ্যা অর্জন ফরযে আইন এবং কিছু বিদ্যা অর্জন ফরযে কিফায়া । দ্বীনের যে সকল বিষয় ব্যক্তির উপর ফরয সেগুলো প্রতিষ্ঠা বা কার্যকর করার জন্য যেসব বিদ্যা জানা প্রয়োজন সেগুলো অর্জন করা ফরযে আইন। যেমন ছালাত, ওযূ, ছিয়াম ইত্যাদি। কেননা যিনি ছালাতের শর্তাদি ও রুকনসমূহ জানবেন না তার পক্ষে ছালাত সঠিকভাবে কায়েম সম্ভব হবে না। এখানে কেবলমাত্র বাহ্যিক বা চোখে ধরা পড়ে এমন হুকুম-আহকাম জানার কথা বলা হচ্ছে। সেসব খুঁটিনাটি মাসআলা-মাসায়েল নয়, যা সাধারণ মানুষের জানার দরকার পড়ে না। যদি তার যাকাত দেওয়ার মতো সম্পদ থাকে তবে তাকে যাকাতের বাহ্যিক বিধি-বিধান জানতে হবে।

আর যিনি বেচাকেনা তথা ব্যবসায়িক কারবারে জড়িত তাকে ব্যবসায়ের বিধি-বিধান জানতে হবে। এমনিভাবে যিনি যে পেশায় যুক্ত তাকে সেই পেশার মাসআলা-মাসায়েল জানতে হবে। এখানেও বাহ্যিক মাসআলা-মাসায়েল বা বিধি-বিধান জানা উদ্দেশ্য। উক্ত সকল পেশার বিরল শাখা-প্রশাখা ও তার খুঁটিনাটি মাসআলা-মাসায়েল জানা ফরযে আইন নয়।[৬]

ফরযে কিফায়া ও ফরযে আইন পরিমাণ বিদ্যা সম্পর্কে মনীষীদের কথা আলোচনার পর আমাদের কথা এই যে, কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র মুসলিম সমাজে প্রতিপালিত হ'লেই তিনি যে তার জন্য আবশ্যক পরিমাণ ফরযে আইন বিদ্যা শিখে ফেলবেন এমনটা ভাবা ঠিক নয়, যেমনটা বাস্তবেও দৃশ্যমান। কোন সমাজে প্রচলিত ইসলামী শিক্ষার কারিকুলাম বা পাঠ্যক্রমের চূড়ান্ত রূপরেখা ফরযে আইন পরিমাণ বিদ্যা কাভার করে কি-না তা যাচাই-বাছাইয়ের অপেক্ষা রাখে। যদি ঐ পাঠ্যক্রম ফরযে আইন পরিমাণ বিদ্যা কাভার করে তবুও একজন ছাত্র

৫. ইবনু আব্দিল বার্র, জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী, ১/৫৬।
৬. নববী, রওযাতুত ত্বলেবীন ১০/২২২-২৩।

শুধু ঐ পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পাশ করে গেলেই যে তার ফরযে আইন পরিমাণ বিদ্যা অর্জিত হয়ে যাবে এমন দাবী করা চলে না। হ'তে পারে শিক্ষার্থীর মন ভিন্ন কিছুতে মশগূল ছিল, পাঠ্যক্রম হাছিলে সে কোনই মনোযোগ দেয়নি। আবার এমনও হ'তে পারে যে, সে যা শিখেছিল তা ভুলে গেছে।

মোটকথা, মুসলিম সমাজে প্রতিপালিত হওয়া কিংবা মুসলিমদের কারিকুলামে পরিচালিত মাদ্রাসায় পড়ার অযুহাত দেখিয়ে ফরযে আইন পরিমাণ বিদ্যা শেখায় কোন ঘাটতি বা ত্রুটি আইনসিদ্ধ করা যাবে না। আসলে ফরযে আইন পরিমাণ বিদ্যা শেখা এবং হাতে-কলমে তার চর্চা ও আমল অব্যাহত রাখতে হবে।[৭]

উপরোক্ত আলোচনায় নিম্নলিখিত যে তিনটি বাক্য রয়েছে তা ব্যক্তিগতভাবে একজন মানুষের জন্য কতটুকু বিদ্যা অর্জন ফরযে আইন তার সূত্র। বাকি আলোচনা সূত্রের ব্যাখ্যা এবং বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য উদাহরণ হিসাবে আলোচিত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ এ সূত্র ধরে হিসাব করলে প্রত্যেকেই নিজের উপর কী কী বিষয়ক জ্ঞান কতটুকু অর্জন ফরয, তা হিসাব করতে পারবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، 'জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।[৮]

মনে রাখতে হবে, ঈমান-আক্বীদা, ইবাদত-বন্দেগী ও অন্যান্য যা-ই ফরয রয়েছে সেই ফরযের মধ্যে আবার যে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, হারাম, মাকরূহ ইত্যাদি নানা হুকুম-আহকাম রয়েছে তা সহ সেগুলো জানতে হবে। কেননা ওগুলো মেনে আমল করলে তবেই না তা ছহীহ-শুদ্ধ হবে।

উপরের সম্মানিত বিশেষজ্ঞ আলেমগণ সূত্র উল্লেখের সাথে উদাহরণ হিসাবে ঈমান-আক্বীদা, ইবাদত-বন্দেগী ও পেশাগত আমলের কথা বলেছেন। আমরা তৎসঙ্গে হাক্কুল ইবাদ তথা মানুষের অধিকার, আদব-আখলাক বা আচরণগত বিদ্যা এবং হালাল-হারাম শেখা যে যরূরী সে কথাও বলতে চাই। কেননা এগুলোর সাথেও ফরযে আইন জড়িয়ে আছে।

দ্বীন শিক্ষার ব্যাপারে বর্তমান সামাজিক অবস্থা :

আমাদের সমাজে ফরযে আইন পরিমাণ বিদ্যার হাল-হাক্বীক্বত কেমন কী রয়েছে তা একটু সংক্ষেপে তুলে ধরা যাক। এ সমাজে আমাদের জন্ম, এ সমাজেই আমরা বেড়ে উঠেছি। সমাজের সুযোগ-সুবিধা যেমন আমরা পেয়েছি এবং পাচ্ছি, তেমনি সমাজের যা দেওয়ার ছিল কিন্তু দেয়নি তাও আমরা জানি। এমনই একটি বিষয় যা আমাদের পরিবার ও সমাজ মোটেও গ্রাহ্য করে না বা আবশ্যিক বলে মনে করে না, তা হচ্ছে হাতে-কলমে ইসলাম সংক্রান্ত বিদ্যা শিক্ষাদান ও গ্রহণ। আমাদের পরিবারগুলো খুব বেশী হ'লে দেখে দেখে শাব্দিক উচ্চারণে কুরআন পড়া শেখায়, আর কোন কোন সমাজ মসজিদে অনুরূপভাবে কুরআন শেখার ব্যবস্থা রাখে। বিষয়টা তাদের কাছে ঐচ্ছিক। সমাজস্থ সকল পরিবারের সদস্যগণ কুরআন পড়ছে কি-না তার খবর সমাজের নেতৃস্থানীয়রা নেন না। আরবী শব্দ উচ্চারণের বাইরে কুরআনের অর্থ যে মাতৃভাষায় শেখা যরূরী, সে কথাও তারা মন থেকে একটু ভাবেন না। যে ইমাম বা মাওলানা ছাহেব ছেলে-মেয়েদের পড়ান তিনিও কুরআনের অর্থ বুঝার প্রতি খুব একটা তাকীদ দেন না।

ধনী হোক কিংবা দরিদ্র হোক স্কুল-কলেজ কিংবা মাদ্রাসায় সন্তানদের পড়ানোর প্রতি পরিবারগুলোর ঝোঁকের কোন অন্ত নেই। কিন্তু যে ফরযে আইন পরিমাণ ইসলামী শিক্ষা না হ'লে পরিবারের সদস্যদের ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপন সম্ভব হবে না এবং পরকালে যে তারা মহাক্ষতি হ'তে বাঁচতে পারবে না সে বিষয়ে তাদের উদাসীনতা একেবারেই অচিন্তনীয় ও অভাবনীয়। কিন্তু বাস্তবে তাই হচ্ছে। মহান আল্লাহ বলেন, قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِيْنِيْ، فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُوْنِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ، 'বল, আমি আল্লাহ্র ইবাদত করি তাঁর জন্য আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে। অতএব তোমরা তাঁকে ছেড়ে যাকে খুশী ইবাদত কর। তুমি বলে দাও প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিবারবর্গের সর্বনাশ করে ক্বিয়ামতের দিন। মনে রেখ, সেটাই হ'ল সুস্পষ্ট সর্বনাশ' *(যুমার ৩৯/১৪-১৫)*।

জনৈক বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, أَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَكْيَسُ، 'সর্বাধিক বিচক্ষণ মুমিন কে? তিনি বললেন, أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الأَكْيَاسُ، 'যে মুমিন মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে এবং পরকালীন জীবনের জন্য সবচেয়ে সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণ করে'।[৯]

আমরা কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি যে, আমরা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে আখেরাতে শুভ ফল লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করছি? নাকি দুনিয়া লাভই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য? আমাদের এহেন আচরণের জন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন, بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى 'বস্তুতঃ তোমরা দুনিয়াবী জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাক। অথচ আখেরাত হ'ল উত্তম ও চিরস্থায়ী' *(আ'লা ৮৭/১৬ ও ১৭)*।

আমরা না পারিবারিকভাবে আমাদের উপর অর্পিত ফরযে আইন পরিমাণ দায়িত্ব কী কী তার শিক্ষা পাচ্ছি, না সমাজের কোন ব্যবস্থা এ সম্পর্কে আছে। ব্যক্তিগতভাবে অনেকে ইসলামী ধারায় জীবন যাপন করেন, কিন্তু তাদের ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞান খুব বেশী বলে মনে হয় না। তাহারাত, ছালাত, ছিয়াম, যিকির ইত্যাদি আমল পালনে তাদের কুরআন -হাদীছ সম্পর্কিত জ্ঞানের স্বল্পতা একটু লক্ষ্য করলেই ধরা পড়ে।

৭. ইসলাম ওয়েব, *ফৎওয়া নং ৪৪৯৯০২ (islamweb.net)*।
৮. *ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮*।
৯. *ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯, ছহীহাহ হা/১৩৮৪*।

প্রথমেই ঈমান-আক্বীদার কথা আলোচনা করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، 'এমন কোন মানব শিশু নেই যে ফিতরাতের তথা ধর্ম বা ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে না। তারপর তার মাতা-পিতা তাকে ইহুদী অথবা খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজারী করে তোলে'।[১০]

এ হাদীছে সন্তানদের উপর মাতা-পিতার যে বিশাল প্রভাব রয়েছে তার প্রমাণ মেলে। পিতা-মাতা সন্তানকে যে ধর্মে চায় সে ধর্মে গড়ে তুলতে পারে। সাধারণত সবাই বাপ-দাদার ধর্মেই সন্তানদের বড় করে। হাদীছটিতে মুসলিমদের কি কোন শিক্ষা আছে? হ্যাঁ অবশ্যই আছে। হাদীছ অনুসারে মাতা-পিতা তাদের সন্তানদের যেমন ইহুদী-খৃষ্টান বানাতে পারে তেমনি সক্রিয় অথবা নিষ্ক্রিয় মুসলিমও বানাতে পারে। যে মুসলিম মাতা-পিতা নিজেরা সক্রিয় বা অভ্যস্ত (প্রাক্টিসিং) মুসলিম তারা সন্তানদের অভ্যস্ত (প্রাক্টিসিং) মুসলিম হিসাবে গড়ে তোলার চেতনা লালন করতে পারে এবং সেজন্য অবিরত চেষ্টা করতে পারে। পক্ষান্তরে ইসলামী বিধি-বিধান পালনে যারা নিষ্ক্রিয় মুসলিম তারা তাদের সন্তানদের ইসলাম সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় রাখতে একই ধরনের ভূমিকা রাখে। কারণ অধিকাংশ মুসলিম অবচেতন মনে নিজেদের বাপ-দাদা থেকে প্রাপ্ত ইসলাম মেনে চলে, তার সাথে কুরআন ও সুন্নাহ্র ইসলামের মিল থাকুক কিংবা না থাকুক। আদিকাল থেকে মানুষ এমনটাই করে চলেছে। তাদের এ স্বভাব সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, বরং আমরা তারই অনুসরণ করব যার উপরে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি। যদিও তাদের বাপদাদারা কিছুই জ্ঞান রাখতো না এবং তারা সুপথপ্রাপ্ত ছিল না' *(বাক্বারাহ ২/১৭০)*।

মুসলিম হিসাবে আমাদের ঈমান জন্মসূত্রে প্রাপ্ত। এটা যে চর্চার বিষয় এবং এর উপর স্বতন্ত্রভাবে অনেক বই-পুস্তক লেখালেখি প্রয়োজন তা যেন আমরা ভুলে গিয়েছি। আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে ঈমানের পর নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রিসালাতের উপর ঈমান আনা দ্বিতীয় যরূরী বিষয়। তাঁর উপর ঈমান আনার অর্থ অন্তর থেকে বিশ্বাসের সাথে তাঁর আদর্শ অনুসরণকে জীবনের ব্রত বানিয়ে নেওয়া। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ) সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানি এবং জানতেও আমাদের তেমন কোন আগ্রহ নেই। তাঁর সম্পর্কে না জানলে, তাঁর জীবনী পাঠ না করলে, তাঁর হাদীছ না পড়লে তাঁর আদর্শ অনুসরণ তো আমাদের পক্ষে খুব একটা সম্ভব হবে না। মুসলিম নর-নারী, ছোট-বড় যে কাউকে জিজ্ঞেস করলে বেরিয়ে আসবে আমাদের রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী পাঠের পরিমাণ কত কম! হাদীছের বই আমরা কী পরিমাণ পড়ি! যাঁকে চিনি না, জানি না তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকার এবং তাঁকে অনুসরণের দাবী করা শুধু মুখের কথা ছাড়া আর কী হ'তে পারে?

ঈমানের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল আখেরাত। আমাদের এ জীবনই শেষ নয়, বরং মৃত্যুর সাথে সাথেই আমাদের আখেরাতের জীবন শুরু হয়ে যায়। কুরআন ও সুন্নাহ বলে দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং তা সুখ-দুঃখের মিশ্রণ। এ জীবনের আক্বীদা ও আমলের হিসাব আখেরাতে কড়ায়-গণ্ডায় দিতে হবে মহান আল্লাহ্র দরবারে। সেখানে কেউ কাউকে সাহায্য করবে না। সবাই আত্মরক্ষার্থে ব্যতিব্যস্ত থাকবে। সেদিন যাতে সবাই মুক্তি পায় সেজন্য মুক্তির পথ দেখাতে আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়েছেন তাঁর রাসূল এবং নাযিল করেছেন কুরআন। রাসূলের জীবনাদর্শ আছে হাদীছে, আর কুরআন তো জীবন্ত গ্রন্থ হিসাবে আমাদের মাঝে বিদ্যমান।

কুরআনই বলছে, يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، 'হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনকে, যেদিন পিতা তার পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুত্র তার পিতার কোন কাজে আসবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে' *(লোকমান ৩১/৩৩)*।

কিন্তু আমরা মনে হয় দুনিয়াকেই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছি। চায়ের দোকান থেকে অফিস-আদালত, খেলার মাঠ থেকে বাজার-ঘাট, স্কুল-কলেজ সর্বত্রই দু'পাঁচজন মানুষ জমায়েত হ'লে তাদের আলোচনার পুরোটাই জুড়ে থাকে দুনিয়ার কথা। কালে-ভদ্রে কেউ হয়ত ধর্মের কথা, আখেরাতের কথা বলে; কিন্তু তা মনে দাগ কাটে না। মসজিদ, মাদ্রাসা ও ওয়ায মাহফিলে আখেরাতের যৎসামান্য যে আলোচনা হয় তা দুনিয়ার আলোচনার তুলনায় নেহায়েৎ অকিঞ্চিৎকর।

দুনিয়াতে কে ক্ষমতাবান হ'ল, কার কী সুযোগ-সুবিধা মিলল, কার কোন বড় চাকরী মিলল, কার অর্থ-বিত্তের বাড়-বাড়ন্ত হ'ল, কে বিপদে পড়ল, কার ছেলে-মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, ওর এত হ'ল আমার কিছুই হ'ল না, ওর ছেলে-মেয়ে পড়া লেখায় কত এগিয়ে, আমারগুলো গোবর গনেশ, কার উপরি আয় ভাল, কাকে কীভাবে জব্দ করা যায়, এ জাতীয় আলোচনা করে, আর আড্ডা দিয়ে আমরা আমাদের সময় পার করি। দুনিয়ার সুযোগ-সুবিধাকে আমরা বড় করে দেখি। আখেরাতের কথা ব্যক্তিগতভাবে, পারিবারিকভাবে ও সমষ্টিগতভাবে আমরা কমই ভাবি। দুনিয়াতে সুখে-দুখে যেভাবেই বাঁচি আমরা ক'বছর বাঁচব? অথচ আখেরাতের জীবনের কোন শেষ নেই। আখেরাতের চিরস্থায়ী সেই জীবনে নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের মহাশাস্তি থেকে রক্ষা করা এবং সবাইকে জান্নাতের লোভনীয় পুরস্কার হাছিলের জন্য ঈমান-আমলে উদ্বুদ্ধ করাই তো বুদ্ধিমান মানুষের কাজ হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা তেমন কোন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারছি না। আখেরাতে বিশ্বাস যেমন ফরযে আইন তেমনি আখেরাতের বিষয়াবলী চর্চাও ফরযে আইন।

১০. *বুখারী হা/১৩৫৮; মিশকাত হা/৯০।*

আখেরাতের জ্ঞান চর্চা করলেই না আখেরাত আমাদের সামনে আলোকিত হয়ে উঠবে। কুরআন ও হাদীছে আখেরাত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। আমরা যেন তা চর্চা করতে পিছপা না হই।

আজ আমাদের মাঝে খুন-যখম, ব্যভিচার-ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাজানি, সূদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, ভেজাল-নকল, চোরাকারবারী, যুলুম-নির্যাতন, ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থ লোলুপতা, অপরের সম্পদ আত্মসাৎ, ব্যাংক থেকে কিংবা কারও থেকে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ না করা, মানুষের অধিকার প্রদানে কার্পণ্য, বয়স্কদের প্রতি অযত্ন দিনকে দিন যেভাবে বেড়ে চলছে তাতে আখেরাতে যে আল্লাহ্র সামনে আমাদের হিসাব প্রদানের জন্য দাঁড়াতে হবে এবং এসব অন্যায়ের ক্ষমা না মিললে জাহান্নামে যেতে হবে সে বিশ্বাস আমাদের আছে বলে আমাদের কাজে-কর্মে প্রতীয়মান হয় না। আমাদের মুসলিম পরিচয় যেন দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। মুসলিম হয়ে এবং মুসলিম সমাজে বসবাস করে আমরা আজ ইসলামে নিষিদ্ধ অসৎকাজ কীভাবে নির্বিকার চিত্তে করে চলেছি এবং কীভাবে সৎকাজ পরিত্যাগ করে চলেছি তা মনে হয় আমরা একটুও ভাবি না। ঈমানী দুর্বলতা ও নিষ্ক্রিয়তার ফলেই আমাদের আমলগত দুর্বলতা ও নিষ্ক্রিয়তা তৈরি হয়েছে। এহেন অবস্থা কি আমাদের একদিনে তৈরি হয়েছে? মহান আল্লাহ্র কাছে সকাতর প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের এহেন অবস্থা পরিবর্তন করে ইসলামের সঠিক রূপে আমাদের ফিরিয়ে নেন। ঈমানী ও আমলগত দুর্বলতা কাটাতে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ময়দানে নামার তাওফীক দেন।

আমাদের সমাজের দিকে তাকালে আজ দেখা যাবে, ইসলামী বিধান না মানার ছড়াছড়ি। ছালাত আদায় আমাদের কাছে যেন আজ একটি ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যার মনে চায় ছালাত আদায় করে, যার মনে চায় না আদায় করে না। যে চায় দু'এক ওয়াক্ত পড়ে, যে চায় পাঁচ ওয়াক্ত নিয়মিত আদায় করে। কিন্তু ছালাত আদায় করা লোকের থেকে না আদায় করা লোকের সংখ্যা দুঃখজনকভাবে বেশী। এতে মা-বাবা কিংবা পরিবারের কারও মাথাব্যথা আছে বলে লক্ষ্য করা যায় না। আমাদের অধিকাংশ ছালাত আদায়কারী ছালাত আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় সূরা এবং দো'আ-কালাম যে তাজবীদের নিয়মে পড়েন না বা পড়তে পারে না তার সত্যতা যে কেউ খুঁজে দেখতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখেছ সেভাবে ছালাত আদায় করবে'।[১১]

হাদীছ ও ফিক্বহের গ্রন্থগুলোতে তাঁর শেখানো ছালাত আদায়ের পদ্ধতি অনুপুঙ্খ বর্ণিত আছে। ছাহাবীদের থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর দেখানো রীতিতে ছালাত আদায়ের পদ্ধতি জানেন এবং আমল করেন এমন মানুষও কম নন। তাঁর বর্ণিত নিয়মে ছালাত আদায় শেখা ফরযে আইন। কিন্তু মসজিদের অধিকাংশ মুছল্লীকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে তারা এমন কোন আলেম থেকে ছালাত শেখেনি কিংবা তার ছালাত আদায় সঠিক হয় কি-না তা যাচাই করেনি। শেখার কোন গরযও তারা অনুভব করে না।

প্রতি বছর রামাযান মাসে আমরা ছিয়াম পালন করি। কিন্তু ছিয়াম ফরয হওয়ার পরও যে বহু সংখ্যক মুসলিম ছিয়াম পালন করে না, সে কথাও সত্য। ছিয়াম রাখলে কী উপকার, আর না রাখলে কী ক্ষতি সে বিদ্যা জানা ফরযে আইন। ছিয়াম ভঙ্গের কারণ, কীভাবে ছিয়াম ভাঙলে শুধু কাযা ফরয হবে এবং কখন কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ফরয হবে তা প্রত্যেক ছিয়াম পালনকারীর জানা আবশ্যক। ছিয়াম পালনে আগ্রহী হ'তে এর ফযীলত বা পুরস্কার জানাও যরূরী। কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে সচেতনতার তেমন পরিচয় দিতে পারিনি। পরিবারে ছিয়ামের মাসআলা-মাসায়েল ও ফযীলতের আলোচনা কমই হয়।

যাকাত আদায়ও আমরা খুব যে হিসাব-কিতাব করে করি এবং প্রাপকদের অধিকার হিসাবে সসম্মানে তাদের হাতে তুলে দেই এমন চিত্র যাকাত আদায়কারী ভাই-বোনদের কমজনই দাবী করতে পারেন। যাকাত ফরয হয়েছে অথচ দেন না, এমন মুসলিমের সংখ্যা যাকাতদাতাদের থেকে বেশী বৈ কম নয়। ওশর বা জমির ফসলের যে যাকাত আছে তা আমরা একরকম জানিই না কিংবা জানলেও ভুলে গেছি।

হজ্জ শেষে নামের সাথে আলহাজ্জ/হাজী লেখার আগ্রহ আমাদের খুব বেশী। কিন্তু হজ্জের মাসআলা-মাসায়েল জানা এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেখানো পদ্ধতিতে হজ্জ হ'ল কি-না তা জানার বিষয়ে আমাদের তেমন আগ্রহ নেই। অথচ হজ্জ সম্পর্কে তিনি বলে গেছেন, خُذُوْا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ 'তোমরা আমার থেকে তোমাদের হজ্জের নিয়মাবলী শিখে নাও'।[১২]

দো'আ-দরূদ, যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি নফল ইবাদত-বন্দেগীতেও আমাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকা জানার কথা, যাতে আমরা বিদ'আতে জড়িয়ে না পড়ি।

পেশাগত বিদ্যার দু'টি দিক রয়েছে। প্রথম দিক ঐ পেশার সাথে জড়িত হালাল-হারাম এবং শারঈ আদেশ-নিষেধ কী আছে কিংবা না আছে তা জানা। দ্বিতীয় দিক নিজ নিজ পেশা সংক্রান্ত মৌলিক-অমৌলিক বিদ্যা অর্জন, যাতে পেশাগত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করা যায় এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে তার উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটান যায়। আমাদের সমাজের মানুষকে পেশাগত বিদ্যার দ্বিতীয় দিকটি অর্জনে যথেষ্ট তৎপর দেখা যায়। কিন্তু ঐ পেশার সাথে জড়িত ইসলামী কী কী বিধি-নিষেধ আছে তা জানতে খুব কম লোককেই আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা যায়। যেন তা কোন জানার বিষয় নয়।

হাক্কুল ইবাদ তথা মানুষের অধিকার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন আমাদের জন্য আরেকটি যরূরী বিষয়। আমার নিকট কোন লোকের কী অধিকার বা পাওনা আছে তা যদি আমি জানি

১১. *বুখারী হা/৭২৪৬।*

১২. *মুসলিম হা/১২৯৭, নাসাঈ হা/৩০৬২; মিশকাত হা/২৬১৮।*

তাহ'লেই কেবল আমি তা পূরণে এগিয়ে আসব। আর যদি তা কিছুই না জানি তাহ'লে তো আমার পক্ষে তাদের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করা সম্ভব হবে না। কারও প্রাপ্য অধিকার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমি যদি পরিশোধ না করি তাহ'লে আমাকে অবশ্যই গোনাহগার হ'তে হবে। এজন্য কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত মানবাধিকার সম্পর্কে জানা ফরযে আইন। এসব অধিকারের মধ্যে আছে দ্বীনী অধিকার, স্নেহ-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লাভের অধিকার, আর্থিক অধিকার, আখলাক বা আচরণিক অধিকার, খেদমতজনিত অধিকার, শিক্ষণ-শিখনের অধিকার ইত্যাদি।

আদব-আখলাক বা আচরণের কথা কুরআন-হাদীছে গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। মূলতঃ ইসলাম মানব জীবনের সঙ্গে জড়িত সকল দিকের বিধি-বিধানের নাম। ইসলামী আদব বা শিষ্টাচার হচ্ছে প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য একজন মুসলিমকে তার দৈনন্দিন জীবনে আবশ্যিকভাবে মেনে চলা নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান, দো'আ ও যিকির-আযকার ইত্যাদির সমষ্টি।

একইভাবে ইসলামী আদব মানুষের বস্তুগত, মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সকল দিক জুড়ে আছে। প্রত্যেক হাদীছ গ্রন্থে 'কিতাবুল আদাব' বা 'শিষ্টাচার' কিংবা 'কিতাবুল বিররি ওয়াছ-ছিলাহ' বা 'সদাচরণ ও সম্পর্ক তৈরী' শিরোনামে অধ্যায় রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহঃ) 'আল-আদাবুল মুফরাদ' বা অনন্য শিষ্টাচার নামে হাদীছের একটি বড়সড় গ্রন্থই সংকলন করেছেন। আদবের উদাহরণ অনেক। যেমন আল্লাহ তা'আলার সাথে বজায় রাখা আদব, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মেনে চলা আদব, কুরআন ও সুন্নাহ্র সাথে আদব, মাতা-পিতার সাথে আদব, স্বামী-স্ত্রীর সাথে আদব, সন্তানের সাথে আদব, প্রতিবেশীর সাথে আদব, আত্মীয়-স্বজনের সাথে আদব, জনসাধারণের সাথে আদব, গৃহে প্রবেশ ও গৃহ থেকে বের হওয়ার আদব, পানাহারের আদব, হাঁচি ও হাই তোলার আদব, ওয়াশরুম ব্যবহারের আদব, গোসলের আদব, ঘুমানো ও ঘুম থেকে জাগার আদব, পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজ-সজ্জার আদব, পথের আদব, মসজিদের আদব, মজলিসের আদব, সফরের আদব, কেনা-বেচার আদব, অফিস-আদালতের আদব, শিক্ষক-ছাত্রের আদব, উপকারীর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপনের আদব ইত্যাদি। এগুলোর প্রত্যেকটির সাথে অনেক আদব জড়িয়ে আছে। শিশুকাল থেকে যদি পরিবারের ছোটদের ইসলামী আদবে অভ্যস্ত করা যায় তবে তারা বড় হয়ে ইসলামী আদবের সকল দিক আয়ত্বে এগিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ।

হালাল-হারামের জ্ঞান অর্জনও ফরযে আইন। আক্বীদা ও ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হ'ল 'তাওকীফ'। অর্থাৎ আক্বীদা ও ইবাদতের গোটা নকশা কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত হ'তে হবে। এরই নাম তাওকীফ। কুরআন ও সুন্নাহতে তুলে ধরা আক্বীদা ও ইবাদতই কেবল হালাল। যে আক্বীদা ও ইবাদত কুরআন ও সুন্নাহতে নেই কিংবা নিষিদ্ধ তা হারাম। আক্বীদা ও ইবাদত ব্যতীত অন্য সকল কিছুর ক্ষেত্রে মূলনীতি হ'ল তা 'মুবাহ' বা হালাল। তবে কুরআন ও সুন্নাহ যে সকল বস্তু, প্রাণী, কাজ-কর্ম ও আচরণ হারাম ঘোষণা করেছে ব্যতিক্রম হিসাবে সেগুলো কেবল হারাম ও নিষিদ্ধ। কাজেই মুসলিম মাত্রেই আক্বীদা ও ইবাদতে হালাল-হারাম সংক্রান্ত বিদ্যা শেখা ফরয। এ বিদ্যা জানা থাকলে হারাম আক্বীদা ও ইবাদত থেকে সে বাঁচতে পারবে। অনুরূপভাবে কোন কোন বস্তু, প্রাণী, কাজ-কর্ম ও আচরণ হারাম তা জানা থাকলে হালাল বস্তু, প্রাণী, কাজ-কর্ম ও আচরণ নিয়ে তাকে ভাবতে হবে না। কেননা হালাল বস্তু, প্রাণী, কাজকর্ম ও আচরণের সংখ্যা অগণিত। পক্ষান্তরে হারাম বস্তু, প্রাণী, কাজ-কর্ম ও আচরণের সংখ্যা সীমিত। তার জ্ঞান আয়ত্ব করা জটিল নয়।

ইসলাম তো মুজাহাদা বা চেষ্টা-সাধনার নাম। চেষ্টা করেই ইসলাম অর্জন করতে হবে, চেষ্টা করেই ইসলামের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، 'আর মানুষ কিছুই পায় না তার চেষ্টা ব্যতীত' *(নাজম ৫৩/৩৯)*। অবশ্য চেষ্টার মধ্যে ভালো-মন্দ উভয়ই শামিল। ইসলামের পুরোটাই ভালো ও মঙ্গলময়। কিন্তু এই ভালোটা লাভের জন্য উক্ত আয়াত অনুসারে বান্দার চেষ্টার বিকল্প নেই। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ، 'আর যারা আমাদের পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমরা আমাদের পথ সমূহের দিকে পরিচালিত করব। বস্তুতঃ আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মশীলদের সাথে থাকেন' *(আনকাবূত ২৯/৬৯)*। অন্য আয়াতে এসেছে, وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ 'আর তোমরা আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর যথার্থ জিহাদ' *(হজ্জ ২২/৭৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ، 'মুজাহিদ সেই, যে আল্লাহ্র আনুগত্যের সাধনায় নিজের মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে'।[১৩]

সুতরাং দ্বীনী বিদ্যা শিখতে চেষ্টা সাধনা না করে আমরা যেন অলসতা ও উদাসীনতার আবর্তে পড়ে দ্বীনকে হারিয়ে না ফেলি। যদিও মুসলিম পরিবারে জন্মসূত্রে মুসলিম হওয়ার মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে আমাদের নির্বিকার ভাব ও উদাসীনতাকেও উপেক্ষা করা চলে না। আমাদের ইসলাম পালনের দুর্গতি দেখে মনে আফসোস জাগতে পারে। কিন্তু কাজ না করে শুধু আফসোসে আমরা রেহাই পাব কি?

'শহীদী ঈদ' কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের এহেন অবস্থার জন্য দুঃখ করে বলেছেন,

খা'বে দেখেছিলেন ইব্রাহিম-
'দাও কুরবানী মহামহিম'।
তোরা যে দেখিস দিবালোকে
কি যে দুর্গতি ইসলামের'!

হায় আফসোস! আমাদের হুঁশ কবে ফিরবে!

১৩. *আহমাদ হা/২৪০০৪; ছহীহাহ হা/৫৪৯।*

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২২

নীতিমালা

ক-গ্রুপ : বয়স : ৭ থেকে ১১ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২২ সালের ১৪ই অক্টোবর সর্বোচ্চ ১১ বছরের মধ্যে থাকতে হবে।

*** আক্বীদা ও অর্থসহ সূরা সমূহের নাম (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যক) :** প্রশ্নোত্তর (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলির ১ ও ২নং মৌখিকভাবে এবং ৩নং আক্বীদা ও অর্থসহ সূরা সমূহের নামসহ এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন এবং অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ফালাক্ব ও নাস।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

২. দো'আ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

৩. সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-১ সম্পূর্ণ বই।

খ-গ্রুপ : বয়স : ১১+ থেকে ১৫ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২২ সালের ১৪ই অক্টোবর সর্বোচ্চ ১৫ বছরের মধ্যে থাকতে হবে)।

*** আক্বীদা ও অর্থসহ সূরা সমূহের নাম (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যক) :** প্রশ্নোত্তর (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)

নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলির ১ ও ২ নং মৌখিকভাবে এবং ৩ নং আক্বীদা ও অর্থসহ সূরা সমূহের নামসহ এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন এবং অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা নিসা ৪/৫৯, বনূ ইস্রাঈল ১৭/২৩-২৫ ও হজ্জ ২২/২৩-২৪ আয়াত *(বি. দ্র. সহায়ক গ্রন্থ : তাজবীদ শিক্ষার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব লিখিত 'তাজবীদ শিক্ষা' বইটি সংগ্রহ করতে হবে)*।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১৫টি হাদীছ)।

২. সোনামণি জাগরণী : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী।

৩. সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (সম্পূর্ণ ৬-১৯ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান স্বদেশ (বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগ ৪৭-৬২ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (দৈনন্দিন বিজ্ঞান ৭৬-৮৫ পৃ.), মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী ও গণিত ৮৬-৯২ পৃ.), রহস্য (৯৩ পৃ.) এবং সংগঠন বিষয়ক (৯৪-৯৮ পৃ.)।

❖ পরিচালকগণের জন্য

প্রবন্ধ রচনা : প্রবন্ধের বিষয় : সোনামণি সংগঠনের কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ সমূহ।

রচনা প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের 'সোনামণি পরিচালক/সহ-পরিচালকগণ' অংশগহণ করতে পারবেন। রচনা কম্পিউটার কম্পোজকৃত এবং শব্দ সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ হতে হবে। যা কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে হার্ড কপি ও সফট কপি কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে। সফট কপি পৌঁছানোর মাধ্যম : Email : sonamoni23bd@gmail.com

◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।

২. ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (৩য় সংস্করণ) ও **জ্ঞানকোষ-২** (২য় সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে।

৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।

৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।

৭. প্রতিযোগীকে পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' এবং জন্ম নিবন্ধন-এর ফটোকপি অপর পৃষ্ঠায় অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।

৮. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

৯. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১০. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

১১. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।

১২. কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১০ দিন পূর্বে যেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল অবশ্যই কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা	**: ১৪ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
২. উপযেলা	**: ২১শে অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৩. যেলা	**: ২৮শে অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়	**: ১০ই নভেম্বর**	**(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।**

উল্লেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

সার্বিক যোগাযোগ :
০১৭২৬-৩২৫০২৯
০১৭১৫-৭১৫১৪৩
০১৭০৯-৭৯৬৪২৪

চিন্তার ইবাদত

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

ভূমিকা :

মানুষের দৈহিক ইবাদত তিন ভাগে বিভক্ত। অন্তরের ইবাদত, মৌখিক ইবাদত এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ইবাদত। অনেকে ইবাদত বলতে শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মৌখিক ইবাদতকেই বুঝে থাকেন। কিন্তু অন্তরের ইবাদত সম্পর্কে তারা উদাসীন থাকেন। অথচ অন্তরের ইবাদতের উপর ভিত্তি করেই অন্যান্য সকল ইবাদত-বন্দেগী সম্পাদিত হয়। সেকারণ অন্তরের ইবাদতে বেশী জোর দেওয়া উচিত। কেননা হৃদয় যখন ইবাদতে রত হয়ে যায়, তখন হাত, পা, জিহ্বা, কান, চোখ সহ শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্র আনুগত্যে নিয়োজিত হয়ে যায়। আর অন্তরের যত শক্তিশালী ইবাদত আছে, তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল চিন্তার ইবাদত।

চিন্তা বলতে কী বুঝায়?

চিন্তা হ'ল মানব মস্তিষ্কের অপরিহার্য ক্রিয়া। চিন্তাশক্তি থাকার কারণেই অন্যান্য প্রাণীর উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। চিন্তা-ভাবনাকে আরবীতে 'তাফাক্কুর' (التَّفَكُّرُ) বলা হয়। এর আরবী প্রতিশব্দগুলো হ'ল- التَّأَمُّلُ، التَّدَبُّرُ، العِبْرَةُ، النَّظْرَةُ। আর এর বাংলা প্রতিশব্দ হ'ল- গভীর চিন্তা, ধ্যান, ভাবনা, উপদেশ, শিক্ষা লাভ প্রভৃতি। কুরআন ও হাদীছে এই শব্দটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে।

চিন্তার সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। কারণ নির্দিষ্ট সংজ্ঞার মাধ্যমে চিন্তার পরিচয় তুলে ধরা সহজ নয়। তাই বিদ্বানগণ বিভিন্নভাবে 'তাফাক্কুর' বা 'চিন্তা-ভাবনা'-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন- ইবনে মানযূর (রহঃ) বলেন, الفِكْرُ: إِعمال الْخَاطِرِ فِي الشَّيْءِ– 'মনকে কোন কিছুর মাঝে ব্যস্ত রাখার নাম হ'ল চিন্তা-ভাবনা'।[১] জুরজানী বলেন, أن التفكر تصرف القلب بالنظر في الدليل، 'দলীল নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য হৃদয়ের কাজের নাম হ'ল চিন্তা-ভাবনা'।[২] ইবনে আশুর (রহঃ) বলেন, التَّفَكُّرُ: حَوَلَانُ الْعَقْلِ فِيْ طَرِيْقِ اسْتِفَادَةِ علم صَحِيح 'বিশুদ্ধ জ্ঞানের ফায়েদা হাছিলের জন্য ভাবনার আবর্তন-পুনরাবর্তনকে 'তাফাক্কুর' বা চিন্তা-ভাবনা বলা হয়'।[৩]

ইমাম বাগাভী (রহঃ) বলেন, التَّفَكُّرُ تَصَرُّفُ الْقَلْبِ فِي طَلَبِ مَعَانِي الْأَشْيَاءِ، 'বিবিধ বস্তুর নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য অন্তরের কাজকে চিন্তা বলা হয়'।[৪]

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, تَحْدِيْقُ الْقَلْبِ إِلَى جِهَةِ الْمَطْلُوبِ الْتِمَاسًا لَهُ، 'আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে পাওয়ার জন্য সেই দিকে হৃদয়ের গভীর দৃষ্টিপাতের নাম তাফাক্কুর বা চিন্তা-ভাবনা'।[৫]

আহমাদ শারবাছী (রহঃ) বলেন, التفكر هو أن ينظر الإنسان في الشيء على وجه العبرة والعظة، لتقوية جوانب الخير والصلاح، ومقاومة دواعي الشر والفساد، 'চিন্তা-ভাবনা হ'ল উপদেশ ও শিক্ষা লাভের জন্য কোন কিছুর প্রতি মানুষের মনোযোগী দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা, যাতে কল্যাণ ও উপকারিতার দিকটি শক্তিশালী হয় এবং মন্দ ও অপকারিতার উপকরণগুলো প্রতিহত হয়'।[৬]

মোটকথা, অন্তরের অনুভাবিত শক্তির মাধ্যমে কোন বস্তু বা বিষয়ের তাৎপর্য অনুসন্ধান করা এবং উপদেশ লাভের উদ্দেশ্যে মনের দৃষ্টি দিয়ে সেই বস্তু বা বিষয়ের ভাল-মন্দ দিকটি পর্যবেক্ষণ করার মনোবৃত্তিকে 'চিন্তা-ভাবনা' বলা হয়।

চিন্তা কি ইবাদত?

চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া। কখনো ব্যক্তি ও বস্তুর প্রভাবে, আবার কখনো পারিপার্শ্বিকতার কারণে মানুষের চিন্তা-চেতনার রং বদলায় এবং সর্বদা পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। ফলে মানব মনে যেমন খারাপ চিন্তার প্রকাশ ঘটে, তেমনি তার মাঝে ভালো চিন্তারও অবির্ভাব ঘটে। খারাপ চিন্তা ব্যক্তিকে মন্দ পথে ধাবিত করে। আর ভালো চিন্তা তাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, قَاعِدَة جليلة أصل الْخَيْر وَالشَّر من قبل التفكّر فَإِن الْفِكر مبدأ الْإِرَادَة والطلب فِي الزّهْد وَالتّرْك وَالْحب والبغض 'একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হ'ল ভালো-মন্দ সবকিছু চিন্তা-ভাবনা থেকেই উৎপন্ন হয়। কারণ চিন্তাই হচ্ছে ইচ্ছা-অভিলাষের মূলভিত্তি। চাই সেটা দুনিয়াবিমুখতার ক্ষেত্রে হোক বা কোন কিছু পরিত্যাগ করার এবং ভালবাসা ও শত্রুতার ক্ষেত্রে হোক'।[৭] সেজন্য একজন মুসলিম ও অমুসলিমের চিন্তা-ভাবনার মাঝে বিস্তর ফারাক রয়েছে। অমুসলিমের চিন্তা শুধু পার্থিব লাভ-ক্ষতি নিয়েই

---

* এম.এ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ইবনে মানযূর আফ্রীকী, লিসানুল আরব (বৈরূত: দারু ছাদের, ২য় মুদ্রণ, ১৪১৪হি.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৫।
২. জুরজানী, কিতাবুত তা'রীফাত (বৈরূত: দারুল কুতুবিল-ইলমিইয়াহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪০৩হি./১৯৮৩খ্রি.), পৃ. ৫৪।
৩. ইবনে আশুর, আত-তাহরীর ওয়াত তানবীর, পৃ. ৭/২৪৪।
৪. মুহিউস সুন্নাহ বাগাভী, মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন (তাফসীরে বাগাভী), ৪/২৯৪।
৫. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদরিজুস সালেকীন ১/১৬৬।
৬. ড. আহমাদ শারবাছী, মাওসূ'আতু আখলাক্বিল কুরআন (বৈরূত: দারুর রাইদ আল-আরাবী, তাবি) ২/২৬৬।
৭. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ, পৃ. ১৯৮।

আবর্তিত হয়। কিন্তু একজন প্রকৃত মুসলিমের চিন্তা-ভাবনা শুধু দুনিয়ার লাভ-লোকসানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং সেই চিন্তা পৃথিবীর গণ্ডি ছাড়িয়ে তার মৃত্যুর পরবর্তী আখেরাতের জীবন পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়। আল্লাহ্র সৃষ্টিশৈলী, নৈপুণ্য ও তাঁর দয়ার বিশালতা মননশীল মুমিনের চিন্তার দিগন্ত খুলে দেয়। এই চিন্তার প্রভাবে প্রভাবিত হয় তার দেহ-মন। ফলে সেই চিন্তার আলোকেই তার জীবনযাত্রা চলতে থাকে। সুতরাং যেই চিন্তার মাধ্যমে একজন বান্দা আল্লাহমুখী হ'তে পারে, তাঁর সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করতে পারে, তাঁর নে'মত সম্ভারের বিশালতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, নিজের ভুল সংশোধনে উদ্যোগী হ'তে পারে এবং আখেরাতমুখী জীবন গঠনে অনুপ্রাণিত হ'তে পারে, তখন সেই চিন্তা-ভাবনা ইবাদতে রূপান্তরিত হয়। আর এই চিন্তা-ভাবনাকেই চিন্তার ইবাদত বলে আখ্যায়িত করা হয়।

পবিত্র কুরআনের প্রায় একশত আয়াতে মহান আল্লাহ চিন্তার ইবাদতে রত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، 'এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-গবেষণা করতে পার' *(বাক্বারাহ ২/২১৯)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

'তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য? কিন্তু অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতে অবিশ্বাসী। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না, অতঃপর দেখে না যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণতি কিরূপ হয়েছে? তারা তাদের চাইতে অধিক শক্তিশালী ছিল। তারা যমীনে চাষাবাদ করত এবং তাতে আবাদ করত যা এরা আবাদ করে তার চাইতে বেশী। তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ এসেছিল সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে। অতঃপর আল্লাহ তাদের শাস্তি দিতে চাননি। কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল' *(রূম ৩০/৮-৯)*।

উবাইদ ইবনে উমাইর (রহঃ) বলেন, আমি আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে বললাম, أَخْبِرِينَا بِأَعْجَبِ شَيْءٍ رَأَيْتِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এমন অবস্থান সম্পর্কে আমাদের বলুন, যা আপনার কাছে সবচেয়ে বেশী আশ্চর্যজনক মনে হয়েছে'। এ প্রশ্নের পর আয়েশা (রাঃ) চুপ থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'কোন এক রাতের কথা। রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, يَا عَائِشَةُ ذَرِينِي أَتَعَبَّدُ اللَّيْلَةَ لِرَبِّي 'হে আয়েশা! আমাকে ছাড়। আজ সারা রাত আমি আমার রবের ইবাদত করব'। তাঁর কথার প্রত্যুত্তরে আমি বললাম, وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّ قُرْبَكَ وَأُحِبُّ مَا سَرَّكَ، 'আল্লাহ্র কসম! আমি আপনার সঙ্গ ভালোবাসি এবং আপনাকে যা আনন্দিত করে, তাও আমি ভালোবাসি'। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'তিনি (আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে) উঠে পড়লেন। তারপর পবিত্রতা অর্জন করে ছালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি কাঁদতে থাকলেন, ফলে অশ্রুতে তার গাল ভিজে গেল। তিনি আবার কাঁদতে থাকলেন। কাঁদতে কাঁদতে তার দাঁড়ি অশ্রুতে ভিজে গেল। তিনি আবার কাঁদতে থাকলেন। তাঁর চোখের পানিতে মাটিও ভিজে গেল। অতঃপর (ফজর) ছালাতের আযান দেওয়ার জন্য বেলাল (রাঃ) আসলেন। এসে দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাঁদছেন। তিনি বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ آيَةٌ وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 'আমি কি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? (শুনে রাখ!) আজ রাতে আমার উপর একটি আয়াত নাযিল হয়েছে। ধ্বংস সেই ব্যক্তির জন্য, যে এই আয়াত তেলাওয়াত করল, কিন্তু তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করল না। অতঃপর তিনি তেলাওয়াত করলেন, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، 'নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিবসের আগমন-নির্গমনে জ্ঞানীদের জন্য (আল্লাহ্র) নিদর্শন সমূহ রয়েছে' *(আলে ইমরান ৩/১৯০)*।[৮]

সুফইয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, مَنْ قَرَأَ آخِرَ آلِ عِمْرَانَ فَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهِ وَيْلَه. يَعُدُّ بِأُصَابِعِهِ عَشْرًا 'যে ব্যক্তি সূরা আলে ইমরানের শেষাংশ তেলাওয়াত করবে। কিন্তু এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে না, তার জন্য ধ্বংস। তিনি এ কথাটি হাতের আঙুলে দশ বার গণনা করে বলেন (তার জন্য ধ্বংস! তার জন্য ধ্বংস!)।[৯] ড. ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ বলেন, এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি কুরআনের আয়াত ও

৮. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬২০; ছহীহুত তারগীব হা/১৪৬৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৮, সনদ ছহীহ।*
৯. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, ২/১৮৯।*

আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে না, তার জন্য ধ্বংস ও শাস্তির হুমকি দেওয়া হয়েছে। চিন্তা-ভাবনা না করার কারণেই এই ভীতি-প্রদর্শন। কিন্তু আল্লাহ্র শাস্তির ভীতি-প্রদর্শন কেবল আল্লাহ্র আদেশের বিপরীত করার কারণেই এসে থাকে। সুতরাং এটা স্পষ্ট হ'ল যে, চিন্তা-ভাবনা করা ওয়াজিব'।[১০]

ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীন চিন্তা-ভাবনার এই আবশ্যকতার ব্যাপারে গুরুত্ব দিতেন। উম্মুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, كانت أكثر عبادة أبي الدرداء التفكّر 'আবুদ্দারদা (রাঃ) যে ইবাদত সবচেয়ে বেশী করতেন, সেটা হ'ল চিন্তা-ভাবনা'।[১১] হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ التَّفَكُّرُ وَالْوَرَعُ 'শ্রেষ্ঠ ইবাদত হ'ল চিন্তা-ভাবনা এবং আল্লাহভীরুতা'।[১২]

তারা শুধু নিজেরা এই আমলে নিয়োজিত থাকতেন না; বরং অন্যদেরকেও এই মহান ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। আবূ সুলাইমান আদ্দারানী (রহঃ) বলেন, عَوِّدُوا أَعْيُنَكُمُ الْبُكَاءَ وَقُلُوبَكُمُ التَّفَكُّرَ، 'তোমরা তোমাদের চোখগুলোকে অশ্রুবর্ষণে এবং অন্তরগুলোকে চিন্তা-ভাবনায় অভ্যস্ত করো'।[১৩] ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, إِخْوَانِي: تَفَكَّرُوا لِمَاذَا خُلِقْتُمْ فَالتَّفَكُّرُ عِبَادَةٌ، 'হে আমার ভাইয়েরা! কেন তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা কর। (মনে রেখ!) এই চিন্তা-ভাবনা করাও এক ধরনের ইবাদত'।[১৪] সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) বলেন, إِنَّمَا الْعِبَادَةُ التَّفَكُّرُ فِي أَمْرِ اللهِ وَالْوَرَعُ فِي دِينِهِ، 'ইবাদত হচ্ছে আল্লাহ্র নিদর্শন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে তাক্বওয়া অবলম্বন করা'।[১৫]

সুতরাং বোঝা গেল, আখেরাতমুখী চিন্তা-ভাবনা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম ইবনুল জাওযী চিন্তার ইবাদতের ধরন বর্ণনা করে বলেন, 'মুমিন ব্যক্তির সকল চিন্তা-ভাবনা আখেরাতকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। সে এই জীবনে যা কিছুর মুখোমুখি হয় তার সবই তাকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মানুষ সাধারণত যা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সেই দিকেই তার মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। যেমন যদি একদল মিস্ত্রি কোন বাড়িতে প্রবেশ করে, তাহ'লে কাঠমিস্ত্রি বাড়ির ফার্নিচার-আসবাবপত্রগুলো নিরীক্ষণ করে। রাজমিস্ত্রির নযর থাকে ছাদ ও দেয়ালের দিকে। আর যে দর্জি সে পর্যবেক্ষণ করে বাড়ির পর্দাগুলো।

ঠিক তেমনই মুমিন বান্দা যখন অন্ধকার দেখে, তখন সে অন্ধকার কবরের কথা স্মরণ করে। যখন ব্যথা পায়, তখন আল্লাহ্র শাস্তির কথা ভাবে। আর যখন কোন ভয়ানক শব্দ শুনতে পায়, তখন তার কল্পনায় ভেসে ওঠে ক্বিয়ামত দিবসের শিঙ্গায় ফুঁৎকারের আওয়াজ। শুধু তাই নয়, সে যখন মানুষকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে, তখন কবরে শায়িত মৃত ব্যক্তির কথা ভাবে। যখন আনন্দের কিছু দেখতে পায়, তখন জান্নাতের সুখ-শান্তির কল্পনায় বিভোর হয়। সুতরাং তার পূর্ণ মনোযোগ ফিরে যায় তার প্রকৃত জীবনের দিকে এবং এই অবস্থা তাকে যাবতীয় ভোগ-বিলাস থেকে দূরে রাখে'।[১৬]

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, চিন্তা-ভাবনাও ইবাদত হ'তে পারে, যদি সেই চিন্তা ব্যক্তিকে আল্লাহমুখী করে এবং সেই চিন্তা থেকে উপদেশ হাছিল করা যায়। এটা কোন সাধারণ ইবাদত নয়; বরং অনেক বড় ধরনের ইবাদত, যার ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষই গাফেল থাকে।

চিন্তা-ভাবনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য :

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে এবং বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ সাধনে চিন্তার ইবাদতের কোন বিকল্প নেই। যার ভাবনার জগৎ যত প্রসারিত, তার দূরদর্শিতা তত অবারিত। মানবজীবনের সংবিধান কুরআনকে অনুধাবনে, রাসূলের মুখনিঃসৃত হাদীছের মর্ম উপলব্ধিতে, হক্ব-বাতিলের পার্থক্য নিরূপনে এবং সর্বোপরি তাওহীদের বিশুদ্ধ জ্ঞান আহরণে চিন্তা-ভাবনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

১. আল্লাহ চিন্তার ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন :

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে মানুষ তার চার পাশের পরিদৃষ্ট সকল কিছু থেকে উপদেশ হাছিল করতে পারে এবং তাঁর সৃষ্টিকর্তার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব অনুভব করতে পারে। এমনকি একজন জন্মান্ধ ব্যক্তিও অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে আল্লাহ্র নে'মতরাজি অবলোকন করতে পারেন। কিন্তু অন্তরের চোখ মুদিত থাকলে বাহ্যিক চোখ দিয়ে কখনোই আল্লাহ্র সৃষ্টিরাজির প্রকৃত রহস্য-নিপুণত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। মহান আল্লাহ বলেন, أَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُوْنَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِي فِي الصُّدُوْرِ- 'তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তাহ'লে তাদের হৃদয়গুলি তা থেকে জ্ঞান হাছিল করত এবং তাদের কানগুলি তা যথার্থভাবে শুনত। কেননা চোখ অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় হৃদয়, যা বুকের মধ্যে থাকে' *(হজ্জ ২২/৪৬)*। এই আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে, মানুষের দৃষ্টি দুই ধরনের; চোখের দৃষ্টি এবং অন্তরের দৃষ্টি। যাদের হৃদয়ের চোখ অন্ধ থাকে তারা এই পৃথিবীর কোথাও সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ খুঁজে পায় না।

---

১০. ড. ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, আত-তাফাক্কুর (জেদ্দা: মাজমূ'আতু যাদ, ১ম মুদ্রণ, ১৪৩০হি./২০০৯খ্রি.) পৃ. ১০।
১১. আবূ নু'আইম ইছ্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ১/২০৮।
১২. ইবনু আবিদ্দুন্ইয়া, আল-ওরা'উ, পৃ. ৫৩।
১৩. হিলয়াতুল আওলিয়া ৯/২৭৪।
১৪. ইবনুল জাওযী, আত-তাবছিরাহ, ২/৭২।
১৫. বায়হাক্বী, আয-যুহদুল কাবীর, পৃ. ৩১২।
১৬. ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বের, পৃ. ৫২১।

চোখ থাকতেও এরা অন্ধ। আর যাদের হৃদয়ের দৃষ্টি প্রখর, তারা আকাশ-যমীনের সর্বত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র অস্তিত্বর প্রমাণ খুঁজে পায়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, لكل إنسان أربع أعين: عينان في رأسه لدنياه، وعينان في قلبه لآخرته، فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه فلم يضره عماه شيئا، وإن أبصرت عينا رأسه وعميت عينا قلبه فلم ينفعه نظره شيئا، 'প্রত্যেক মানুষের চারটি করে চোখ আছে। দুনিয়া দেখার জন্য তার মাথায় স্থাপিত দু'টি চোখ এবং তার আখেরাত অবলোকনের জন্য হৃদয়ের দু'টি চোখ। তার অন্তরের চোখ যদি ভালো থাকে, তাহ'লে তার মাথার চোখ অন্ধ হ'লেও সেই অন্ধত্ব তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু অন্তরের চোখ যদি অন্ধ হয়ে যায়, তাহ'লে মাথার চোখ দৃষ্টিসম্পন্ন হ'লেও এই দৃষ্টিশক্তি তার কোনই উপকার করতে পারে না'।[১৭]

সুতরাং মানুষের হৃদয়ের চোখই প্রকৃত চোখ। দুনিয়াতে যাদের হৃদয়ের চোখ অন্ধ থাকবে আখেরাতে সে অন্ধ হয়ে উত্থিত হবে। তখন সে আক্ষেপ করে বলবে, رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، 'হে আমার রব! কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে? অথচ আমি তো দুনিয়াতে চক্ষুষ্মান ছিলাম' *(তোয়াহা ২০/১২৫)*। কিন্তু সেই দিন আক্ষেপ করে কোনই লাভ হবে না। সেকারণ মহান আল্লাহ দুনিয়াতে হৃদয়ের দৃষ্টি প্রসারিত করে চিন্তার ইবাদতে রত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُوْنَ– 'তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য? কিন্তু অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতে অবিশ্বাসী' *(রূম ৩০/৮)*। অত্র আয়াতে মানুষকে আকাশ-যমীন এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন মানুষ এর মাধ্যমে আল্লাহ্র একত্ব, রাজত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে।[১৮]

মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীতী (রহঃ) বলেন, সৃষ্টিকুল নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করার কারণেই অধিকাংশ মানুষ কাফের। যদি তারা আকাশ-যমীন ও সৃষ্টিরাজি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করত, তাহ'লে তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার সন্ধান পেয়ে যেত।[১৯] আল্লামা শাওক্বানী (রহঃ) বলেন, لو تفكروا فيها كما ينبغي، لعلموا وحدانية الله، 'তারা যদি সৃষ্টিরাজি নিয়ে যথার্থভাবে চিন্তা করত, তাহ'লে তারা আল্লাহ্র একত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করত'।[২০]

মানুষ যখন আল্লাহ্র সৃষ্টিরাজি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে তখন তার হৃদয়ের অন্ধত্ব দূর হয়ে যায়। হৃদয়ের দৃষ্টি ফিরে পায় সীমাহীন আলো। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, الْبَصِيرَةُ نُورٌ يَجْعَلُهُ اللهُ فِي عَيْنِ الْقَلْبِ، يُفَرِّقُ بِهِ الْعَبْدُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، 'দূরদর্শিতা এক ধরনের আলো, যা আল্লাহ বান্দার অন্তরের চোখে স্থাপন করে দেন। এই আলোর সাহায্যে সে হক্ব ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতে পারে'।[২১] ইবনু আব্দি রব্বিহী বলেন, إنّ العقل عين القلب، فإذا لم يكن للمرء عقل كان قلبه أكمه، 'নিশ্চয়ই বিবেক-বুদ্ধি হ'ল হৃদয়ের চোখ। যদি মানুষের বিবেক না থাকে, তাহ'লে তার চোখ অন্ধ হয়ে যায়'।[২২] সেকারণ অন্তরের অন্ধত্ব দূর করে যথার্থভাবে আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করার জন্য মানবজাতিকে চিন্তার ইবাদতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা তাওহীদের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী বান্দার অন্তরদৃষ্টি কখনো অন্ধ হয় না। তিনি জন্মান্ধ হ'তে পারেন, চোখ হারিয়ে ফেলতে পারেন, বৃদ্ধ বয়সে তার চোখে ছানি পড়তে পারে, কিন্তু তার অন্তরদৃষ্টি সদা জাগ্রত ও প্রখর থাকে। এই অন্তরদৃষ্টির প্রখরতার মূল হাতিয়ার হ'ল চিন্তার ইবাদত।

২. হেরা গুহায় রাসূল (ছাঃ)-এর ধ্যান :

কা'বা গৃহ থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম 'জাবালে নূর'। এ পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত 'হেরা গুহা' ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি আধ্যাত্মিক শিক্ষায়তন। তিনি নবুঅত লাভের আগ মুহূর্তে মক্কার কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ থেকে দূরে হেরা গুহার নিরিবিলি স্থানকে বেছে নেন। আল্লাহ এই ছোট গুহাকে তার প্রিয় স্থানে পরিণত করে দেন। ফলে বাড়ীতে তাঁর মন বসতো না। তাই ছাতু ও পানি নিয়ে চলে যেতেন হেরা গুহায়। কখনো কখনো খাদীজা (রাঃ) সেখানে তাঁকে খাবার পৌঁছিয়ে দিতেন। মানবতার মঙ্গল চিন্তায় নিঃসঙ্গপ্রিয়তা এবং আল্লাহ্র ধ্যানে মগ্ন হওয়া ছিল নবুঅত প্রাপ্তির পূর্ব নিদর্শন। যা ছিল মহান আল্লাহ্র দূরদর্শী পরিকল্পনা এবং মহতী ব্যবস্থাপনার অংশ।

প্রাচীন আরবী প্রবাদে বলা হয়, ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة، 'চিন্তার ময়দানে ঢুকে পড়ে একাকীত্ব অবলম্বনের মতো কোন কিছুই হৃদয়কে এত উপকৃত করতে পারে না'।[২৩] ইবনু ইসহাক্ব (রহঃ) বলেন, জাহেলী যুগে নিঃসঙ্গ ইবাদত ছিল কুরায়েশদের রীতি। তারা পূর্ব থেকে

১৭. *তাফসীরে কুরতুবী ১২/৭৭।*
১৮. *ঐ, ১৪/৮।*
১৯. *শানক্বীতী, আযওয়াউল বায়ান ৬/১৬৮।*
২০. *শাওক্বানী, ফাৎহুল ক্বাদীর ৪/২৪৮।*
২১. *মাদারিজুস সালেকীন, ২/৩২০।*
২২. *ইবনু আব্দি রব্বিহী, আল-ইক্বদুল ফারীদ ২/১১৩।*
২৩. *আহমাদ ইবনু আজীবাহ, আল-বাহরুল মাদীদ ফী তাফসীরিল কুরআনিল মাজীদ, ২/৪৯৪।*

www.at-tahreek.com

যেমন আশূরার ছিয়াম পালন করত, তেমনি হেরা গুহায় নিঃঙ্গ ইবাদত করত। রাসূলুল্লাহ প্রতি বছর এক মাস করে হেরা গুহায় অবস্থান করতেন'।[২৪] মূলতঃ মহান আল্লাহ্র ইশারায় রাসূল (ছাঃ) এই নির্জন গুহাতে ধ্যান করতেন এবং চিন্তার ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন (أَنَّهُ كَانَ يَتَعَبَّدُ بِالتَّفَكُّرِ)।[২৫] এভাবে চিন্তার ইবাদতে রত থাকাবস্থায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অহী নিয়ে হাযির হন স্বয়ং জিব্রীল (আঃ)। অবতীর্ণ হয় হেদায়াতের দিশারী মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা 'আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াত। যে আয়াতগুলোতে পড়ালেখা ও তার মাধ্যমে এমন জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়, যা আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক উভয় জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে। যারা চিন্তা-ভাবনা করে এই কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পেরেছে, তাদের ভিতর-বাহির আলোকিত হয়েছে এবং তাদের মাধ্যমেই অধঃপতিত মানবতা ফিরে পেয়েছে মুক্তি ও সফলতার নিশ্চয়তা।

সুতরাং বলা যায়, ইসলামের সূচনাই হয়েছিল চিন্তার ইবাদতের মাধ্যমে। এটা ছিল পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুপম আদর্শ। তারকা ও সূর্য পুঁজারীদের চিন্তার দেয়ালে তিনি অভিনব কায়দায় আঘাত করেছিলেন। তাদের চিন্তার দুর্গ ভেঙ্গে দিয়ে সেখানে তাওহীদের ভীত রচনার প্রয়াস পেয়েছিলেন। মহান আল্লাহ সূরা আন'আমে এটা বিষদভাবে তুলে ধরেছেন। সেজন্য নিঃসঙ্গ চিন্তার ইবাদতকে বলা হয় ইবরাহীমী ইবাদতের অবশিষ্টাংশ' (فَالتَّحَنُّثُ مِنْ بَقَايَا الإِبْرَاهِيْمِيَّةِ)।[২৬] যার মাধ্যমে আল্লাহভীরু বান্দার মধ্যে আধ্যাত্ম চেতনার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটা সম্ভব হয়।

৩. চিন্তা-ভাবনা হৃদয়ের ইবাদত :

প্রত্যেক ইবাদতের মূল শর্ত হ'ল ঈমান। আর ঈমানের সংজ্ঞা হ'ল হৃদয়ে বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়ন। এর আলোকে ঈমানের শাখা-প্রশাখাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

(১) অন্তরের শাখা-প্রশাখা (شُعَبُ الْقَلْبِ): যেমন- ঈমানের ছয়টি রুকনের উপর বিশ্বাস রাখা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সর্বোচ্চ ভালোবাসা পোষণ করা, আল্লাহভীতি, চিন্তা-ভাবনা প্রভৃতি। **(২)** মৌখিক শাখা-প্রশাখা (شُعَبُ اللِّسَانِ) যেমন- কালেমা শাহাদাতের সাক্ষ্য দেওয়া, যিকির-আযকার করা, কুরআন তেলাওয়াত করা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ইত্যাদি। **(৩)** অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শাখা-প্রশাখা (شُعَبُ الْجَوَارِحِ): যেমন- ওযূ, ছালাত, যাকাত, ছিয়াম, হজ্জ, পিতামাতার খেদমত, জিহাদ প্রভৃতি।

সুতরাং চিন্তা-ভাবনা হৃদয়ের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত। মুমিন বান্দা এই ইবাদতের মাধ্যমে যে ঈমানী শক্তি লাভ করে, সেই শক্তিই তাকে অন্যান্য সকল ইবাদতের জন্য যোগ্য করে তোলে। যেমন কেউ যদি দুনিয়ার নশ্বরতা এবং আখেরাতের স্থায়ীত্ব নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে, তাহ'লে সে কখনোই ছালাত পরিত্যাগ করবে না, হারাম উপার্জনে পা বাড়াবে না। বরং আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনে সুখী হওয়ার জন্য সে আল্লাহমুখী হবে, পৃথিবীর সকল স্বার্থ উপেক্ষা করে নিরন্তর ছুটে চলবে তার রবের পানে। ক্বাতাদা (রহঃ) বলেন, مَنْ تَفَكَّرَ فِيْ خَلْقِ نَفْسِهِ عَرَفَ أَنَّهُ إِنَّمَا خُلِقَ وَلُيِّنَتْ مَفَاصِلُهُ لِلْعِبَادَةِ، 'যে ব্যক্তি নিজের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, সে জানতে পারবে তাকে (কেন) সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইবাদতের জন্য অনুগত হয়ে যাবে'।[২৭] আর চিন্তার ইবাদতে যিনি যত বেশী আত্মনিয়োগ করবেন তার হৃদয়জগৎ তত বেশী আলোকিত হবে এবং অন্তরদৃষ্টি প্রখর হবে।

পক্ষান্তরে বান্দা যদি হৃদয়ের এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে যত্নশীল ও অভ্যস্ত না হন, তাহ'লে তার দ্বীন-ইসলাম শুষ্ক বিয়াবানে পরিণত হবে। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'যদি কোন গাছের সঠিক পরিচর্যা ও সেচ দেওয়া না হয়, তাহ'লে সেই গাছটি এক পর্যায়ে মারা যায়। এমনকি স্বাভাবিক পরিচর্যা নিয়েও যদি সেচ দেওয়া বন্ধ করা হয়, তবুও গাছটি আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়। ঠিক সেভাবেই একজন বান্দার হৃদয় যমীনে ইসলামের বৃক্ষ রোপিত থাকবে, সে যদি নিয়মিত এর পরিচর্যা না করে এবং সবসময় উপকারী জ্ঞান, নেক আমল এবং চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে একে সিক্ত না রাখে, তাহ'লে তার লালিত ইসলামের বৃক্ষটি এক পর্যায়ে বিবর্ণ ও শুষ্ক হয়ে যায়'।[২৮] সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) বলেন, التَّعَبُّدُ هو التَّفَكُّرُ فِي أَمرِ اللهِ وَالْوَرَعُ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ، وَأَدَاءُ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالَى، 'ইবাদত হচ্ছে আল্লাহ্র নির্দেশনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, তাঁর নিষিদ্ধ কার্যাবলী থেকে বিরত থাকা এবং তাঁর নির্দেশিত ফরয বিধি-বিধান আদায় করা'।[২৯]

৪. নেক আমল সম্পাদনে চিন্তা-ভাবনার প্রভাব :

প্রত্যেক নেক আমল ও ইবাদত-বন্দেগীর সাথে চিন্তা-ভাবনার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। চিন্তা যখন হৃদয় যমীনকে আচ্ছন্ন করে, তখন সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে স্নিগ্ধতার আবেশ। দেহ-মন নুয়ে পড়ে আল্লাহ্র ইবাদতে। কিন্তু মনের গহীনে যদি চিন্তার বৃষ্টি না ঝরে, তখন হৃদয় ঊষর মরুতে পরিণত হয়। সেখানে প্রশান্তির কোন ফুল ফোটে না। ফলে কায়িক ইবাদত সম্পাদিত হয়ে যায়, কিন্তু মানসিক তৃপ্তি সেখানে অনুপস্থিত থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ

২৪. সীরাত ইবনু হিশাম ১/২৩৫; ফাৎহুল বারী, ১০/৪২৫।
২৫. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী ৮/৭১৭।
২৬. ড. আকরাম যিয়া উমরী, সীরাহ নববিয়াহ ছহীহাহ ১/১২৩-টিকা।
২৭. তাফসীর ইবনে কাছীর ৭/৪১৯।
২৮. ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন ১/১৩৪।
২৯. আবূ নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া, ২/১৬১।

تَتَفَكَّرُوْا، ‘তোমরা আল্লাহ্র জন্য দু’দু’জন বা এক একজন করে দাঁড়াও। অতঃপর চিন্তা-ভাবনা কর’ *(সাবা ৩৪/৪৬)*।

শায়খ ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, ينبغي للإنسان إذا قام لله يعمل، أن يتفكر ماذا فعل في هذا العمل، ‘মানুষ যখন আল্লাহ্র জন্য আমল সম্পাদনে দণ্ডায়মান হয়, তখন তাকে এটা ভেবে দেখা উচিত যে, সে এই আমল সম্পাদনে কী কী করছে’।[৩০]

অর্থাৎ কোন ইবাদত করার সময় চিন্তা করে দেখতে হবে- আমি কতটুকু মনোযেগী হয়ে এই ইবাদত করতে পারছি, ইবাদতটা শারঈ পদ্ধতিতে হচ্ছে কি-না, কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হচ্ছে কি-না, জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য এবং জান্নাত লাভের জন্য আমি এটা করছি কি-না, এটা স্রেফ আল্লাহ্র জন্য হচ্ছে কি-না, ইবাদতটি যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ততটুকু গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কি-না। বান্দা ইবাদত-বন্দেগী করার সময় এসব বিষয় ভাবতে না পারলে তিনি স্রেফ অভ্যাসে তাড়িত হয়ে ইবাদতটি করবেন। এটা নিছক আল্লাহ্র আনুগত্য হিসাবে বিবেচনা করতে ব্যর্থ হবেন। তাই তো রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ، ‘যখন তুমি ছালাতে দাঁড়াবে, তখন সে ছালাতকে নিজের জীবনের শেষ ছালাত মনে করে আদায় করবে’।[৩১]

মানুষ যদি ছালাত আদায়ের প্রাক্কালে এই চিন্তা মাথায় নিয়ে আসতে পারে, তাহ’লে বলা যেতে পারে যে, এটাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সফলতা। কেননা একজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী ফাঁসির কাষ্ঠে যাওয়ার আগে যে অনুভূতি নিয়ে জীবনের সর্বশেষ ছালাত আদায় করতে পারে, একজন স্বাধীন বান্দা কখনই সেই অনুভূতি নিয়ে ছালাত আদায় করতে পারে না। তবে যারা সাচ্চা ঈমানদার, নিজের ঈমানের পারদকে সর্বদা উর্ধ্বগামী করে রাখার চেষ্টা করেন, চিন্তার ইবাদতে সদা তৎপর থেকে সাধ্যানুযায়ী পাপমুক্ত জীবন যাপনের চেষ্টা করেন, আল্লাহ্র যিকিরে অন্তরকে সদা সিক্ত রাখেন, তাদের জন্য মৃত্যুর অনুভূতি নিয়ে ছালাত আদায় করা খুব কঠিন নয়।

তাছাড়া অনুধাবন না করে অমনোযোগী হয়ে ইবাদত করারও কোন মূল্য নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، ‘জেনে রাখ! আল্লাহ গাফেল ও অমনোযোগী মনের দো‘আ কবুল করেন না’।[৩২]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, رَكْعَتَانِ مُقْتَصِدَتَانِ فِي تَفَكُّرٍ، خَيْرٌ مِّنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ وَالْقَلْبُ سَاهٍ، ‘অমনোযোগী মনে সারা রাত ক্বিয়ামুল লাইল আদায় করার চেয়ে চিন্তা-ভাবনাসহ দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করা উত্তম’।[৩৩] আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ ‘পুরো রাত তাহাজ্জুদ পড়ার চেয়ে এক ঘণ্টা চিন্তা-ভাবনা করা উত্তম’।[৩৪] আবূ ত্বালেব মাক্কী (রহঃ) বলেন, إن التفكر في الصلاة أفضل منه في غير الصلاة لأنهما عملان، ‘ছালাতের বাইরে চিন্তা করার চেয়ে ছালাতের ভিতরে চিন্তা-ভাবনা করা অধিকতর উত্তম। কেননা এতে দু’টি আমল একসাথে সম্পাদিত হয় (একটি ছালাত, আরেকটি হ’ল চিন্তা-ভাবনা)’।[৩৫]

স্মর্তব্য যে, চিন্তার ইবাদতে অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে একদল মানুষ এটাকে অপব্যাখ্যা করে থাকে। মূল ইবাদত থেকে সরে গিয়ে কোয়ান্টাম মেথড, মুরাকাবা প্রভৃতি আবিষ্কারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে পথভ্রষ্ট করে থাকে। সুতরাং মনে রাখতে হবে যে, একজন মুসলিম চিন্তা-ভাবনা ও ইবাদতের মাঝে সমন্বয় করবে। অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনায় যতটুকু সময় সে ব্যয় করবে, তা ইবাদত ব্যতীত ব্যয় করবে না। আর যতটুকু সময় ইবাদতে ব্যয় করবে, তা চিন্তা-ভাবনা ব্যতীত ব্যয় করবে না। বরং উভয়টিকে একত্রিত করবে।

ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেন, ‘মানুষ মতভেদ করে থাকে যে, ছালাত না-কি চিন্তা-ভাবনা, কোনটি উত্তম ইবাদত? ভ্রান্ত ছূফীরা চিন্তা-ভাবনাকে বেশী গুরুত্ব দেয়। আর ফুক্বাহায়ে কেরাম দু’টির সমন্বয় করে ছালাতকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। রাসূল (ছাঃ)-এর কর্মপন্থার দিকে নযর দিলে দেখা যাবে এটাই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত। সুতরাং তাঁর সুন্নাতের উপরেই আমাদের নির্ভর করতে হবে। অপরদিকে ছূফীদের দিকে লক্ষ্য করুন! তাদের গুরু একদিন, একরাত, একমাস ধরে ধ্যান করে; এই দীর্ঘ সময়ে তারা তাদের ধ্যান ভঙ্গ করে না। এই পদ্ধতি সঠিকতা থেকে যোজন যোজন দূরে এবং মানুষের জন্য একেবারেই অনুপযোগী’।[৩৬] সুতরাং একজন মুসলিম ইবাদত ও চিন্তা-ভাবনার মাঝে সমন্বয় সাধন করবে। একটির প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে আরেকটিকে পরিত্যাগ করবে না। কারণ এমনটি করলে সে ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতায় নিপতিত হবে।

(ক্রমশঃ)

---

৩০. উছায়মীন, শারহু রিয়াযিছ ছালেহীন, ১/৫৭৭।
৩১. ইবনু মাজাহ হা/৪১৭১; মিশকাত হা/৫২২৬, সনদ হাসান।
৩২. তিরমিযী হা/৩৪৭৯; মিশকাত হা/২২৪১, সনদ হাসান।
৩৩. ইবনুল মুবারাক, আয-যুহদ ওয়ার রাক্বায়েক্ব ১/৯৭; গাযালী, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ৪/৪২৫।
৩৪. বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান ১/২৬২।
৩৫. আবূ ত্বালেব মাক্কী, কূতুল কুলূব ফী মু‘আমালাতিল মাহবূব ১/৮৬।
৩৬. তাফসীরে কুরতুবী ৪/৩১৫।

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ’ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

*-ইহসান ইলাহী যহীর**

ভূমিকা : বৃক্ষ ও প্রাণীকুল একে অপরের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাণীদের বেঁচে থাকার প্রধান ও মূল উপকরণ হ'ল অক্সিজেন, যা বৃক্ষ থেকেই উৎপন্ন ও নির্গত হয়। প্রত্যেক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে প্রাণীজগৎ কার্বনডাই অক্সাইড বর্জন করে। এটি এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ, যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। বৃক্ষ সেই দূষিত কার্বনডাই অক্সাইড গ্রহণ করে এবং প্রাণীকুলের বেঁচে থাকার মূল উপাদান অক্সিজেন নিঃসরণ করে। আর তাই ইসলাম বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব ও তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বর্ণনা করেছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।-

বৃক্ষ বা গাছের উপকারিতা :

(১) রিযিকের উৎসমূল হ'ল গাছ : গাছ থেকে উৎপাদিত ফল-ফসল খেয়ে প্রানীকুল জীবন ধারণ করে। আল্লাহ বলেন, وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَخِيلٍ وَّأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَّمِنْهَا تَأْكُلُونَ، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ– 'আর আমরা আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি পরিমাণমত। অতঃপর তা যমীনে সংরক্ষণ করি। আর আমরা ওটাকে সরিয়ে নিতেও সক্ষম। অতঃপর আমরা তা দিয়ে তোমাদের খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি। তোমাদের জন্য সেখানে থাকে প্রচুর ফল-ফলাদি এবং তোমরা তা থেকে ভক্ষণ করে থাক। আর আমরা সৃষ্টি করেছি (যয়তুন) বৃক্ষ। যা সিনাই পর্বতে জন্মায়। যা থেকে উৎপন্ন হয় তৈল এবং ভক্ষণকারীদের জন্য রুচিকর খাদ্য' *(মুমিনূন ২৩/১৮-২০)*।

(২) গবাদিপশুর জীবিকাও বৃক্ষ, লতা-পাতা থেকে উৎপন্ন হয় : আল্লাহ বলেন, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَآءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ– 'তারা কি দেখে না যে, আমরা ঊষর ভূমিতে (বৃষ্টির) পানি প্রবাহিত করি। অতঃপর তার মাধ্যমে শস্য উৎপাদন করি। যা থেকে ভক্ষণ করে তাদের গবাদিপশু এবং তারা নিজেরা। এর পরেও কি তারা উপলব্ধি করবে না?' *(সাজদাহ ৩২/২৭)*।

(৩) বৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের জন্য শস্য ও ফলমূল উৎপন্ন করেন : তিনি বলেন, وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَآءً ثَجَّاجًا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَّنَبَاتًا، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا– 'আমরা পানিপূর্ণ মেঘমালা হ'তে প্রচুর বারিপাত করি। যাতে তা দ্বারা উৎপন্ন করি শস্য ও উদ্ভিদ এবং ঘনপল্লবিত উদ্যানসমূহ' *(নাবা ৭৮/১৪-১৬)*।

**কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।*

(৪) ফসল ও ফলমূল আল্লাহ্‌র অপার দান : তিনি বলেন, أَفَرَأَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُونَ، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، إِنَّا لَمُغْرَمُونَ، بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ– 'তোমরা যে শস্য বীজ বপন কর, সে বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা কি ওটা উৎপন্ন কর, না আমরা উৎপন্ন করি? আমরা যদি ইচ্ছা করি তবে অবশ্যই ওটাকে খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি। তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। (তখন তোমরা বলবে) আমরা তো নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হয়ে গেলাম। বরং আমরা তো বঞ্চিত হয়ে গেলাম' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৬৩-৬৭)*।

(৫) বৃক্ষে রয়েছে বান্দাদের জন্য বিভিন্ন উপদেশ ও অফুরন্ত রিযিক : আল্লাহ বলেন, وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، تَبْصِرَةً وَّذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيدِ، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ، رِزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ الْخُرُوجُ– 'আর পৃথিবীকে আমরা প্রসারিত করেছি এবং তাতে পাহাড় সমূহ স্থাপন করেছি। আর তাতে উৎপন্ন করেছি সকলপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদরাজি। প্রত্যেক বিনীত ব্যক্তির জন্য, যা চাক্ষুষ জ্ঞান ও উপদেশ স্বরূপ। আর আমরা আকাশ থেকে বরকতময় বৃষ্টি বর্ষণ করি। অতঃপর তার মাধ্যমে বাগান ও শস্য বীজ উদ্গত করি এবং দীর্ঘ খর্জুর বৃক্ষসমূহ, যাতে থাকে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুরের মোচা। বান্দাদের জীবিকা হিসাবে। আর আমরা এর দ্বারা জীবিত করি মৃত জনপদকে। বস্তুতঃ এভাবেই হবে পুনরুত্থান' *(ক্বাফ ৫০/৭-১১)*।

বৃক্ষরাজি আল্লাহ্‌র শৈল্পিক নৈপুণ্য প্রকাশক :

বৃক্ষরাজি আল্লাহ্‌র সৃষ্টির শৈল্পিক নৈপুণ্য প্রকাশ করে থাকে। আল্লাহই সুনিপুণ স্রষ্টা। তিনি সৃষ্টি করেছেন বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদরাজি। এসবই আমাদের উপকারার্থে আল্লাহ সৃজন করেছেন। একই মাটি ও একই পানিতে আমরা বিভিন্ন উদ্ভিদ জন্মাতে দেখি, যাতে বিভিন্ন ফুল ও ফল হয়। যেগুলি প্রাণীকুলের জীবনোপকরণের জন্য আল্লাহ্‌র বিশাল অনুগ্রহ। আল্লাহ বলেন, فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، وَعِنَبًا وَّقَضْبًا، وَزَيْتُونًا وَّنَخْلًا، وَحَدَآئِقَ غُلْبًا، وَفَاكِهَةً وَّأَبًّا، مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ– 'অতএব মানুষ একবার লক্ষ্য করুক তার খাদ্যের দিকে। আমরা (কিভাবে তাদের জন্য) বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকি। অতঃপর ভূমিকে ভালভাবে বিদীর্ণ করি। অতঃপর তাতে উৎপন্ন করি খাদ্য-শস্য, আঙ্গুর ও শাক-সবজি, যায়তূন ও খর্জুর, ঘন পল্লবিত উদ্যানরাজি এবং ফল-

মূল ও ঘাস-পাতা। তোমাদের ও তোমাদের গবাদিপশুর ভোগ্যবস্তু হিসাবে' *(আবাসা ৮০/২৪-৩২)*।

বৃক্ষরাজি আল্লাহ্র গুণগান করে : বৃক্ষরাজি থাকে রবের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত। এগুলি আল্লাহ্র গুণগান করে। আল্লাহ বলেন, أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، وَمَنْ يُّهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ، إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ– 'তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীব-জন্তু ও বহু মানুষ? আর বহু মানুষ আছে তাদের উপর শাস্তি অবধারিত হয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে সম্মানদাতা কেউ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা চান তাই-ই করেন' *(হজ্জ ২২/১৮)*। তিনি বলেন, وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ– 'আর লতাগুল্ম ও বৃক্ষরাজি সিজদাবনত' *(রহমান ৫৫/৬)*।

জান্নাতের আপ্যায়ন হবে ফলমূল দিয়ে : নানা রকম ফল-ফলাদি দিয়ে আল্লাহ জান্নাতবাসীকে আপ্যায়ন করবেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَآ أَصْحَابُ الْيَمِينِ، فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ، وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، وَمَآءٍ مَّسْكُوبٍ، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، لاَ مَقْطُوعَةٍ وَّلاَ مَمْنُوعَةٍ– 'আর ডান পাশের দল। কতই না ভাগ্যবান ডান পাশের দল! (তারা থাকবে) কাঁটাবিহীন কুল গাছের বাগানে। (সেখানে আরও থাকবে) কাঁদি ভরা কলা গাছ। তারা থাকবে প্রলম্বিত ছায়াতলে। সদা প্রবাহমান পানির মধ্যে। থাকবে প্রচুর ফলমূলের মধ্যে। যা শেষ হবে না, নিষেধও করা হবে না' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/২৭-৩৩)*।

বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণের শারঈ গুরুত্ব ও তাৎপর্য

বৃক্ষরোপণের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য বৃক্ষরোপণ করতে হবে। কেননা তাতে মানবজাতি ও প্রাণীকুলের বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হয়ে থাকে। তাই রাসূল (ছাঃ) বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষপরিচর্যার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি নিজ হাতে বৃক্ষরোপণ করেছেন। একে ইবাদত হিসাবে গণ্য করেছেন। তিনি তার উম্মতকে বৃক্ষরোপণ করতে বারবার তাকীদ দিয়েছেন। যাতে উদ্ভিদ বৃদ্ধি পায় এবং পরিবেশের ভারসাম্য অক্ষুণ্ন থাকে।

(১) একটি চারা থাকলেও তা রোপণ করতে হবে :

কারো কাছে একটি চারা থাকলেও তা রোপণ করার নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ، 'যদি ক্বিয়ামত সংগঠিত হওয়ার সময়ও এসে যায়, আর তোমাদের হাতে একটি চারা গাছ থাকে, তাহ'লে বসা অবস্থায় থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বেই যেন সে তা রোপণ করে দেয়'।[১]

(২) ছাদাক্বার অনন্য মাধ্যম বৃক্ষরোপণ :

বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে ছাদাক্বার নেকী অর্জিত হয়। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْساً بِدِمَشْقَ فَقَالَ لَهُ أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ لاَ تَعْجَلْ عَلَىَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ غَرَسَ غَرْساً لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ آدَمِىٌّ وَلاَ خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً–

আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি দামেশকে বৃক্ষরোপণ করছিলেন। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলল, আপনি এ কাজ করছেন, অথচ আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবী? তখন তিনি বললেন, আপনি ব্যতিব্যস্ত হবেন না। আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এমন বৃক্ষরোপণ করল, যা থেকে কোন মানুষ বা আল্লাহ্র কোন সৃষ্টিজীব ভক্ষণ করল, তাতে তার জন্য ছাদাক্বা রয়েছে'।[২]

অন্যত্র তিনি বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ، 'কোন মুসলমান যদি বৃক্ষ রোপণ করে বা ফসল চাষাবাদ করে, অতঃপর তা থেকে পাখী, মানুষ অথবা চতুষ্পদ প্রাণী কিছু খেয়ে নেয়, তবে তার জন্য সেটি ছাদাক্বাহ হিসাবে গণ্য হবে'।[৩]

(৩) রোপিত বৃক্ষের ফল চুরি হয়ে গেলেও তা ছাদাক্বা :

কারো গাছের ফল অন্য কেউ না বলে খেলেও ছাদাক্বা হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً– 'কোন মুসলিম যদি বৃক্ষ রোপণ করে, অতঃপর তা থেকে যা কিছু খাওয়া হয় তা তার জন্য ছাদাক্বা স্বরূপ। যা কিছু চুরি হয়ে যায়, তা ছাদাক্বা। হিংস্র পশু যা খেয়ে নেয়, তা ছাদাক্বা। সেখান থেকে পাখী যা খায়, তা ছাদাক্বা। আর কেউ ক্ষতি সাধন করলে সেটাও তার জন্য ছাদাক্বা হিসাবে গণ্য হয়'।[৪]

---

১. *আহমাদ হা/১৩০০৪, সনদ ছহীহ।*
২. *আহমাদ হা/২৭৫৪৬; ছহীহুল জামে' হা/৬৪০০।*
৩. *বুখারী হা/২৩২০; মুসলিম হা১৫৫২/; মিশকাত হা/১৯০০।*
৪. *মুসলিম হা/১৫৫২ (৭)।*

(৪) বৃক্ষরোপণ 'ছাদাক্বায়ে জারিয়া'র মাধ্যম :

বৃক্ষরোপণকে 'ছাদাক্বায়ে জারিয়া' বা প্রবাহমান দান হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, سَبْعَةٌ يَّجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا أَوْ كَرَى نَهَرًا أَوْ حَفَرَ بِئْرًا أَوْ غَرَسَ نَخْلاً أَوْ بَنَى مَسْجِدًا أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ 'মানুষের মৃত্যুর পর তার কবরে ৭টি নেক আমলের ছওয়াব জারী থাকে। (১) যে ব্যক্তি (উপকারী) ইল্‌ম শিক্ষা দিল বা (২) খাল-নালা প্রবাহিত করল অথবা (৩) কূপ খনন করল বা (৪) ফলবান বৃক্ষরোপণ করল অথবা (৫) মসজিদ নির্মাণ করল বা (৬) কুরআনের উত্তরাধিকারী বানাল অথবা (৭) এমন সুসন্তান রেখে গেল, যে মৃত্যুর পর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে'।[৫]

অপর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা উম্মে মা'বাদের বাগানে প্রবেশ করেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে উম্মে মা'বাদ! এ গাছ কে রোপণ করেছে? কোন মুসলমান, না কাফের? সে বলল, মুসলমান রোপণ করেছে। তখন তিনি বললেন, فَلاَ يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ طَيْرٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، 'কোন মুসলমান যদি বৃক্ষরোপণ করে, আর তা থেকে মানুষ কিংবা চতুষ্পদ প্রাণী অথবা পাখী কিছু ভক্ষণ করে, তবে ক্বিয়ামতের দিন পর্যন্ত তার জন্য তা ছাদাক্বা স্বরূপ থাকবে'।[৬]

(৫) মুমিনের উপমা সবুজ বৃক্ষের ন্যায় :

সবুজ বৃক্ষের সাথে মুমিনের সাদৃশ্য বিষয়ে প্রসিদ্ধ একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنِ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ، لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَلاَ يَتَحَاتُّ. فَقَالَ الْقَوْمُ هِيَ شَجَرَةُ كَذَا هِيَ شَجَرَةُ كَذَا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ. وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالَ : هِيَ النَّخْلَةُ. فَقَالَ عُمَرَ : لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ–

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিনের উপমা হ'ল এমন একটি সবুজ বৃক্ষের ন্যায়, যার পাতা ঝরে পড়ে না এবং মলিন হয় না। তখন কেউ বলল, এটি অমুক অমুক গাছ। তখন আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, এটি খেজুর গাছ। তবে আমি অল্প বয়সী হওয়ায় বড়দের সামনে বলতে সংকোচ বোধ করলাম। তখন রাসূল (ছাঃ) বলে দিলেন যে, সেটি হ'ল খেজুর গাছ। অতঃপর ওমর (রাঃ) বললেন, তুমি যদি এটা সবার সামনে বলতে, তবে তা এত এত ধন-সম্পদ থেকেও আমার জন্য বেশী খুশীর কারণ হ'ত'।[৭]

উল্লেখ্য যে, প্রতিটি বৃক্ষের পাতা, কাণ্ড, ছাল-বাকল, ফলমূল সবই যেমন আমাদের জন্য উপকারী, তেমনি প্রতিটি মুমিনের কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, লেনদেন সবকিছুই অপর মুমিনের জন্য কল্যাণকর হওয়া উচিৎ। উল্লেখিত হাদীছে উক্ত শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে।

(৬) বিনা প্রয়োজনে বৃক্ষ নিধন নিষিদ্ধ :

মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ নে'মত হ'ল বৃক্ষ। বৃক্ষ প্রাণীকুলকে রোদের প্রচণ্ড উত্তাপ থেকে ছায়া প্রদান করে। আমরা যত সুস্বাদু ফল-মূল ভক্ষণ করি, সবই বৃক্ষ থেকে আহরিত। মানবদেহের মরণব্যাধি অনেক রোগের ঔষধ এই বৃক্ষের নির্যাস থেকেই তৈরী হয়। তাই প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) অপ্রয়োজনে বৃক্ষ নিধন করাকে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ 'যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে কুল বৃক্ষ কর্তন করবে, আল্লাহ তাকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন'।[৮]

হযরত আবুবকর (রাঃ) বৃক্ষ কর্তনের ব্যাপারে সাবধান করেছেন। যেমন তিনি ইয়াযীদ বিন আবি সুফিয়ানকে শামে প্রেরণের সময় বিনা প্রয়োজনে কোন ফলবান বৃক্ষ কর্তন করতে নিষেধ করেছিলেন (نَهَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ يَزِيدَ أَنْ يَّقْطَعَ شَجَرًا مُّثْمِرًا)।[৯]

(৭) বৃক্ষ নিধন আল্লাহ্‌র ক্রোধের কারণ :

যারা নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন করবে, তারা আল্লাহ্‌র ক্রোধের শিকার হবে। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ– 'যখন সে ফিরে যায় (অথবা নেতৃত্বে আসীন হয়), তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্য ও প্রাণী বিনাশের চেষ্টা করে। অথচ আল্লাহ অশান্তি পসন্দ করেন না' *(বাক্বারাহ ২/২০৫)*। সুতরাং আমরা যেন পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণী ধ্বংসের পাঁয়তারা করে আল্লাহ্‌র ক্রোধের শিকার না হই।

(৮) ইকোসিস্টেমের পরিমিতিতে বৃক্ষ :

আল্লাহ্‌র বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে পরিমিতভাবে সৃষ্টি হয়েছে বৃক্ষ। প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু বা বিষয়ের মধ্যেও আল্লাহ আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ বলেন, وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ– 'আর

৫. *বায়হাক্বী শো'আব হা/৩১৭৫; ছহীহুত তারগীব হা/৭৩।*
৬. *মুসলিম হা/১৫৫২ (১০); আহমাদ হা/১৩০২২।*
৭. *বুখারী হা/১৩১; মুসলিম হা/২৮১১।*
৮. *আবুদাঊদ হা/৫২৩৯; মিশকাত হা/২৯৭০; ছহীহাহ হা/১৬১৪।*
৯. *বায়হাক্বী হা/১৮৬১৬; তিরমিযী হা/১৫৫২, সনদ ছহীহ।*

পৃথিবীকে আমরা বিস্তৃত করেছি এবং তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি। আর সেখানে আমরা প্রত্যেক বস্তু উৎপন্ন করেছি পরিমিতভাবে' *(হিজর ১৫/১৯)*। আল্লাহ্র সৃষ্টিসমূহের মধ্যে বৃক্ষ এক অনন্য সৃষ্টি। এর রয়েছে বহুমুখী গুরুত্ব ও তাৎপর্য। বৃক্ষরাজি সহ সম্পূর্ণ ইকোসিস্টেমকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা আবশ্যক। কেননা তাতেই নিহিত রয়েছে গোটা প্রাণী জগৎ, ভৌত জগৎ এবং তাদের মিথস্ক্রিয়া। এখানে মানুষ একটি উপাদান মাত্র এবং তার কল্যাণের জন্যই প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেম অবশ্য প্রয়োজন। অন্যথা মনুষ্যজাতি নিজেও একদিন বিপন্ন ও বিলুপ্ত হয়ে পড়বে।

(৯) বৃক্ষরাজি ও প্রাণীজগত পরস্পর নির্ভরশীল :

বৃক্ষরাজি ও প্রাণীজগতের মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক। তাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। বিশেষ করে মানুষ ও উদ্ভিদের পরস্পরের জীবনোপকরণের জন্য একে অন্যের ওপর পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। আল্লাহ মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় আসীন করেছেন। আর জগতের সবকিছুই তিনি কোন না কোনভাবে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। বৃক্ষ বা তৃণলতাও মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃজিত হয়েছে। আল্লাহ নিজেই এর গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى، وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى– 'যিনি সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর বিন্যস্ত করেছেন। যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন। অতঃপর তাকে শুষ্ক-কালো বর্জ্যে পরিণত করেন' *(আ'লা ৮৭/২-৫)*। আল্লাহ এখানে বৃক্ষরাজি ও প্রাণীজগতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং পরিবেশের ভারসাম্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যা পৃথিবীর জন্য অত্যাবশ্যক।

পরস্পরের মাঝে সমন্বয় বিধানের তাৎপর্য :

আল্লাহ্র কোন সৃষ্টিকেই অমর্যাদা করা উচিত নয়। প্রয়োজন হ'ল তাকে যথার্থভাবে কাজে লাগানো। বৃক্ষরাজির পরিকল্পিত উৎপাদন ও ব্যবহারের ওপরই মানুষের বহু কল্যাণ নিহিত রয়েছে। পৃথিবীতে বৃক্ষের পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকলে অক্সিজেনের অভাবে একসময় মানুষের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হবে। এমনকি মানবজীবনের জন্য এটা অত্যন্ত ক্ষতিকর ও মারাত্মক বিপর্যয়কর হয়ে উঠতে পারে। উদ্ভিদ ও পরিবেশ বিজ্ঞানীরা এ আশঙ্কায়ই বৃক্ষ নিধনকে নিতান্ত ক্ষতির কারণ বলে উল্লেখ করেন এবং বৃক্ষরোপণের প্রতি যথার্থ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে আমরা এ ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বয় বিধানের দিকনির্দেশনা লাভ করি। আল্লাহ বলেন,

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ،... وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ–

'সূর্য ও চন্দ্র নির্ধারিত হিসাব মতে সন্তরণশীল। বস্তুতঃ তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্টিকুলের জন্য। যাতে রয়েছে ফলমূল ও আবরণযুক্ত খর্জুর বৃক্ষ। আর রয়েছে খোসাযুক্ত শস্যদানা ও সুগন্ধি গুল্ম। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে?' *(আর-রহমান ৫৫/৫, ১০-১৩)*।

এতে বুঝা যায় যে, মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্ররাজির নির্ধারিত কক্ষপথে আবর্তনের মাধ্যমে প্রাণীকুলের জন্য সৃজিত পৃথিবীর মাটিকে তৃণলতা ও বৃক্ষরাজির ফলমূল ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ অথবা পানির এ ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বয় বিধানের মাধ্যমে আল্লাহ জীবজগতকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আর তাই ইসলাম বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করে। সেকারণ ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির জন্য আমাদের ইসলামের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বৃক্ষরোপণ ও তার যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

(ক্রমশঃ)

মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর ব্যাপারে কিছু আপত্তি পর্যালোচনা

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

(২য় কিস্তি)

সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণসমূহ

(ক) ভুল হওয়া মানুষের স্বভাবজাত :

মানব জাতিকে ভুল এবং বিস্মৃতির উপরে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং ভুল হওয়া মানুষের স্বভাবজাত। পবিত্র কুরআনে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর মিথ্যার উপর যিদ করতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর সর্বোত্তম ভুলকারী তারাই, যারা সর্বাধিক তওবাকারী'।[১]

অতএব দীর্ঘ ৬০ বছর যাবৎ হাযার হাযার হাদীছ তাখরীজের ক্ষেত্রে আলবানীর কিছু ভুল প্রতিভাত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সেকারণে তিনি কোন বইয়ের নতুন সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে তা পুনরায় সম্পাদনা করতেন। অতঃপর কোন ভুল ধরা পড়লে তা সংশোধন করে দিতেন অথবা অন্য গ্রন্থে পরিবর্তিত মত উল্লেখ করতেন। যেমন ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ছহীহুত তারগীব ওয়াত-তারহীব গ্রন্থটি ১ম প্রকাশিত[২] হওয়ার পর পরবর্তী সংস্করণের ভূমিকায় আলবানী বলেন, ... এখানে গ্রন্থটি পর্যালোচনার আরেকটি কারণ হ'ল, মানুষকে ভুল ও বিস্মৃতির উপরেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সাথে সাথে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী মুসলিম উম্মাহ ভুল, বিস্মৃতি ও বাধ্যগত অবস্থায় যে গোনাহ করে থাকে, তা থেকে (কলম) উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাই এরূপ ভুল-ভ্রান্তি স্পষ্ট হ'লে তার উপর যিদ করা জায়েয নয়। সেকারণে আমার অভ্যাস হ'ল, যখনই কোন গ্রন্থে আমি আমার ভুল-ত্রুটি দেখতে পাই, তার টীকায় আমি তা অবহিত করি বা নতুন সংস্করণে তা সংশোধন করে দেই। আমার কোন গ্রন্থ পুনঃপ্রকাশিত হ'লেই আমি এরূপ করে থাকি। সুন্নাতের বিরোধিতা ও সেদিকে আহ্বানের ক্ষেত্রে কিছু পরিচিত প্রবৃত্তিপূজারী ও অপবাদ আরোপকারী এ থেকে সুবিধা ভোগ করলেও তা আমাকে এ শুদ্ধিকরণ থেকে পিছপা করতে পারেনি।[৩]

(খ) ইলম স্থবিরতাকে গ্রহণ করে না :

একথা সর্বজন বিদিত যে, জ্ঞান কখনো স্থবিরতাকে গ্রহণ করে না। বরং সর্বদা তা পরিশুদ্ধি, সংস্কার ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলে। আলবানী বলেন, আমি এ ব্যাপারে পরিতৃপ্ত যে, বিশুদ্ধ জ্ঞান কখনো স্থবিরতাকে গ্রহণ করে না। তাই অনেক লেখকের ব্যাপারে আমি বিস্মিত হই, যাদের বিশ বছর পূর্বে লিখিত বই এখনো প্রকাশ হচ্ছে। অথচ তাতে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন নেই। এটা কি ইলম! না আসমান থেকে নাযিলকৃত অহী! না এটা মানবীয় প্রচেষ্টা, যা ভুল হ'তে পারে সঠিকও হ'তে পারে?[৪]

বরং প্রকৃত আলেম কখনো সঠিক বিষয় জানার পর ভুলের উপর যিদ করেন না। আলবানী বলেন, এটা মানুষের স্বভাবগত বিষয় যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে জ্ঞানগত অক্ষমতা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، 'তাঁর জ্ঞানসমুদ্র হ'তে তারা কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না, কেবল যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*। তাই এটা খুবই স্বাভাবিক যে, একজন গবেষক যখন তার নিকটে নতুন কোন সিদ্ধান্ত সঠিক মনে হবে, তখন তিনি পূর্বে প্রদত্ত তার বিপরীত কোন ইজতিহাদ বা মতামতের উপর অনড় থাকবেন না। সেকারণে আমরা ওলামায়ে কেরামের গ্রন্থাবলীতে একজন ইমাম থেকে হাদীছ, রাবীগণের জীবনী, ফিক্বহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী মতামত খুঁজে পাই। বিশেষত ইমাম আহমাদের এরূপ পরস্পর বিরোধী বক্তব্য অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। ইমাম শাফেঈও এক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সেকারণ তাঁর মতামতের ক্ষেত্রে প্রাচীন ও আধুনিক বলে দু'টি মাযহাব প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অতএব কিছু সিদ্ধান্ত ও হুকুম-আহকামের ব্যাপারে আমার মত পরিবর্তন দেখে সম্মানিত পাঠকদের বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।[৫]

(গ) নতুন নতুন হাদীছ গ্রন্থের সন্ধান লাভ :

তাহক্বীক্ব ও তাখরীজের ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণা ও অধ্যবসায় যতই বৃদ্ধি পেয়েছে, ততই তিনি এমন এমন হাদীছ গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছেন, যা ইতিপূর্বে পাননি। সময়ের ব্যবধানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা অনেক পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে, যা অধ্যয়নে তিনি বিভিন্ন হাদীছের শাওয়াহেদ, মুতাবা'আত এবং একাধিক সূত্র খুঁজে পান। যার ভিত্তিতে অনেক হাদীছের ক্ষেত্রে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। আলবানী বলেন, ...এসব উৎসসমূহ আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আরেকটি কারণ। যা আমার পূর্বে কৃত তাহক্বীক্বের উপর আরো বিস্তৃত গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দেয়। ফলে আমি অনেক হাদীছের মুতাবা'আত, শাওয়াহেদ ও তুরুকের উপর নির্ভর করার সুযোগ লাভ করি। ইতিপূর্বে যেসব ক্ষেত্রে আমি মুনযিরী বা অন্যান্য মুহাদ্দিছের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত পেশ করেছিলাম। ...এসব নতুন উৎসসমূহের মধ্যে এমন অনেক তুরুক আমাকে হাদীছের গোপন ত্রুটিসমূহ উদঘাটনে সাহায্য করেছে, যেসব হাদীছকে তার সংকলনকারী বা অন্য কোন মুহাদ্দিছ শক্তিশালী বলেছেন।[৬]

---

১. *ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১।*
২. *জর্দান : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬ খ্রি.।*
৩. *ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, পৃ. ৪-৭।*
৪. *আলবানী প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, মাজাল্লাতুল বায়ান, (রিয়াদ, সঊদী আরব, রবীউল আখের, ১৪১১ হি), ৩৩শ সংখ্যা, পৃ. ১২।*
৫. *সিলসিলা যঈফাহ, ১/৪।*
৬. *তারাজু'উল আল্লামা আলবানী, ১/১৪ পৃ.।*

(ঘ) কারণবশত দ্রুততার সাথে তাখরীজ সম্পন্ন করা :

কোন কোন গ্রন্থ তাখরীজের ক্ষেত্রে অনিবার্য কারণবশত আলবানীকে দ্রুততার সাথে তাখরীজ সম্পন্ন করতে হয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে তিনি তুরুক ও শাওয়াহেদ অনুসন্ধানের দিকে গভীরভাবে নযর দিতে পারেননি। ফলে পরবর্তীতে সেগুলো পুনরায় পর্যালোচনার ক্ষেত্রে তিনি ত্রুটি-বিচ্যুতি খুঁজে পান এবং সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। যেমন মিশকাতুল মাছাবীহ-এর উপর কৃত তাঁর প্রথম তা'লীক্ব সম্পর্কে তিনি বলেন, মিশকাতুল মাছাবীহ-এর তা'লীক্ব রচনার সময় আমি তাদের কথায় ধোঁকায় পতিত হয়েছিলাম। কেননা বিশেষ অবস্থার চাহিদা মোতাবেক আমাকে দ্রুততার সাথে তা সম্পন্ন করতে হয়েছিল। যা আমাকে আমার নীতি অনুযায়ী হাদীছের তুরুকসমূহ নিয়ে গভীর অনুসন্ধানের সুযোগ দেয়নি।[৭]

(ঙ) হাসান সাব্যস্তের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিছদের মত পরিবর্তন নতুন কিছু নয় :

কোন হাদীছ হাসান সাব্যস্তের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিছগণের মাঝে বিস্তর মতবিরোধ দেখা যায়। বিশেষত হাসান লি গায়রিহী হাদীছের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিছদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনশীল হয়েই থাকে। কারণ হাসান হাদীছ ছহীহ ও যঈফ-এর মধ্যবর্তী হুকুম সম্বলিত। একই হাদীছকে কখনো তারা হাসান বলেছেন, কখনো তাকে যঈফের সীমারেখা থেকে বের করতে অক্ষম হয়েছেন। তাই ছহীহ ও যঈফ হাদীছ থেকে হাসান হাদীছ পৃথক করা ইলমে হাদীছের সবচেয়ে কঠিন ও সূক্ষ্ম বিষয়। বিশেষত রাবীর দুর্বলতার পরিমাণ নির্ধারণ করতে হাদীছ বিশারদগণের অনেক কষ্ট পোহাতে হয় এবং দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে হয়। সেকারণে আহলে ইলমগণ বলে থাকেন যে, এটা এমন একটি বিষয় যে ব্যাপারে পরিতৃপ্ত হওয়া যায় না। ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন, হাসান-এর ব্যাপারে তুমি কখনোই পরিতৃপ্ত হবে না। এমনকি আমি নিজেও এ ব্যাপারে হতাশায় নিমজ্জিত হই। কত হাদীছের ক্ষেত্রে হাফেযগণ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করেছেন যে, হাদীছটি হাসান, যঈফ না-কি ছহীহ? এমনকি কোন হাফেয একটি হাদীছ সম্পর্কে স্বীয় ইজতিহাদ পরিবর্তন করে একবার তাকে যঈফ বলেছেন, তারপর তাকে ছহীহ এবং আরেকবার তাকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন।[৮]

এ ব্যাপারে আলবানী বলেন, অধিকাংশ হাসান হাদীছের হুকুমের ব্যাপারে হাফেযগণ মতভেদ করেছেন। কারণ হ'ল-হাদীছের দুর্বলতার পরিমাপ কেন্দ্রিক মতভেদ। এমনকি এক্ষেত্রে একজন মুহাদ্দিছের একাধিক মতও পাওয়া যায়। যেমন একটি হাদীছকে প্রথমে তিনি হাসান সাব্যস্ত করেছেন, কিন্তু পরবর্তীতে হাদীছটির দুর্বলতার দিকগুলো তাঁর নিকটে শক্তিশালী গণ্য হওয়ায় তা যঈফ সাব্যস্ত করেছেন। ইলমে হাদীছের গবেষণায় যারা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন তারা এর বাস্তবতার ব্যাপারে অবগত আছেন।[৯]

অন্যত্র তিনি বলেন, একই হাদীছের ক্ষেত্রে গবেষকের অন্তরে কখনো হাসান আবার কখনো তা যঈফ হিসাবে প্রতিভাত হয়। বিশেষত হাসান লি গায়রিহী এবং হাসান লি যাতিহী হাদীছ সম্পর্কে বলা যায় যে, এটি ইলমে হাদীছের সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও কঠিন বিষয়। কেননা এটা এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে ওলামায়ে কেরাম রাবীদের ক্ষেত্রে মতবিরোধ করেছেন। কোন রাবীকে কেউ ছিক্বাহ সাব্যস্ত করেছেন, কেউ যঈফ বলেছেন। ফলে একটি সিদ্ধান্তকে অন্য সিদ্ধান্তসমূহের উপর প্রাধান্য দেওয়া বা উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এমন আলেমের পক্ষেই সম্ভব হয়, যিনি উছূলে হাদীছ ও তার নীতিমালা সম্পর্কে সমধিক অবগত। যিনি জারহ-তা'দীল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন। যিনি জীবনের একটি দীর্ঘ সময় তাখরীজ গ্রন্থসমূহ থেকে ফায়েদা গ্রহণ করে বিষয়টি চর্চা করেছেন। যিনি কঠোরপন্থী, মধ্যপন্থী ও নরমপন্থী মুহাদ্দিছদের সম্পর্কে অবগত হয়ে এবং বাড়াবাড়ি বা অবহেলার মধ্যে পতিত না হয়ে জারহ ও তা'দীলের ইমামদের সমালোচনা করেন। আর এটাই হ'ল কঠিনতম বিষয়। অল্প সংখ্যক মানুষই এক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করতে পারে এবং যথার্থ ফলাফল লাভে ধন্য হয়। সেকারণে হাদীছ গবেষণার এই অভিজ্ঞানটি ওলামায়ে কেরামের মাঝে বিরল হয়ে পড়েছে। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার রহমত লাভের জন্য নির্ধারণ করে থাকেন।[১০]

(চ) সত্যের দিকে ফিরে আসা সালাফে ছালেহীনের নীতি :

সত্য প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে ভুল থেকে ফিরে আসা একজন আলেমের ন্যায়পরায়ণতা ও আমানদারিতার অন্যতম দলীল। সালাফে ছালেহীন এপথেই পরিচালিত হয়েছেন। হাদীছ শাস্ত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র যেমন ছহীহ বুখারীর ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ), ছহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নববী (রহঃ), মুস্তাদরাক হাকেমের মুহাক্কিক ইমাম যাহাবী (রহঃ), ইবনু হিব্বান (রহঃ) প্রমুখ খ্যাতিমান মুহাদ্দিছগণের তাহক্বীক্বে এরূপ মত পরিবর্তনের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।

যেমন হাফেয ইবনু হাজার স্বীয় তালখীছুল হাবীরে রাবী হোসাইন হুবরানীর অপরিচিতির কারণে مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ، 'যে ব্যক্তি চোখে সুরমা লাগায়, সে যেন বেজোড় সংখ্যক লাগায়। যে এরূপ করল সে ভাল কাজ করল। আর যে করল না, তাতে কোন দোষ নেই' মর্মে বর্ণিত মারফূ' হাদীছটিকে ত্রুটিযুক্ত সাব্যস্ত করেছেন।[১১] আবার একই হাদীছকে তিনি স্বীয় ফাৎহুল বারীতে হাসান সাব্যস্ত করেছেন।[১২] একইভাবে فِيهِ رِجَالٌ

৭. *সিলসিলা ছহীহাহ, ১/২০০ পৃ.।*
৮. *ইবনু হাজার, নুযহাতুন নাযার, পৃ. ৯১-৯২।*
৯. *সিলসিলা যঈফাহ, ১৩/১০৭৭ পৃ.।*
১০. *ইরওয়াউল গালীল, ৩/৩৬৩ পৃ.; আদ-দুরার ফী মাসাইলিল মুছত্বলাহি ওয়াল আছার, পৃ. ২৭।*
১১. *ইবনু হাজার, আত-তালখীছুল হাবীর (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৯ খ্রি.), ১/৩০১-৩০২ পৃ.।*
১২. *ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী, ১/২০৬ পৃ.।*

يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا আয়াত দ্বারা ক্বোবাবাসীকে বুঝানো হয়েছে মর্মে বর্ণিত রেওয়ায়াতটিকে তিনি তালখীছুল হাবীরে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন।[১৩] কিন্তু ফাৎহুল বারীতে ছহীহ বলেছেন।[১৪]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর ফিক্বহী সিদ্ধান্তাবলীর ক্ষেত্রে দু'টি মাযহাব প্রসিদ্ধ। একটি ক্বাদীম বা পুরাতন, যা তিনি মিসরে গমনের পূর্বে প্রদান করেন। অন্যটি জাদীদ বা নতুন, যা তিনি মিসরে গমনের পরে প্রদান করেন। নতুন ও পুরাতন মাসআলার মধ্যে অনেক বিরোধ রয়েছে। এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, মিসরে অবস্থানকালে তিনি নতুনভাবে বহু হাদীছ ও আছার সম্পর্কে অবগত হন, যা তিনি ইতিপূর্বে অবগত ছিলেন না। একই সাথে তিনি ইমাম আওযাঈর ফিক্বহ সম্পর্কে অবগত হন। ফলে স্বীয় নীতি 'ছহীহ হাদীছ পাওয়া গেলে সেটাই আমার মাযহাব'-এর আলোকে শক্তিশালী ও অগ্রাধিকারযোগ্য দলীলের ভিত্তিতে নতুন নতুন সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।[১৫]

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) স্বীয় ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, وَيْحَكَ يَا يَعْقُوْبُ! لَا تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّيْ، فَإِنِّيْ قَدْ أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمَ وَأَتْرُكُهُ غَدًا، وَأَرَى الرَّأْيَ غَدًا وَأَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ– 'তোমার জন্য আফসোস হে ইয়াকুব (আবূ ইউসুফ)! তুমি আমার থেকে যা শোন তাই লিখে নিও না। কারণ আমি আজ যে সিদ্ধান্ত প্রদান করি, কাল তা প্রত্যাখ্যান করি এবং কাল যে সিদ্ধান্ত প্রদান করি, পরদিন তা প্রত্যাখ্যান করি'।[১৬]

তাই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের মাধ্যমে শায়খ আলবানী একদিকে যেমন ইলমী আমানত রক্ষায় পূর্ণ ইখলাছের পরিচয় দিয়েছেন, অন্যদিকে পূর্ববর্তী মুহাদ্দেছীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।[১৭]

সারকথা :

চিন্তা ও গবেষণার ক্ষেত্রে মানুষকে দুর্বল হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের বয়স বৃদ্ধি ও গবেষণার উৎকর্ষের সাথে সাথে চিন্তা-চেতনা, জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর তাহক্বীক্বী ময়দানে গবেষকদের জন্য ইলমে হাদীছের জ্ঞান ভাণ্ডার সীমাহীন। তাই গবেষণা যত বৃদ্ধি পায়, তাহক্বীক্ব যত পূর্ণতা পায়, সূক্ষ্মতা ও নির্ভুলতার মান ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। একারণেই তাখরীজের ইজতিহাদী ময়দানে শায়খ আলবানীসহ অন্যান্য বিদ্বানগণের মতামত সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তন হয়েছে। এটা দোষের কিছু নয়। বরং ভুল প্রতিভাত হওয়ায় মত পরিবর্তন করা বিদ্বানদের তাক্বওয়া, ন্যায়পরায়ণতা ও ইলমী দায়বদ্ধতার অন্যতম দলীল।

প্রখ্যাত আলেম, সঊদী আরবের রাষ্ট্রীয় ফৎওয়া বিভাগের সদস্য শায়খ বকর আবু যায়েদ রাবী ছালেহ বিন বাশীর আল-মুর্রী সম্পর্কে বলেন, ইমামদের মত অনুযায়ী তিনি মাতরূকুল হাদীছ। যদিও তিনি পরহেযগার ও দুনিয়াবিমুখ ছিলেন। আর মাতরূক রাবীর বর্ণনা শাওয়াহেদ ও মুতাবা'আতের ক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্য নয়। শায়খ আলবানী সিলসিলা যঈফাহ-তে (১/২১৪, ৩০৯) এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন। তবে এটা মিশকাতের (১/৩৬, হা/৯৮) তা'লীক্বে প্রদত্ত তাঁর সিদ্ধান্তের বিপরীত। সেখানে তিনি উক্ত রাবীর হাদীছ ই'তিবারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন এবং এর সহযোগিতায় হাদীছ 'হাসান' সাব্যস্ত করেছেন। আহলে ইলমের নিকটে এটা কোন দোষের নয়। বরং এটি বিভিন্ন ফিক্বহী বিষয়াদি, হাদীছের হুকুম বর্ণনা, রাবীর অবস্থা ইত্যাদি বর্ণনায় একজন ইমাম থেকে পরস্পর বিরোধী একাধিক মত প্রকাশের ন্যায়। যেমন দেখা যায়, হাফেয যাহাবী ও ইবনু হাজারের ক্ষেত্রে। যাহাবীর কাশিফ ও মুগনী গ্রন্থের মধ্যে এবং ইবনু হাজার (রহঃ)-এর তাক্বরীব, তালখীছ ও ফাৎহুলবারীর মধ্যে তুলনা করলে এরূপ অনেক পরিবর্তিত মত সম্পর্কে জানা যাবে। এক্ষেত্রে বহুবিধ ওযর বিদ্যমান। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) রচিত 'রাফ'উল মালাম' গ্রন্থে।[১৮]

ড. মুহাম্মাদ বিন ওমর বাযমূল বলেন, বাস্তবতা হ'ল এরূপ মতপরিবর্তন কখনোই স্ববিরোধিতা নয়। বরং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের কারণে হুকুম পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। প্রথমে যে দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে তিনি হাদীছটির হুকুম পেশ করেছিলেন, সে মোতাবেক তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত পেশ করেছিলেন। আবার নতুন যে দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে তিনি পরবর্তী সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন, তদনুযায়ীও তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। তারপরেও কি এটা স্ববিরোধিতা বলে গণ্য হবে? কখনোই নয়। বরং এর পিছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে। (১) কিছু হাদীছের ব্যাপারে তিনি যে সূত্রের ভিত্তিতে হুকুম পেশ করেছিলেন, পরবর্তীতে অন্য আরো সূত্রের সন্ধান পেয়েছেন। (২) কিছু হাদীছের রাবীর অবস্থার ব্যাপারে অগ্রগণ্য মত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন। অতঃপর সেই রাবীর ব্যাপারে তাঁর ইজতিহাদ পরিবর্তন হওয়ায় মূল হাদীছের হুকুমও পরিবর্তন হয়েছে। (৩) কিছু হাদীছের ব্যাপারে তিনি প্রথমে কোন 'ইল্লত খুঁজে পাননি। কিন্তু পরে তা নযরে এসেছে।

---

১৩. *আত-তালখীছুল হাবীর, ১/৩২৩।*
১৪. *ফাৎহুল বারী, ৭/২৪৫।*
১৫. *ড. লামীন আন-নাজী, আল-ক্বাদীম ওয়াল জাদীদ ফী ফিক্বহিশ শাফেঈ, (রিয়াদ : দারু ইবনিল ক্বাইয়িম, ১ম প্রকাশ ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ১/৩৫০; ড. আকরাম ইউসুফ 'উমার আল-ক্বাওয়াসিমী, আল-মাদখাল ইলা মাযহাবিল ইমামিশ শাফেঈ (আম্মান : দারুন নাফাইস, ১ম প্রকাশ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৩০৭।*
১৬. *ড. অছিউল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আব্বাস, আত-তাক্বলীদ ওয়া হুকমুহূ ফী যুইল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ (কায়রো : মাকতাবাতুল ইস্তিকামাহ, ১ম প্রকাশ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ২০।*
১৭. *আলী হালাবী, আল-আনওয়ারুল কাশিফাহ লি তানাকুযাতিল খাসসাফিয যাএকাহ (যারক্বা, জর্দান : দারুল আছালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ২১-২২।*
১৮. *ড. বকর ইবনু আব্দিল্লাহ আবী যায়েদ, আল-আজবাউল হাদীছিইয়াহ (রিয়াদ : দারুল 'আছেমাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ২৬১।*

(৪) কোন ক্ষেত্রে তিনি কোন সনদ বা মতনকে ইল্লতযুক্ত মনে করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে অন্য তুরুকের ভিত্তিতে উক্ত ইল্লত দূরীভূত হয়েছে। (৫) কিছু হাদীছের শাহেদ বা মুতাবি‘ সম্পর্কে প্রথমে জানতেন না। কিন্তু পরে তা জেনেছেন।[১৯]

গবেষক ড. মু‘ঈদ আল-জা‘ফর বলেন, ‘আলবানী কোন কোন হাদীছের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে একই হাদীছের ব্যাপারে তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন। এটাকে আমরা তাঁর জ্ঞান ও যোগ্যতার ক্রমবিকাশ বলতে পারি। সেকারণে কেউ যদি কোন হাদীছের ব্যাপারে আলবানীর সঠিক সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবে জানতে চায়, তার জন্য প্রকাশনার তারিখ অনুযায়ী শায়খ আলবানীর গ্রন্থরাজির উপর পূর্ণ জ্ঞান থাকা যরূরী’।[২০]

সর্বোপরি শায়খ আলবানী তাহক্বীক্বের ময়দানে যে একনিষ্ঠ খেদমত পেশ করেছেন, তা তাকে সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতার স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু মতপরিবর্তনের পরেও তিনি যে কোন ভুল করেননি তা নয়। আর কেনই বা হবে না! তিনি তো উম্মতের বিদ্বানদের মধ্যে যারা বিপুল পরিমাণ সনদ নিয়ে কাজ করেছেন তাদের অন্যতম! বরং পরবর্তীতেও তথা আধুনিক যুগের মুহাদ্দিছদের মধ্যে তাঁর মত এত বেশী সংখ্যক হাদীছের বিশুদ্ধতা বা দুর্বলতা আর কেউ যাচাই করেননি। তাই বিস্তর এই গবেষণাকর্মের মধ্যে কিছু ভুল থাকাই স্বাভাবিক।[২১] অনেক গবেষক তা নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং করছেন এবং পাঠকের উপকারার্থে তা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে একই সাথে তারা এ মন্তব্যও করেছেন যে, তাঁর যেসব অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি তুলে ধরা হ’ল তা হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর অনন্য খেদমতের তুলনায় বিশাল সমুদ্রের মাঝে এক ফোঁটা পানি সদৃশ।[২২]

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আব্দুল মুহসিন আব্বাদ বলেন, ‘আলবানী (রহঃ)-এর কিছু চিন্তাধারাকে আমরা ভুল হিসাবে গণ্য করি। কিন্তু তার সঠিক সিদ্ধান্তের সাগরে তা নিমজ্জিত হয়ে গেছে। সুন্নাতে রাসূলের খেদমতের মাধ্যমে তার দ্বারা মুসলমানদের জন্য যে কল্যাণ অর্জিত হয়েছে, তার ব্যাপকতায় তা হারিয়ে গেছে। এছাড়া যেসব ক্ষেত্রে তিনি ভুলের মধ্যে পতিত হয়েছেন বলে আমরা মনে করি, সেক্ষেত্রে মুজতাহিদ হিসাবে স্বীয় ইজতিহাদের জন্য তিনি নেকী পাবেন’।[২৩]

অভিযোগ নং ২ : আলবানী প্রচলিত আমলসমূহের বিপরীতে একক সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন :

একদল মানুষ অভিযোগ করেন, আলবানী মানুষের মাঝে ব্যাপক প্রচলিত বিভিন্ন আমলের ব্যাপারে একতরফা বিরোধিতা করেছেন এবং বিভিন্ন মাসআলার ক্ষেত্রে কোন হাদীছকে ছহীহ বা যঈফ সাব্যস্ত করে অনেক শায বা অপ্রচলিত সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।

উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আলবানীর মাধ্যমে মানুষের মাঝে অপ্রচলিত অনেক সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করেছেন।[২৪] এক্ষণে জানা আবশ্যক যে, শায কাকে বলে? শায-এর সীমারেখা কি?

এ ব্যাপারে ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, ‘শুযূয হওয়ার সীমারেখা হ’ল, হকের বিপরীত হওয়া। যে ব্যক্তি কোন মাসআলার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মাসআলার বিরোধিতা করবেন, তিনি সে ক্ষেত্রে শায। যদিও দুনিয়ার সকল মানুষ বা অধিকাংশ মানুষ তার পক্ষে থাকে। জামা‘আত বলতে এককথায় বলা যায়, যারা সত্যের অনুসারী। সেটা যদি একজনও হয় তবুও তিনিই জামা‘আত। সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন আবুবকর ও খাদীজা (রাঃ)। তাই তারাই একটি জামা‘আত। তখন রাসূল (ছাঃ) ও উক্ত দু’জন ব্যতীত দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ছিল শায ও বাতিল ফিরক্বার অন্তর্ভুক্ত। আমরা যা বললাম সে ব্যাপারে বিদ্বানদের মাঝে কোন মতভেদ নেই’।[২৫]

অতএব একজন আলেম একদল আলেমের বিপরীত সিদ্ধান্ত দিলেই সেটা তাফাররুদ (বিচ্ছিন্ন মত) হবে, একথা সঠিক নয়। একইভাবে মানুষের মাঝে প্রচলিত কোন আমলের বিরোধিতা করলেই সেটা শায গণ্য হবে না। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) থেকে বর্ণিত এমন অনেক ফৎওয়া রয়েছে, যা তিনি একক ভাবে প্রদান করেছেন। একইভাবে ইমাম মালিকের অনেক সিদ্ধান্ত তাঁর থেকে এককভাবেই বর্ণিত হয়েছে। একইভাবে বর্ণিত হয়েছে ইমাম আহমাদ ও শাফেঈ (রহঃ) থেকে।

হাফেয আবুবকর ইবনু আবী শায়বাহ স্বীয় ‘আল-মুছান্নাফ’ গ্রন্থে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন, যার শিরোনামে লিখেছেন, ‘ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর খণ্ডন : ঐসকল হাদীছের বর্ণনা যেগুলিতে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের বিপরীত মত পোষণ করেছেন’ (كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ هَذَا مَا خَالَفَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ الْأَثَرَ الَّذِي جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)।[২৬]

লাইস ইবনু সা‘দ (রহঃ) বলেন, أَحْصَيْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ سَبْعِينَ مَسْأَلَةً، كُلُّهَا مُخَالِفَةٌ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

১৯. *আল-ইনতিছার লি আহলিল হাদীছ, পৃ. ২১৪-১৫।*
২০. *Contribution of Shaykh Nāṣir al-Dīn al-Albanī to ḥadīth literature, P. 347.*
২১. *যাকারিয়া ইবনু গোলাম ক্বাদের, আলবানী ওয়া মানহাজুল আইম্মাতিল মুতাক্বাদ্দিমীন ফী ইলমিল হাদীছ, পৃ. ২৭৭।*
২২. *শায়খ আব্দুল্লাহ আদ-দুওয়াইশ, তানবীহুল ক্বারী লি তাকবিয়াতি মা যা‘আফাহুল আলবানী (আল-কাছিম : দারুল আয়লান, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০ খ্রি.), ভূমিকা দ্র.; ফাহাদ বিন আব্দুল্লাহ আস-সুনাইদ, আল-ই‘লাম মা খুফিয়া আলাল ইমাম (কায়রো : মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ খ্রি.), ভূমিকা দ্র.।*
২৩. *আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, ফী রাহীলিল আল্লামা আল-মুহাদ্দিছ; কাবযুল ইলম বি মাওতিল ওলামা (মাজাল্লাতুল আছালা, আম্মান, জর্দান, ৪র্থ বর্ষ, সংখ্যা ২৩, শা‘বান, ১৪২০ হি.), পৃ. ১৪।*
২৪. *হায়াতুল আলবানী ওয়া আছারুহু, পৃ. ৪৮৩।*
২৫. *ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম (বৈরূত : দারুল আফাকিল জাদীদাহ, তাবি), পৃ. ৫/৮৭।*
২৬. *আবুবকর ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছান্নাফ, (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি.), পৃ. ৭/২৭৭।*

وَسَلَّمَ مِمَّا قَالَ فِيْهَا بِرَأْيِهِ، ‘আমি ইমাম মালিক বিন আনাস-এর এমন ৭০টি মাসআলা গণনা করেছি, যার সবগুলোই রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত বিরোধী। যে মাসআলাগুলো তিনি স্বীয় মতামতের ভিত্তিতে প্রদান করেছেন’।[২৭]

অথচ এটাকে কোন বিদ্বান তাদের দোষ হিসাবে গণনা করেননি, তাদের মর্যাদার ক্ষতি হিসাবে গ্রহণ করেননি। তাদেরকে শায বা তাফাররুদ সিদ্ধান্ত প্রদানের দোষে অভিযুক্ত করা হয়নি। উপরোক্ত ইমামগণের উক্ত মুখালাফার ক্ষেত্রে তাদের ওযর রয়েছে। যা ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) স্বীয় ‘রাফ‘উল মালাম ‘আন আইম্মাতিল আ‘লাম’ গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।[২৮]

এক্ষণে সুন্নাহ্র বিপরীত সিদ্ধান্ত প্রদান করা সত্ত্বেও যদি উক্ত ইমামগণকে দোষী সাব্যস্ত করা না যায়, তাহ’লে সমাজে প্রচলিত আমলের বিরোধিতার কারণে আলবানীকে দোষী বা শায সাব্যস্ত করা হবে কেন? বিশেষত প্রচলিত কোন আমলের পক্ষে দলীল না পাওয়ার কারণে অথবা বিপক্ষে দলীল পাওয়ার কারণে যদি তিনি তাঁর বিরোধিতা করে থাকেন, তাহ’লে কি তাকে গায়ের ফক্বীহ, শায, মুতাফার্রিদ ইত্যাদি অভিযোগ দ্বারা অভিযুক্ত করা যাবে? কখনোই নয়।

মুহাম্মাদ ইবনু ওযযা (রহঃ) পূর্ববর্তী কিছু বিদ্বান থেকে নকল করে বলেন, ‘আজকের দিনে এমন কিছু আমল বহু মানুষের নিকটে নেক আমল বলে গৃহীত। অথচ তা পূর্ববর্তীদের নিকটে মুনকার বা প্রত্যাখ্যাত ছিল! ... প্রত্যেক বিদ‘আতই সুন্দর ও চাকচিক্যময় হয়ে থাকে।[২৯]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, ‘সা‘ঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (মৃ. ৯৪ হি.) বলেছেন, ‘ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) আঙ্গুলের গুরুত্ব বিবেচনায় ইবহাম বা বুড়ো আঙ্গুলের জন্য ১৫, তার পাশেরটির জন্য ১০, মধ্যমার জন্য ১০, তার পাশেরটির জন্য ৯ এবং খিনছার বা কড়ে আঙ্গুলের জন্য ৬ দিরহাম রক্তমূল্য নির্ধারণ করেন। কেননা ওমর (রাঃ) এটা জানতেন যে রাসূল (ছাঃ) হাতের রক্তমূল্য ৫০ দিরহাম নির্ধারণ করেছেন। আর হাতের আঙ্গুল সৌন্দর্য ও উপকারিতা বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন। তাই তিনি হাতের দিয়তের ভিত্তিতে তার প্রত্যেকটি অংশের উপর পৃথক পৃথক হুকুম প্রদান করেছিলেন।[৩০]

কিন্তু পরে যখন তিনি ইয়ামনের অধিবাসী আমর ইবনু হাযম পরিবারের নিকট হ’তে রাসূল (ছাঃ)-এর লিখিত ফরমান অবগত হ’লেন এই মর্মে যে, রক্তমূল্যের ক্ষেত্রে প্রত্যেক আঙ্গুলের গুরুত্ব সমান। হাত বা পায়ের প্রত্যেকটি আঙ্গুলের বিনিময়ে রক্তমূল্য হ’ল দশটি করে উট’ (فِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ)।[৩১]

সা‘ঈদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন, ‘এ হাদীছ শোনার পর ওমর (রাঃ) স্বীয় সিদ্ধান্ত হ’তে প্রত্যাবর্তন করলেন। কাযী শুরাইহ-এর নিকটে একদা একজন এসে বলল, ‘বুড়ো আঙ্গুল ও কড়ে আঙ্গুলের মূল্য কি সমান হ’তে পারে? কাযী শুরাইহ তখন কঠোর ভাষায় বললেন, وَيْحَكَ إِنَّ السُّنَّةَ منعت الْقيَاس اتبع وَلَا تبتدع، ‘তোমার ধ্বংস হৌক! হাদীছ যাবতীয় ক্বিয়াসকে প্রতিরোধ করে। তুমি কেবল অনুসরণ করে যাও, বিদ‘আতী হয়ো না’।[৩২]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, وفي الحديث دلالتان: أحدهما: قبول الخبر، والآخر: أن يُقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمضي عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا ‘উক্ত ঘটনা দু’টি বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করে। (১) হাদীছ গ্রহণ (২) হাদীছ সঠিকভাবে প্রমাণিত হ’লেই তা গ্রহণ করা, যদিও তার উপর ইমামদের কোন আমল জারি না থাকে’।[৩৩] অতএব মানুষের মাঝে কোন আমলের প্রচলন বিশুদ্ধ দলীলের উপর ভিত্তিশীল কোন সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যানের কারণ হ’তে পারে না।

অতএব আলবানীসহ কোন বিদ্বান যদি বিশুদ্ধ দলীলের ভিত্তিতে মৃত কোন সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করেন, তখন আমলকারীদের কর্তব্য হবে, উক্ত সুন্নাতের পক্ষে পেশকৃত দলীল কতটুকু গ্রহণযোগ্য সেটা জানা। যদি তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়, তবে তার উপর আমল করাই হবে সুন্নাতে রাসূলের প্রতি নিরঙ্কুশ ভালোবাসার প্রকৃত পরিচয়।

আর যদি তা সুন্নাতের পরিপন্থী এবং মুসলিম উম্মাহ্র ইজমা বিরোধী প্রমাণিত হয়, তবে সে ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সকল বিদ্বানের মত তাঁর মতটিও গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং কোন বিষয়ে একক বা শায সিদ্ধান্ত হ’লেই যে তা সুন্নাতবিরোধী হবে, একথা সঠিক নয়।

অভিযোগ নং ৩ : আলবানী মুহাদ্দিছ, কিন্তু ফক্বীহ নন :

শায়খ আলবানীর ব্যাপারে যেসব বিদ্বান এরূপ বলেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হ’লেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ শু‘আইব আরনাঊত্ব। তিনি আলবানী সম্পর্কে বলেন, ‘ফিক্বহ তাঁর বিষয়ই নয়’।[৩৪] একইভাবে বলেছেন শায়খ আলী তানতাবী।[৩৫]

এর জবাবে বলা যায়, ইলমে হাদীছের ময়দানে শায়খ আলবানীর সার্বিক দক্ষতা এবং গভীর পর্যবেক্ষণশক্তি তাঁর

---

২৭. *ইউসুফ ইবনু আব্দিল্লাহ আল-কুরতুবী, জামি‘উ বায়ানিল ‘ইলমি ওয়া ফাযলিহী, (রিয়াদ : দারু ইবনিল জাওযী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ২/১০৮০।*

২৮. *তাকীউদ্দীন ইবনু তায়মিয়াহ, ‘রাফ‘উল মালাম ‘আন আইম্মাতিল আ‘লাম (আর-রিআসাতুল ‘আম্মাহ লি ইদারাতিল বুহূছিল-‘ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৩ হি.), পৃ. ৯-৩৩।*

২৯. *ইবনু ওযযা‘ কুরতুবী, আল-বিদ‘উ ওয়ান নাহী ‘আনহা, (কায়রো : মাকতাবাতু ইবনি তায়মিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৬ হি.), পৃ. ২/৮৮।*

৩০. *মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ-শাফেঈ, আর-রিসালাহ (মিসর : মাকতাবাতুল হালবী, ১ম প্রকাশ, ১৯৪০ হি.), পৃ. ৪২০।*

৩১. *নাসাঈ হা/৪৮৫৩; ইরওয়াউল গালীল হা/২২৭৩, সনদ ছহীহ।*

৩২. *বুখারী ৯/৮, হা/৬৮৯৫।*

৩৩. *আর-রিসালাহ, পৃ. ৪২০।*

৩৪. *আল্লামা শায়খ শু‘আইব আল-আরনাঊত্ব; সীরাতুহূ ফী ত্বলাবিল ‘ইলমি ওয়া জুহূদুহূ ফী তাহক্বীক্বিত তুরাছ, পৃ. ২০৮।*

৩৫. *ইমাম আলবানী : শায়খুল ইসলাম ওয়া ইমামি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ ফী ‘উয়ূনি আ‘লামিল ‘উলামা ওয়া ফুহূলিল উদাবা, পৃ. ২৫৬।*

লেখনী ও সমসাময়িক বিদ্বানগণ কর্তৃক স্বীকৃত। সেইসাথে তাঁর হাদীছভিত্তিক ফিক্বহ ও দিরায়াত সকলের নিকটে সমাদৃত। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'আছ-ছামারুল মুসতাত্বাব ফী ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব' ফিক্বহুল হাদীছের ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অনুরূপভাবে 'আত-তালীক্বাতুল মারযিয়াহ 'আলার রওযাতিন নাদিয়াহ', আহকামুল জানায়েয, ছিফাতু ছালাতিন নাবী (ছাঃ), তামামুল মিন্নাহ, আত-তা'লীক্বাতু 'আলা সুবুলিস সালাম, আদাবুয যিফাফ ইত্যাদি গ্রন্থগুলোও তাঁর ফিক্বহ ও ইজতিহাদী দক্ষতার প্রমাণ বহন করে। সিলসিলা ছহীহাহ ও সিলসিলা যঈফাহ গ্রন্থের বহু স্থানে তিনি হাদীছের ফিক্বহ ও ফাওয়াইদ তুলে ধরেছেন। নিঃসন্দেহে তাঁর ফিক্বহের আলোচ্য বিষয় ছিল হাদীছভিত্তিক ফিক্বহ, ফক্বীহদের ন্যায় রায় ভিত্তিক ফিক্বহ নয়।

বস্তুতঃ আহলুর রায়গণ বরাবরই আহলুল হাদীছদের উপর ফিক্বহী জ্ঞান না রাখার এ অভিযোগ উত্থাপন করে থাকেন। আলবানীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ মূলতঃ সে কথারই প্রতিধ্বনি। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের প্রসিদ্ধ ইমাম, দশ লক্ষ হাদীছের হাফেয ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ)-কে একই অপবাদ দেওয়া হয়েছিল। সেসময় একদল লোক তাঁর ব্যাপারে বলেছিল, أحمد ليس بفقيه، ولكنه محدث 'আহমাদ ফক্বীহ নন, তবে তিনি মুহাদ্দিছ।[৩৬]

ইমাম যাহাবী সেদিকে ইঙ্গিত করে বলেন, 'আহলুর রায়, মু'তাযিলা প্রমুখ লোকেরা বলে থাকে যে, من أحمد وما ابن المديني وأي شيء أبو زرعة وأبو داود هؤلاء محدثون ولا يدرون ما الفقه ما أصوله ولا يفقهون الرأي، 'আহমাদ (বিন হাম্বল) কে? ইবনুল মাদীনী, আবু যুর'আহ, আবূদাঊদ কে? তারা তো মুহাদ্দিছ। তারা তো জানে না ফিক্বহ কি? উছূল কি? তারা তো (ফক্বীহদের) মতামত অনুধাবন করে না'।[৩৭]

ইমাম ওয়াকী' ইবনুল জার্রাহ বলেন, একদা ইমাম আবু হানীফার সাথে সাক্ষাৎ হ'ল। তিনি আমাকে বললেন, যদি আপনি হাদীছ লেখা ছেড়ে ফিক্বহের জ্ঞান হাছিল করেন তাহ'লে সেটিই কি উত্তম হবে না? ওয়াকী' বললেন, কেন, হাদীছ কি পূর্ণাঙ্গ ফিক্বহ নয়? তখন তিনি বললেন, আচ্ছা বলুন তো একজন নারী গর্ভধারণের দাবী করছে, কিন্তু তার স্বামী তা অস্বীকার করছে; তাহ'লে এর সমাধান কি হবে? তখন ইমাম ওয়াকী' এ ব্যাপারে স্বীয় সনদে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীছ বর্ণনা করলেন যে, এমতাবস্থায় রাসূল (ছাঃ) লি'আনের হুকুম দিয়েছেন। অতঃপর ইমাম আবু হানীফা প্রস্থান করলেন। এরপর থেকে তিনি আমাকে যে রাস্তায় আসতে দেখতেন, সে রাস্তা ত্যাগ করে অন্য রাস্তা ধরতেন।[৩৮]

ইমাম ওয়াকী' তাই বলতেন, يَا فَتَيَانُ تَفَهَّمُوْا فِقْهَ الْحَدِيثِ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تَفَهَّمْتُمْ فِقْهَ الْحَدِيْثِ لَمْ يَقْهَرْكُمْ أَهْلُ الرَّأْيِ، 'হে যুব সম্প্রদায়! তোমরা হাদীছের ফিক্বহ বুঝার চেষ্টা কর। যদি তোমরা এটা বুঝতে সক্ষম হও তাহ'লে আহলুর রায়গণ তোমাদের উপর বিজয়ী হ'তে পারবে না'।[৩৯]

পাকিস্তানের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খ ইরশাদুল হক আছারী বলেন, 'আল্লামা আলবানীর ফৎওয়াসমগ্র প্রায় ত্রিশ খণ্ডে প্রকাশিতব্য। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলো এর চেয়েও বড়। শায়খ শু'আইব আলবানীর ফিক্বহী জ্ঞানকে অস্বীকার করলেও তাঁর সমকালীন অসংখ্য বিদ্বান রয়েছেন, যারা তাঁর ফিক্বহী দক্ষতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর তাঁর জীবনীকারগণ তাদের সেসব মতামত উল্লেখ করেছেন'।[৪০]

মিসরের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আবু ইসহাক্ব আল-হুওয়াইনীকে শায়খ আলবানী ফক্বীহ কি-না সে বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'বহু পূর্ব থেকে আহলেহাদীছদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ একদল মানুষ এ দাবী করে আসছে। অথচ কিভাবে এটা কল্পনা করা যায় যে, একজন মানুষ দলীলের ধারক-বাহক হওয়া সত্ত্বেও দলীলের উপর তাঁর কোন বুঝ নেই? তবে কি যার নিকটে কোন দলীল নেই, তিনিই কি তা অধিক বুঝেন? শায়খ আলবানী এমন একজন ব্যক্তি, যার মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলামীন সুন্নাহকে, ফিক্বহুল হাদীছকে পুনর্জীবিত করেছেন (الشيخ ناصر الدين رحمه الله رجل أحيا الله تبارك وتعالى به السنة، وأحيا به فقه الحديث)। কোন কোন মাসআলায় তিনি ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। যেমনটি ওলামায়ে কেরাম করে থাকেন। এর অর্থ এই নয় যে, ভিন্ন মতের কারণে তাঁর ব্যাপারে অপবাদ দেওয়া যাবে যে, তিনি ফক্বীহ নন'।[৪১]

শায়খ শাদী বিন মুহাম্মাদ বিন সালেম আলে নু'মান-এর নেতৃত্বে جامع تراث العلامة الألباني নামে আলবানীর রচনাবলী ও বক্তব্যসমূহ থেকে বিষয়, অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ ভিত্তিক গ্রন্থ সংকলনের যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে, তন্মধ্যে কেবল ফিক্বহ সংক্রান্ত যাবতীয় রচনা ও বক্তব্যসমূহ নিয়ে جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، প্রকাশিত হয়েছে মোট ১৮ খণ্ডে। যার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৫৫০।

পরিশেষে বলা যায়, কুরআনের পাশাপাশি ফিক্বহ, উছূলে ফিক্বহ, তাফসীরুল কুরআন সবকিছুর মূল উৎস হ'ল হাদীছ। সুতরাং একজন মুহাদ্দিছ স্বাভাবিকভাবেই ফক্বীহ হয়ে

---

৩৬. *ইবনুল জাওযী, মানাক্বিবুল ইমাম আহমাদ ইবনি হাম্বল (কায়রো : দারু হিজর, ২য় প্রকাশ, ১৪০৯ হি.), পৃ. ৬৭।*
৩৭. *যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ২/১৫০।*
৩৮. *খত্বীব বাগদাদী, আল-ফাক্বীহ ওয়াল-মুতাফাক্কিহ, (রিয়াদ : দারু ইবনিল জাওযী, ৩য় প্রকাশ ১৪২১ হি.), পৃ. ২/১৬১।*
৩৯. *পূর্বোক্ত, ২/১৬২।*
৪০. *ইরশাদুল হক আছারী, 'আল্লামা আলবানী পার শায়খ শু'আইব আরনাঊত্ব কী নাওাযেশাত পার এক নযর। গৃহীত : আল্লামা আলবানী সম্পর্কে শায়খ শু'আইব আরনাঊত্বের সমালোচনার জবাব (শেষ কিস্তি), মাসিক আত-তাহরীক, জুলাই ২০১৮ সংখ্যা, পৃ. ৭।*
৪১. *দুরূসুন লিশ শায়খ আবী ইসহাক্ব আল-হুওয়াইনী, ক্রমিক নং- ১৪৬, http://islamport.com/w/amm/Web/1478/420.htm,26.1.2019*

থাকেন। শায়খ আলবানী বলেন, لزم الفقيه أن يكون محدثاً، ولا يلزم المحدث أن يكون فقيهاً؛ لأن المحدث فقيه بطبيعة الحال، ‘একজন ফক্বীহের জন্য মুহাদ্দিছ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু একজন মুহাদ্দিছের জন্য ফক্বীহ হওয়া আবশ্যক নয়। কেননা মুহাদ্দিছগণ সাধারণভাবেই ফক্বীহ হয়ে থাকেন’।

তিনি বলেন, ছাহাবায়ে কেরাম ফিক্বহ অধ্যয়ন করতেন কি? কোন্ ফিক্বহ তারা অধ্যয়ন করতেন? তারা তো সরাসরি রাসূল (ছাঃ) থেকেই দ্বীন গ্রহণ করতেন। অর্থাৎ তারা হাদীছ অধ্যয়ন করতেন। অথচ ফক্বীহগণ কেবল ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য ও তাদের ফিক্বহ অধ্যয়ন করে থাকেন। তারা রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ অধ্যয়ন করেন না। অথচ হাদীছ ফিক্বহের উৎস। অতএব এরূপ ফক্বীহদের জন্য হাদীছ অধ্যয়ন করা আবশ্যক। হাদীছের জ্ঞান তথা হাদীছ মুখস্থকরণ ও ছহীহ-যঈফ পার্থক্যকরণ ব্যতীত বিশুদ্ধ ফিক্বহ কল্পনা করা যায় না। একইভাবে ফিক্বহী জ্ঞান ব্যতীত কেউ মুহাদ্দিছ হবেন, এটা আমরা কল্পনা করতে পারি না! কেননা কুরআন ও হাদীছই সকল ফিক্বহের মূল উৎস। আর বর্তমান যুগের প্রচলিত ফিক্বহ মূলতঃ আলেমদের ফিক্বহ। সেটা কুরআন-সুন্নাহ্র ফিক্বহ নয়। ফলে তার কিছু অংশ কুরআন-সুন্নাহ। আর কিছু অংশ ওলামায়ে কেরামের মতামত ও ইজতিহাদ। যার মাঝে বহু কিছু রয়েছে, যা হাদীছ বিরোধী। কেননা তারা হাদীছ বিষয়ে সার্বিক জ্ঞান রাখেন না’।[৪২]

অতএব মুহাদ্দিছগণের ফিক্বহই অধিক বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। বিখ্যাত হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (রহঃ) বলেন, من نظر بنظر الإنصاف، وغاص في بحار الفقه والأصول متجنبا الاعتساف، يعلم علما يقينيا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها، فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم، وإني كلما أسير في شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيه قريبا من الإنصاف، فلله درهم، وعليه شكرهم (كذا) كيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا، ونواب شرعه صدقا، حشرنا الله في زمرتهم، وأماتنا على حبهم وسيرتهم- ‘যদি কোন ব্যক্তি ন্যায়ানুগ দৃষ্টিতে দেখে এবং ফিক্বহ ও উছূলে ফিক্বহের সমুদ্রে নিরপেক্ষতার সাথে অবগাহন করে, সে নিশ্চিতভাবে অবগতি লাভ করবে যে, অধিকাংশ মৌলিক ও শাখাগত যে সকল মাসআলায় ওলামায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন, তাতে অন্যান্যদের তুলনায় মুহাদ্দিছদের মাযহাবই অধিকতর শক্তিশালী। আমি মতভেদের শাখা-প্রশাখাগুলোতে পরিভ্রমণ করতে গিয়ে প্রতিবারই দেখেছি যে, মুহাদ্দিছদের বক্তব্যই অধিকতর ন্যায়সঙ্গত। সর্বাঙ্গীন কল্যাণ এবং অনুগ্রহ তাদের জন্য এক আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই। আর কেনইবা হবে না, তারা যে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী এবং তাঁর (আনীত) শরী‘আতের যথার্থ প্রতিনিধি। আল্লাহ আমাদেরকে পুনরুত্থান দিবসে তাদের দলভুক্ত করে দিন এবং তাদের ভালবাসায় ও তাদের যাপিত জীবনধারায় আমাদের মৃত্যু দান করুন’।[৪৩]

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন, وصية هذا الفقير: الاعتصام بالكتاب والسنة في العقيدة، والعمل والتفكير فيهما دائماً... واتباع العلماء المحدّثين في الفروع، فهم قد جمعوا بين الحديث والفقه ‘এই দীনের প্রথম অছিয়ত এই যে, আক্বীদা ও আমলে কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধর এবং এ দু’টির গবেষণায় রত থাক। ...শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ে মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের অনুসরণ কর। যারা ছিলেন ফিক্বহ ও হাদীছের মধ্যে সমন্বয়কারী’।[৪৪]

(ক্রমশঃ)

---

৪২. *‘আমর আব্দুল মুন‘ঈম সালীম, আল-মানহাজুস সালাফী ‘ইনদাশ শায়খ আলবানী (তানতা : মাকতাবাতুয যিয়া, তাবি), পৃ. ৬০।*

৪৩. *আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী, ইমামুল কালাম ফীমা ইয়াতা‘আল্লাকু বিল ক্বিরাআতি খালফাল ইমাম (জেদ্দা : মাকতাবাতুস সাওয়াদী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ১০৬।*

৪৪. *শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী, অছিয়ত নামা (উত্তর প্রদেশ, প্রকাশকাল : ১২৭৩ হি./১৮৫৭ খ্রি.), পৃ. ২; ঐ, অনুবাদ : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (রাজশাহী: হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৬-৭; মাহমূদ ইসমাঈল সালাফী, হারাকাতুল ইনতিলাকিল ফিকরী ওয়া জুহূদুশ শাহ অলিউল্লাহ ফিত তাজদীদ (বানারাস : জামি‘আতুস সালাফিইয়াহ ইদারাতুল বুহূছিল-ইসলামিইয়াহ, প্রকাশকাল : ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ৫৭।*

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্রঃ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

পীরতন্ত্র : সংশয় নিরসন

-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম*

ইসলাম মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যা মেনে চলা সমগ্র মানব ও জিন জাতির উপর ফরয। আল্লাহ যেমন এর বিধান নাযিল করেছেন, তেমনি তা বাস্তবে রূপদানের জন্য নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আমাদের মাঝে প্রেরণ করেছেন। তাঁর জীবদ্দশায়ই ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে। তিনি ১০ম হিজরীর ৯ই যিলহজ্জে আরাফার ময়দানে ছাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে যখন বিদায় হজ্জ পালন করেছিলেন তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيْنًا، 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নে'মত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদা ৫/৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لاَ يَزِيْغُ عَنْهَا بَعْدِيْ إِلاَّ هَالِكٌ، 'আমি তোমাদেরকে একটি উজ্জ্বল স্বচ্ছ দ্বীনের উপর ছেড়ে গেলাম। যার রাতটাও দিনের মত (উজ্জ্বল)। ধ্বংসশীল ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই তা থেকে সরে আসতে পারে না'।[১]

সম্মানিত পাঠক! বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া পূর্ণাঙ্গ, পরিচ্ছন্ন দ্বীনের মধ্যে হরেক রকম মত, পথ ও পদ্ধতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। এর মধ্যে সস্তায় জান্নাত লাভের মিথ্যা আশায় অসীলা কিংবা মাধ্যম হিসাবে পীর ধরাকে ফরয গণ্য করতঃ এর সমর্থনে কুরআন ও হাদীছ থেকে দলীল উপস্থাপন করে মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছে। পাঠকদের উদ্দেশ্যে নিম্নে তাদের উত্থাপিত কিছু দলীল পর্যালোচনা করা হ'ল।-

প্রথম দলীল : আল্লাহ তা'আলার বাণী- مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، 'আল্লাহ যাকে সুপথ প্রদর্শন করেন, সেই-ই সুপথপ্রাপ্ত হয়। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তার জন্য কোন সুপথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না' *(কাহফ ১৮/১৭)*। অত্র আয়াতে বর্ণিত مُرْشِدًا বলতে পীরকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং পীর কোন নতুন শব্দ নয়; বরং এর বর্ণনা কুরআনে এসেছে।

জবাব : প্রথমতঃ 'পীর' ও 'মুরশিদ' শব্দ দু'টির শাব্দিক বিশ্লেষণ করা যাক। 'পীর' শব্দটি ফার্সী, যার আভিধানিক অর্থ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি কিংবা সম্মানিত ব্যক্তি। প্রাচীনকালে পারস্যের অগ্নিপূজকরা 'পীর' শব্দের ব্যবহার করত। তাদের পুরোহিতদেরকে 'পীরে মগা' বলা হ'ত। পক্ষান্তরে 'মুরশিদ' শব্দটি আরবী। যার আভিধানিক অর্থ পথপ্রদর্শনকারী। উল্লিখিত দু'টি শব্দের বিশ্লেষণ থেকে বুঝা যায় যে, 'পীর' শব্দের আরবী সমার্থক শব্দ কখনো 'মুরশিদ' হ'তে পারে না। বরং তা হতে পারে 'শায়খ' (الشيخ) যার অর্থ পীর শব্দের অনুরূপ।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত আয়াতে 'মুরশিদ' বলতে সরাসরি আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় জগদ্বিখ্যাত মুফাসসির ইবনু কাছীর (রহঃ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেন, هُوَ الَّذِي أَرْشَدَ هَؤُلَاءِ الْفِتْيَةَ إِلَى الْهِدَايَةِ مِنْ بَيْنِ قَوْمِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ هَدَاهُ اللهُ اهْتَدَى، وَمَنْ أَضَلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. 'তিনিই (আল্লাহ) ঐ সমস্ত যুবকদেরকে (আছহাবে কাহফ) তাদের সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সুপথ প্রদর্শন করেছিলেন। আর তিনি (আল্লাহ) যাকে হেদায়াত করেন সেই হেদায়াত প্রাপ্ত হন এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন হেদায়াতকারী নেই'।[২] তিনি সূরা ফাতিহার তাফসীর করতে গিয়ে উল্লিখিত আয়াতটি পেশ করে বলেন,

هَذِهِ الْآيَةُ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الْمُنْفَرِدُ بِالْهِدَايَةِ وَالْإِضْلَالِ، لَا كَمَا تَقُولُهُ الْفِرْقَةُ الْقَدَرِيَّةُ وَمَنْ حَذَا حَذْوَهُمْ، مِنْ أَنَّ الْعِبَادَ هُمُ الَّذِينَ يَخْتَارُونَ ذَلِكَ وَيَفْعَلُونَهُ، وَيَحْتَجُّونَ عَلَى بِدْعَتِهِمْ بِمُتَشَابِهٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيَتْرُكُونَ ما يكون فيه صريحا فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ، وَهَذَا حَالُ أَهْلِ الضَّلَالِ وَالْغَيِّ.

'এই আয়াত প্রমাণ করে যে, হেদায়াত করা এবং পথভ্রষ্ট করার ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একক। ক্বাদারিয়াহ ফিরক্বা এবং তাদের অনুসারীরা যেমন দাবী করে বিষয়টি তেমন নয়। তাদের দাবী, বান্দারাই হেদায়াত ও ভ্রষ্টতার পথ বেছে নেয় এবং তদনুযায়ী কাজ করে। তারা তাদের নব আবিষ্কৃত মতের পক্ষে কুরআনের মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট আয়াত সমূহকে দলীল হিসাবে পেশ করে এবং তাদের মতের বিপরীতে মুহকাম বা স্পষ্ট আয়াত সমূহকে প্রত্যাখ্যান করে। আর পথভ্রষ্ট ফিরক্বার অনুসারীদের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে।[৩] আর এদেরকেই আল্লাহ বক্র অন্তরের অধিকারী বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ

'তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন। যার মধ্যে কিছু আয়াত রয়েছে 'মুহকাম' বা সুস্পষ্ট অর্থবোধক।

---

* লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

১. ইবনু মাজাহ হা/৪৩, 'খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরণ' অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৩৭।

২. ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, সূরা কাহফ-এর ১৭নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩. ঐ, সূরা ফাতিহা-এর ৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

আর এগুলিই হ'ল কিতাবের মূল। আর কিছু রয়েছে 'মুতাশাবিহ' বা অস্পষ্ট অর্থবোধক। অতঃপর যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা অস্পষ্ট আয়াতগুলির পিছে পড়ে ফিৎনা সৃষ্টির জন্য এবং তাদের মনমত ব্যাখ্যা দেবার জন্য। অথচ এগুলির সঠিক ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না' *(আলে-ইমরান ৩/৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন ভ্রান্তদের থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেন, فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فَأُولَئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّى اللهُ، فَاحْذَرُوهُمْ، 'যারা (মুতাশাবিহ) অস্পষ্ট অর্থবোধক আয়াতের পেছনে ছুটে তাদের যখন তুমি দেখবে তখন মনে করবে যে, তাদের কথাই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকবে'।[৪]

তৃতীয়তঃ মানুষও মুরশিদ বা পথপ্রদর্শনকারী হ'তে পারে। এক্ষেত্রে হেদায়াতকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।[৫] (১) هِدَايَةُ الدَّلَالَةِ وَالْإِرْشَادِ إِلَى سَبِيلِ الْهُدَى، বা হেদায়াতের রাস্তার দিকে পথনির্দেশ করা। এই অর্থে প্রত্যেক নবী-রাসূলগণ মুরশিদ ছিলেন। কারণ তাঁরা তাঁদের উম্মতকে হেদায়াতের পথ দেখিয়েছেন। এমনকি যুগে যুগে যত ওলামায়ে কেরাম এসেছেন এবং ক্বিয়ামত অবধি আসবেন, যারা মানুষকে যাবতীয় শিরক-বিদ'আত থেকে সতর্ক করেন এবং হেদায়াতের পথে আহ্বান করেন তারা সকলেই এই অর্থে 'মুরশিদ'। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ 'তুমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে পথ প্রদর্শক' *(রা'দ ১৩/৭)*। সুতরাং কোন ব্যক্তি বিশেষকে মুরশিদ আখ্যা দিয়ে তার মাধ্যমে জান্নাত পাওয়ার আশা করা মূর্খতা বৈ কিছুই নয়।

(২) هِدَايَةُ التَّوْفِيقِ বা হেদায়াতের তাওফীক্ব পাওয়া। অর্থাৎ কারো অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করা। এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য খাছ। তিনি ব্যতীত কেউ কারো অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ 'তাদেরকে হেদায়াত করার দায়িত্ব তোমার নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করে থাকেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন তাঁর আপন চাচা আবু ত্বালেবকে তার মৃত্যুর সময় ক্বালেমা পাঠ করে ঈমান আনার জন্য চেষ্টা করছিলেন তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، 'নিশ্চয়ই তুমি হেদায়াত করতে পারো না যাকে তুমি ভালবাস। বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়াত দান করে থাকেন। আর তিনিই হেদায়াত প্রাপ্তদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত' *(ক্বছাছ ২৮/৫৬)*।

দ্বিতীয় দলীল : আল্লাহ তা'আলার বাণী- أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، 'মনে রেখ (আখেরাতে) আল্লাহ্র অলী বা বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না' *(ইউনুস ১০/৬২)*। অতএব আল্লাহ্র অলীদের যেমন কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নেই; তাদের ভক্তদেরও তেমন কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নেই। আর স্বয়ং আল্লাহই তাদের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، 'আর যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে, তুমি তার রাস্তা অবলম্বন কর' *(লোক্বমান ৩১/১৫)*। আর পীরেরাই যেহেতু আল্লাহ্র অভিমুখী হয়েছে এবং আল্লাহ্র বন্ধু হিসাবে পরিগণিত হয়েছে, তাই পীরের অনুসরণ-ই পরকালে মুক্তির একমাত্র উপায়।

জবাব : প্রথমতঃ أَوْلِيَاءَ اللهِ তথা আল্লাহ্র অলীগণ বলতে কোন পীর-দরবেশকে বুঝানো হয়নি। বরং আল্লাহ্র অলী কারা তা তিনি পরের আয়াতেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، (তারাই আল্লাহ্র অলী বা বন্ধু) যারা ঈমান আনে এবং সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে। তাদের জন্যই সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে *(ইউনুস ১০/৬৩-৬৪)*। সুতরাং আল্লাহ্র অলী হওয়ার জন্য দু'টি গুণের অধিকারী হ'তে হয়। (১) ঈমানদার হওয়া (২) আল্লাহকে ভয় করা। সুতরাং আল্লাহকে ভয়কারী সকল ঈমানদার ব্যক্তিই তাঁর অলী বা বন্ধু। আর তাঁর অলী না হ'তে পারলে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। তাই বিশেষ কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্র অলীর সার্টিফিকেট না দিয়ে নিজেকে আল্লাহ্র অলী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অলী বা বন্ধুদের কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নেই বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি কুরআন মাজীদের কোথাও এমন কথা বলেননি যে, আল্লাহ্র অলী বা বন্ধুর ভক্ত বা অনুসারীদের কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নেই। সুতরাং কোন পীরের মুরীদ হওয়ার মাধ্যমে পরকালে ভয় ও চিন্তা মুক্ত থাকার মিথ্যা আশা চরম মূর্খতা বৈ কিছুই নয়। পীরের মুরীদ হয়ে নয়, বরং নিজেকেই আল্লাহ্র অলী বা বন্ধু হিসাবে প্রস্তুত করার মাধ্যমে পরকালে ভয় ও চিন্তা মুক্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে।

তৃতীয়তঃ সূরা লোক্বমানের ১৫নং আয়াতে আল্লাহ্র অভিমুখীদের রাস্তার অনুসরণের নির্দেশ দ্বারা কোন পীর-দরবেশের অনুসরণ বুঝানো হয়নি। বরং তা দ্বারা মুমিনদের রাস্তার অনুসরণ বুঝানো হয়েছে।[৬] আর মুমিনদের রাস্তা বলতে পীরদের তৈরী

৪. বুখারী হা/৪৫৪৭; মুসলিম হা/২৬৬৫; মিশকাত হা/১৫১।
৫. হাফেয ইবনু আহমাদ ইবনে আলী আল-হাকামী, মাআরিজুল কুবূল পৃ. ২/৬৭৬।
৬. তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা লোক্বমান ১৫নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

করা ১২৬টি রাস্তা নয়; বরং মুমিনরা যে ঈমানের রাস্তায় পরিচালিত হয় সেই রাস্তার অনুসরণ করতে হবে।

চতুর্থতঃ যেখানে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর বংশধর এমনকি তাঁর কলিজার টুকরা, নয়নের পুত্তলি কন্যা ফাতেমা (রাঃ)-কে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর নিশ্চয়তা দিতে পারেননি; সেখানে একজন পীরের ভক্তরা ক্বিয়ামতের দিন কিভাবে ভয় ও চিন্তা মুক্ত থাকতে পারে? একদা রাসূল (ছাঃ) ছাফা পাহাড়ের পাদদেশে তাঁর বংশীয় নিকটজনদের সবাইকে ডেকে দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে বলেছিলেন, يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِىْ كَعْبِ بْنِ لُؤَىٍّ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِىْ هَاشِمٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِى عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ أَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّىْ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِماً سَأَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا– ‘হে কুরায়েশগণ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু কা‘ব বিন লুআই! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু আবদে মানাফ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু হাশেম! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু আব্দিল মুত্ত্বালিব! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব! আমি তোমাকে আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে রক্ষায় কোনই কাজে আসব না। হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! কেননা আমি তোমাদের কাউকে আল্লাহ্র পাকড়াও হ’তে রক্ষা করতে পারব না। তবে তোমাদের সঙ্গে আত্মীয়তার যে সম্পর্ক রয়েছে, তা আমি (দুনিয়াতে) সদ্ব্যবহার দ্বারা সিক্ত করব’। অন্য বর্ণনায় এসেছে, يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِىْ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِىْ وَلاَ أُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، ‘হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! তুমি আমার মাল-সম্পদ থেকে যা খুশী চেয়ে নাও। কিন্তু আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারব না’।[৭]

তৃতীয় দলীল : আল্লাহ তা‘আলার বাণী- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ‘হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর ও তাঁর অসীলা সন্ধান কর। আর আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ’তে পার’ *(মায়েদা ৫/৩৫)*। অত্র আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলাই অসীলা অনুসন্ধান করতে বলেছেন। সুতরাং পীরকে অসীলা মানার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের চেষ্টা করতে হবে।

জবাব : প্রথমতঃ উক্ত আয়াতে বর্ণিত অসীলা বলতে কোন পীরের মুরীদ হওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং অসীলা হ’ল, التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود، ‘যা কিছুর মাধ্যমে ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য (আল্লাহ্র নৈকট্য) হাছিল করতে পারে’।[৮] ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, وابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه، ‘অসীলা অনুসন্ধান করা বলতে আল্লাহ্র আনুগত্য ও তিনি যে সকল আমল ভালবাসেন তা পালনের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য হাছিল করা বুঝায়’।[৯] সুতরাং অসীলা অর্থ পীর ধরা নয়; বরং ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত সহ আল্লাহ্র পসন্দনীয় কর্মসমূহ সম্পাদনের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য হাছিল করাই অসীলা।

দ্বিতীয়তঃ অসীলার অর্থ পীর ধরা করলে তা পবিত্র কুরআনের অনেকগুলি আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক হবে। কেননা আল্লাহ কোন মাধ্যম ধরে তাঁকে ডাকতে নিষেধ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ‘তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব’ *(মুমিন ৪০/৬০)*। এখানে তিনি কোন মাধ্যম দিয়ে ডাকতে বলেননি; বরং সরাসরি ডাকতে বলেছেন। তিনি আরো বলেন, اتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيْلًا مَا تَذَكَّرُوْنَ– ‘তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ হ’তে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য কোন অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো’ *(আ‘রাফ ৭/৩)*।

চতুর্থ দলীল : আবু হামেদ গাযালী (রহঃ) বলেন, فمن لم يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طرقه لا محالة، ‘পথ দেখানোর মত যার কোন শায়খ বা পীর নেই, শয়তান তাকে অবশ্যই বিপথে নিয়ে যাবে’।[১০] আরো কথিত আছে, من لا شيخ له فشيخه الشيطان، ‘যার কোন পীর নেই, শয়তানই তার পীর’।[১১] সুতরাং পীর ধরা ফরয। পীর না ধরলে শয়তান তাকে বিপথে নিয়ে যাবে।

জবাব : প্রথমতঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এমন কোন বক্তব্য বা ধারণার অস্তিত্ব নেই। বরং এটা মানুষের মস্তিস্ক প্রসূত ধারণা মাত্র। এই যুক্তিতে কোন ব্যক্তিকে পবিত্র জ্ঞান করা ও তার প্রতি অন্ধ আনুগত্য

৭. *বুখারী হা/২৭৫৩; মুসলিম হা/২০৪, ২০৬; আহমাদ হা/৮৭১১; মিশকাত হা/৫৩৭৩ ‘রিক্বাক্ব’ অধ্যায়-২৬।*

৮. *তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা মায়েদা ৩৫নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টাব্য।*
৯. *ঐ।*
১০. *আবু হামেদ গাযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন পৃঃ ৩/১১২-১১৩।*
১১. *সাইয়েদ আবুল হুদা আর-রিফাঈ, ক্বিলাদাতুল জাওয়াহের, পৃ. ১৭৭।*

সঁপে দেয়া নিঃসন্দেহে বিধর্মী গুরুবাদীদের অনুকরণ বৈ কিছুই নয়। ইসলামের মধ্যে পীরতন্ত্রের নামে ভক্তিবাদ বা গুরুবাদ ঢোকানোর এই অপচেষ্টা ইসলাম ও মুসলিমের সাথে প্রতারণা বৈ কিছুই নয়'।

দ্বিতীয়তঃ এগুলোকে দলীল হিসাবে পেশ করে পীরতন্ত্র সাব্যস্ত করা নিঃসন্দেহে দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ির শামিল, যা মুসলমানদের ধ্বংসের কারণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِى الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِى الدِّينِ، 'হে লোক সকল! দ্বীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা থেকে তোমরা সাবধান থাকো। কেননা তোমাদের পূর্বেকার লোকেদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে তাদের বাড়াবাড়ি ধ্বংস করেছে'।[১২]

১২. *ইবনু মাজাহ হা/৩০২৯; ছহীহাহ হা/১২৮৩।*

তৃতীয়তঃ নিঃসন্দেহে সঠিক দ্বীন জানা ও বুঝার জন্য হকপন্থী ওলামায়ে কেরামকে শিক্ষক হিসাবে গ্রহণ করা যরূরী। শিক্ষক বিহীন ইলম মানুষকে বিপথে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু শিক্ষক গ্রহণ করতে হবে কেবল ইলম অর্জনের জন্য। কোন একজনকে আল্লাহ্‌র অলী আখ্যা দিয়ে তার প্রতি শর্তহীন আনুগত্য ও ভক্তি দেখিয়ে তার অসীলায় জান্নাত পাওয়ার মাধ্যম হিসাবে নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ– 'আর জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর, যদি তোমরা না জেনে থাক' *(নাহল ১৬/৪৩)*। এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে পারদর্শী আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করার নির্দেশ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে তাঁদের প্রতিও এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন মানুষকে কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে যথাযথ সংবাদ দেয়। তেমনি তাদের ভ্রষ্ট মতামত প্রদান ও মিথ্যা ধারণার ভিত্তিতে দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছুকে বৈধ করার অনুমতি দেননি।

(চলবে)

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব লিখিত এবং মাসিক আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত সম্পাদকীয় সংকলন

১৯৯৭-২০১৫ পর্যন্ত মোট ১৫১টি সম্পাদকীয় পড়তে আজই সংগ্রহ করুন!

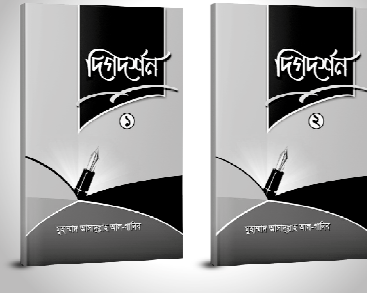

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

অফার মূল্য ১৪০ টাকা
(ডেলিভারী চার্জ ফ্রী)

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ

ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

আত্মপ্রশংসা থেকে দূরে থাকুন!

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

আত্মপ্রশংসা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। সুযোগ পেলেই আমরা আত্মপ্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যাই। নিজের অর্জন, গুণাগুণ, কর্মতৎপরতা নিয়ে আত্মতুষ্টির ঢেকুর তুলি। সাধারণ মানুষ তো বটেই অনেক দ্বীনদার-পরহেযগার বা দাঈ ইলাল্লাহ্‌র মাঝেও ইখলাছ বিনষ্টকারী ও আমল বিধ্বংসী এই রোগ ব্যাপকভাবে দৃশ্যমান।

বস্তুতঃ আমাদের সকলেরই জানা, মানুষের কাছে নিজের বড়ত্ব যাহির করা বা আত্মপ্রচারে লিপ্ত হওয়া নিঃসন্দেহে কোন গ্রহণযোগ্য আচরণ নয়। কোন সচেতন মানুষ তা ভালো চোখে দেখে না। এমনকি স্বয়ং আত্মপ্রশংসাকারী ব্যক্তিও অন্যের আত্মপ্রশংসাকে নিন্দনীয় দৃষ্টিতেই দেখেন। অতএব একজন আল্লাহভীরু ও ব্যক্তিত্ববান মানুষকে অবশ্যই এই অপসন্দনীয় আচরণের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে, যা একাধারে নিজের ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে অপরদিকে সৎআমলকেও ধ্বংস করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، 'তোমরা আত্মপ্রশংসায় লিপ্ত হয়ো না। কারণ তিনি সর্বাধিক অবগত কে আল্লাহকে ভয় করে' *(নাজম ৫৩/৩২)*।

একজন নেককার ব্যক্তির জন্য বড় পাপ হ'ল আত্মপ্রশংসা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَخَشِيتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ الْعُجْبَ، 'যদি তোমরা পাপ না করো, তাহ'লে আমি তোমাদের জন্য এর চেয়ে বড় পাপের আশংকা করি। আর তা হ'ল আত্ম-অহমিকা'।[১] হাদীছটির ব্যাখ্যায় মানাবী (রহঃ) বলেন, পাপী ব্যক্তি নিজের ত্রুটি স্বীকার করে। ফলে তার পক্ষ থেকে তওবার আশা করা যায়। কিন্তু আত্মগর্বী ব্যক্তি নিজের আমলের দ্বারা প্রতারিত হয়। ফলে তার তওবার সুযোগ সুদূর পরাহত হয়ে যায়।[২]

মুহাম্মাদ ইবনে আমর (রহঃ) থেকে বর্ণিত, যয়নব বিনতে আবী সালামা (রাঃ) তাঁকে প্রশ্ন করেন, তোমার মেয়ের কী নাম রেখেছ? তিনি বললেন, বাররাহ (পুণ্যবতী)। তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) এ ধরনের নাম রাখতে নিষেধ করেছেন। আমার নামও বাররাহ রাখা হয়েছিল। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা নিজেদের পরিশুদ্ধ দাবী করো না। কেননা আল্লাহই ভালো জানেন, তোমাদের মধ্যে কে পুণ্যবান। অতঃপর তিনি বললেন, আমি এর কী নাম রাখব? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এর নাম রাখো যয়নাব।[৩]

প্রশংসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমাদের নেক আমলগুলোকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিচার করা হবে, সে হচ্ছে এমন একজন যে দুনিয়াতে শহীদ হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলবে, আমি তোমার পথেই যুদ্ধ করেছি এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি বরং এ জন্যেই যুদ্ধ করেছিলে যাতে লোকেরা তোমাকে 'বীর' বলে আখ্যায়িত করে। আর তোমাকে তা বলা হয়েছে। অতঃপর তাকে উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৪]

এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনি কি বলেন, যে জিহাদ করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং সুনাম-সুখ্যাতি উভয়টিই কামনা করে। তার জন্য কি প্রতিদান রয়েছে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তার জন্য কিছুই নেই। এই প্রশ্ন তাঁকে তিনবার করা হ'লেও তিনি একই জবাব দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ 'আল্লাহ তা'আলা এমন আমলই গ্রহণ করে থাকেন যা নিষ্কলুষভাবে কেবল তাঁর জন্যই করা হয় এবং যার মাধ্যমে শুধুমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করা হয়'।[৫]

প্রিয় পাঠক! আত্মপ্রশংসার প্রবণতা মানুষের মধ্যে আসে আত্ম অহংকার থেকে, যা অত্যন্ত ঘৃণিত আচরণ। আল্লাহ বলেন, 'তুমি অহংকারবশে মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না এবং যমীনে উদ্ধতভাবে চলাফেরা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক ও অহংকারীকে ভালবাসেন না'।[৬]

অহংকারের কারণে মানুষের আমল সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে যায়। নিজের অজান্তেই সে জান্নাতের পথ থেকে দূরে সরে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৭] তিনি বলেন, তিনটি বিষয় ধ্বংসকারী (১) প্রবৃত্তি পূজারী হওয়া (২) লোভের দাস হওয়া এবং (৩) আত্ম-অহংকারী হওয়া। আর এটিই হ'ল সবচেয়ে মারাত্মক।[৮]

অতএব আসুন! সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগে আত্মপ্রশংসা ও আত্মপ্রসাদ থেকে বাঁচার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করি। বরং নিজেদের নেক আমলগুলো পারতপক্ষে গোপন রাখার চেষ্টা করি, যাতে তা শেষবিচারের দিনে আল্লাহ্‌র খাতায় লেখা থাকে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنِ استطاعَ منكم أنْ يكونَ لَهُ خَبْءٌ مِنْ عمَلٍ صالِحٍ فلْيَفعَلْ 'তোমাদের মধ্যে কেউ কিছু গোপন নেক আমল সঞ্চয় করে রাখতে পারলে সে যেন তা করে'।[৯] আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

১. *বাযযার হা/২৯২১, ছহীহুত তারগীব হা/২৯২১।*
২. *মানাবী, ফায়যুল ক্বাদীর শারহু জামেঈছ ছাগীর ৫/৩৩১।*
৩. *আবুদাঊদ হা/৪৯৫৩।*
৪. *মুসলিম হা/১৯০৫।*
৫. *নাসাঈ হা/৩১৪০, সনদ হাসান ছহীহ।*
৬. *লোকমান ৩১/১৮।*
৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৭।*
৮. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, সনদ হাসান; মিশকাত হা/৫১২২।*
৯. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৩১৩।*

অমর বাণী

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

১. ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, رَأَيْتُ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ يَتَحَرَّزُوْنَ مِنْ رَشَاشِ نَجَاسَةٍ، وَلَا يَتَحَاشَوْنَ مِنْ غِيْبَةٍ! وَيَكْثُرُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَلَا يُبَالُوْنَ بِمُعَامَلَاتِ الرِّبَا! وَيَتَهَجَّدُوْنَ بِاللَّيْلِ، وَيُؤَخِّرُوْنَ الْفَرِيْضَةَ عَنِ الْوَقْتِ– 'আমি অনেক মানুষকে দেখেছি, যারা নাপাকীর ছিটা-ফোঁটা থেকে খুব সতর্ক থাকে, কিন্তু গীবত থেকে দূরে থাকে না। তারা অনেক দান-ছাদাক্বাহ করে, কিন্তু সূদী লেনদেনের ব্যাপারে কোন পরোয়া করে না। তারা রাতে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করে, কিন্তু ফরয ছালাত আওয়াল ওয়াক্ত থেকে বিলম্ব করে আদায় করে'।[১]

২. শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আলে উছায়মীন (রহঃ) বলেন, إِذَا كَانَ التُّجَّارُ لاَ يَنَامُوْنَ حَتَّى يُرَاجِعُوا دَفَاتِرَ تِجَارَتِهِمْ، مَاذَا صَرَفُوا، وَمَاذَا أَنْفَقُوا، وَمَاذَا كَسَبُوا، فَإِنَّ تُجَّارَ الْآخِرَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنُوا أَشَدَّ اهْتِمَاماً؛ لِأَنَّ تِجَارَتَهُم أَعْظَمُ مِنْ تِجَارَةِ أَهْلِ الدُّنْيَا، 'যখন ব্যবসায়ীরা তাদের খাতায় ব্যবসার খরচপাতি এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ না করা পর্যন্ত কখনো ঘুমাতে যায় না, তখন আখেরাতের ব্যবসায়ীদের উচিত তাদের ব্যবসার প্রতি আরো অধিক মনোনিবেশ করা। কেননা দুনিয়াবাসীদের ব্যবসার চেয়ে তাদের ব্যবসা অনেক বড়'।[২]

৩. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِيْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِالتَّدَبُّرِ لَاشْتَغَلُوا بِهَا عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهَا، 'মানুষ যদি জানত অনুধাবন করে কুরআন তেলাওয়াতের মাঝে কি কল্যাণ নিহিত আছে, তাহ'লে তারা সকল কাজ ছেড়ে দিয়ে কুরআন পাঠে মশগূল হয়ে পড়ত'।[৩]

৪. ইমাম সাহনূন (রহঃ) বলেন, أَجْرَأُ النَّاسِ عَلَى الفُتْيَا أَقَلُّهُمْ عِلْماً، مَا وَجَدْتُ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرَهِ إِلاَّ الـمُفْتِي، سُرْعَةُ الجَوَابِ بِالصَّوَابِ أَشَدُّ فِتْنَةً مِنْ فِتْنَةِ الـمَالِ، 'ফৎওয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে দুঃসাহসী মানুষ তারাই, যাদের জ্ঞান সবচেয়ে কম। মুফতী ছাড়া অন্য কাউকে আমি দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাতকে বিক্রি করতে দেখিনি। (প্রশ্ন করার সাথে সাথে) দ্রুত উত্তর দেওয়ার প্রবণতা সম্পদের চেয়েও ভয়ংকর ফেৎনা'।[৪]

৫. শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, النِّعَمُ إِذَا لَمْ تُشْكَرْ زَالَتْ، وَأَكْبَرُ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ اللهُ بِهَا عَلَىٰ عِبَادِهِ هِيَ نِعْمَةُ الدِّيْنِ، فَإِذَا لَمْ تَشْكُرْ فَإِنَّهَا تَزُوْلُ كَغَيْرِهِ مِنَ النِّعَمِ، 'আপনি যদি নে'মতের শুকরিয়া আদায় না করেন, তাহ'লে সেই নে'মত বিলীন হয়ে হয়ে যাবে। আর বান্দার প্রতি আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় নে'মত হ'ল- দ্বীনের নে'মত। সুতরাং (সঠিক দ্বীন পেয়ে) আপনি যদি শুকরিয়া আদায় না করেন, তাহ'লে অন্যান্য নে'মতের মতো এটাও বিলীন হয়ে যাবে'।[৫]

৬. ইয়াহ্ইয়া ইবনে মু'আয (রহঃ) বলেন, الدُّنْيَا أَمِيرٌ مَنْ طَلَبَهَا وَخَادِمٌ مَنْ تَرَكَهَا، الدُّنْيَا فَنْطَرَةُ الْآخِرَةِ، فَاعْبُرُوْهَا وَلَا تَعْمُرُوْهَا، لَيْسَ مِنَ الْعَقْلِ بُنْيَانُ الْقُصُوْرِ عَلَى الْجُسُوْرِ، 'যে দুনিয়া তালাশ করে, দুনিয়া তার আমীর বা পরিচালক হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে, দুনিয়া তার খাদেম হয়ে যায়। দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের সাঁকো। তোমরা এই সাঁকো পার হয়ে চলে যাও। এখানে বসতি স্থাপন করতে যেয়ো না। কেননা সাঁকোর উপরে প্রাসাদ নির্মাণ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়'।[৬]

৭. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, أَصْلُ كُلِّ فِتْنَةٍ إِنَّمَا هُوَ مِنْ تَقْدِيْمِ الرَّأْيِ عَلَى الشَّرْعِ، وَالْهَـــوَى عَلَى الْعَقْلِ، 'সকল ফেৎনার মূল উৎস হ'ল শরী'আতের উপরে রায় বা মানুষের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া এবং বিবেকের উপরে প্রবৃত্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া'।[৭]

৮. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, كُلَّمَا كَانَ الرَّجُلُ عَنِ الرَّسُوْلِ أَبْعَدَ كَانَ عَقْلُهُ أَقَلَّ وَأَفْسَدَ، فَأَكْمَلُ النَّاسِ عُقُوْلًا اتِّبَاعُ الرُّسُلِ وَأَفْسَدُهُمْ عُقُوْلًا الْمُعْرِضُ عَنْهُم وَعَمَّا جَاءُوا بِهِ وَلِهَذَا كَانَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْحَدِيْثِ أَعْقَلَ الْأُمَّةِ وَهُمْ فِي الطَّوَائِفِ كَالصَّحَابَةِ فِي النَّاسِ– 'মানুষ রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত থেকে যতই দূরে সরে যায়, ততই তার বুদ্ধি হ্রাসপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। সুতরাং নবী-রাসূলদের অনুসারীরাই পূর্ণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। আর নবী-রাসূল ও তাদের আনীত বিধান থেকে বিমুখ ব্যক্তিরাই অকেজো বুদ্ধির অধিকারী। সেকারণ আহলুস সুন্নাত ও আহলুল হাদীছ উম্মতের মাঝে সবচেয়ে বুদ্ধিমান। বিভিন্ন দলের মাঝে তাদের মর্যাদা ঠিক তেমন, মানুষের মাঝে ছাহাবীদের মর্যাদা যেমন'।[৮]

৯. 'আওন ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, كَفَى بِكَ مِنَ الكِبْرِ أَنْ تَرَى لَكَ فَضْلاً عَلَى مَنْ هُوَ دُوْنَكَ، 'তোমার অহংকারী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তুমি অন্যদের চেয়ে তোমাকে উত্তম মনে করবে'।[৯]

---

১. ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বের, পৃ. ১৭৭।
২. উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ, ৫/৭৯।
৩. ইবনুল ক্বাইয়িম, মিফতাহু দারিস সা'আদাহ, ১/১৮৭।
৪. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৯/৪৬৩, ৪৬৫।
৫. উছায়মীন, তাফসীর সূরা নূর, পৃ. ৩৬৬।
৬. আবূ নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া, ১০/৫৩।
৭. ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহ্ফান, ২/১৬৭।
৮. ইবনুল ক্বাইয়িম, আছ-ছাওয়াইকুল মুরসালাহ, ৩/৮৬৪।
৯. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া, ২/৫৮।

আমড়ার ৭ অসাধারণ গুণ

আমাদের দেশে বছরের বিভিন্ন সময়ে নানা রকম মৌসুমি ফলের দেখা মেলে। যার মধ্যে অন্যতম হ'ল আমড়া। এটি কাঁচা খাওয়ার পাশাপাশি সুস্বাদু আচার, চাটনি ও জেলি তৈরি করা যায়। আবার তরকারী হিসাবেও রান্না করে খাওয়া যায়। আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আমড়ার মৌসুম। সবুজ রঙের এই ফলটির অনেক উপকারী দিক রয়েছে। এটি ভিটামিন সি-এর এক বড় উৎস। একটি আপেলের চেয়েও অধিক পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও আয়রণ থাকে একটি আমড়াতে। এ ফলটির অসাধারণ কিছু স্বাস্থ্য উপকারিতা নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. হজমে উপকারী : আমড়ায় অনেক পরিমাণে ফাইবার বা আঁশ থাকে। এ কারণে এটি হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে অনেক কার্যকরী। এছাড়া হজমের কারণে যে সমস্যাগুলো দেখা দেয়; যেমন- গ্যাস, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি সমস্যা দূর করতেও অনেক উপকারী। আর নিয়মিত খাবারের পর আমড়া খেলে তা ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে পারে।

২. হিমোগ্লোবিনের উৎপাদন বৃদ্ধি করে : আমড়াতে প্রচুর পরিমাণে আয়রণ থাকার কারণে এটি শরীরে হিমোগ্লোবিন এবং মায়োগ্লোবিন উৎপাদনে সাহায্য করে। আর এর ফলে শরীরে অক্সিজেন পরিবহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া আমড়া শরীরের রক্তস্বল্পতা এবং অন্যান্য রক্তের সমস্যা প্রতিরোধেও উপকারী।

৩. ভিটামিন 'সি'র ভাল উৎস : আমড়াতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি' থাকে। এ কারণে এটি শরীরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেমন হাড় ও দাঁতের রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতসহ নানান রোগের নিরাময়ে উপকার করে। এছাড়া আমড়াতে থাকা ভিটামিন 'সি' মানুষের দেহের প্রোটিন কোলাজেন উৎপাদনে সহায়তা করে ত্বকের উজ্জ্বলতা, দৃঢ়তা বজায় রাখতে এবং ত্বকের বলিরেখা প্রতিরোধেও অনেক ভাল কাজ করে।

৪. হাড়কে মযবূত করে : আমড়াতে অনেক বেশী পরিমাণে ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। তাই নিয়মিত এটি খেলে তা প্রতিদিনের ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণ করতে পারে। ফলে হাড়ের যে কোন রোগ দূর করা ছাড়াও হাড়কে শক্তিশালী রাখতেও সাহায্য করে।

৫. অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ : আমড়াতে বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যেমন ভিটামিন, মিনারেল ও ফাইটোকেমিক্যাল থাকে। আর এ উপাদানগুলো শরীরের সিস্টেমের কারণে সহায়তা করে ও স্ট্রেসের প্রভাব কমাতে সহায়তা করে।

৬. পেশিশক্তি বৃদ্ধি করে : আমড়াতে থিয়ামিন নামের একটি উপাদান পাওয়া যায়, যেটি মানুষের শরীরে পেশী সংকোচন ও স্নায়ু সংকেত সঞ্চালনে সহায়তা করে। তাই আমড়া মানুষের পেশীর দুর্বলতা দূর করে তাকে শক্তিশালী করতে উপকারী হিসাবে কাজ করে।

৭. মূত্রবর্ধক : আমড়ার রসে অনেক ঔষধি গুণাগুণ পাওয়া যায়। এটি মূত্রবর্ধক হিসাবে কাজ করে পর্যাপ্ত প্রস্রাবের মাধ্যমে মানুষের শরীর থেকে তরল বের করে দিতে সহায়তা করে। ফলে শরীর থেকে সোডিয়াম কমে গিয়ে উচ্চরক্তচাপের ঝুঁকি কমে যায়। এছাড়া এটি সর্দি-কাশি ও জ্বরের সমস্যা দূর করতেও অনেক উপকারী ভূমিকা পালন করে।

মিষ্টি কুমড়া শাক-এর উপকারিতা

মহান আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার কোনটাই ফেলনা নয়। সবজি হিসাবে মিষ্টি কুমড়া জনপ্রিয়। মিষ্টি কুমড়া যেমন উপকারী তার শাক, বীজ, ফুল কোনটির উপকারিতাই কম নয়। অনেক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ সপ্তাহে অন্তত দুই থেকে তিন দিন মিষ্টি কুমড়া শাক খাওয়ার উপদেশ দিয়ে থাকেন। মিষ্টি কুমড়া শাক খেলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে, চোখের সমস্যা ভাল হয়।

কুমড়া শাকের উপকারিতা :

১. আয়রনের ঘাটতি পূরণে : মিষ্ট কিুমড়া পাতায় প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে। মিষ্টি কুমড়া শাক খেলে দেহে রক্তের অভাব হ'তে পারে না। নারী ও শিশুদের মধ্যে আয়রনের ঘাটতি বেশী দেখা যায়।

২. ক্ষত সারাতে : মিষ্টি কুমড়া শাকে প্রচুর ভিটামিন সি থাকে। তাই এটি ক্ষত সারাতে বেশ কার্যকর। ফলে যে কোন আঘাত বা অভ্যন্তরীণ সমস্যা দূর করতে কুমড়া শাক খাওয়া উপকারী।

৩. ত্বকের উজ্জ্বলতায় : মিষ্টি কুমড়া পাতা দেখতেও সুন্দর, উজ্জ্বল। এতে আছে প্রচুর ভিটামিন সি। মিষ্টি কুমড়া শাক ত্বককে উজ্জ্বল করে তোলে। সেই সঙ্গে চুলও ভাল রাখে।

৪. হার্ট ভাল রাখতে : কুমড়া শাকে প্রচুর খাদ্য আঁশ আছে। যা উচ্চ মাত্রায় কোলেস্টেরল শোষণ কমায়। পিত্ত, এ্যাসিডের শোষণও হ্রাস করে। ফলে রক্তের কোলেস্টেরল মাত্রা হ্রাস পায়। কোলেস্টেরল কমিয়ে খাদ্য আঁশগুলি হার্টকে শক্তিশালী করে।

৫. দাঁত ও হাড় মযবূত : কুমড়া শাকে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস রয়েছে যা দাঁত ও হাড়কে মযবূত করতে সহায়তা করে।

৬. দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে : দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে সপ্তাহে ২ থেকে ৩ বার কুমড়া শাকের তরকারি, স্যুপ বা কুমড়া পাতার রস খেতে পারেন। এছাড়া চোখের ছানি প্রতিরোধ করতে মিষ্টি কুমড়া শাক ভূমিকা রাখে।

৭. মায়েদের সুস্থতায় : মায়েদের শরীরের প্রয়োজনীয় সব পুষ্টি সরবরাহ করে বলে যেসব মা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান, তাদের জন্যও কুমড়া শাক খুব উপকারী।

৮. কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে : প্রোটিন-সমৃদ্ধ কুমড়া শাক রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, যা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য খুব উপকারী। এছাড়া এই শাক খেলে রক্তের কোলেস্টেরলও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

৯. ক্যান্সার প্রতিরোধে : কুমড়া শাকে প্রচুর ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, ফাইবার ইত্যাদি রয়েছে। যা আপনার শরীরকে ফ্রি র‍্যাডিকাল এবং টক্সিন থেকে সুরক্ষা দেয়। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। শরীরের চামড়া নরম কোমল হয়।

১০. কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে : কুমড়া শাকে থাকা প্রচুর খাদ্য আঁশ হজমে সাহায্য করে। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়।

১১. স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায় : কুমড়া পাতায় প্রচুর পরিমাণ পটাশিয়াম রয়েছে। যা হার্টের অনিয়মিত বিট রোধ করে স্ট্রোকের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়।

১২. ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ : কুমড়া শাক নিয়মিত খেলে ডায়াবেটিস রোগীর উপকার হয়।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

খুৎবার সময় করণীয়

-মুজাহিদুল ইসলাম
হলিধানী, ঝিনাইদহ।

খুৎবাকালীন সময়ও যদি
মসজিদে আস তবে
তোমাকেও দুই রাক'আত ছালাত
আদায় করতে হবে।
কিন্তু আজকে কেন লেখা থাকে
মসজিদের দেওয়ালে
যাবে না ছালাত আদায় করা
লাল বাতি জ্বলাকালে?
খুৎবার সময় কাউকে যদি
চুপ করতেও বল
তবে জানবে এটাও তোমার
অনর্থক কথা হ'ল।
জুম'আর দিনে খুব সংক্ষিপ্ত
একটা সময় আছে
যখন দো'আ কবুল হয়
আল্লাহ তা'আলার কাছে।

কাপুরুষ

- কেশব লাল শীল
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

পর মুখাপেক্ষী আর
কর্তব্য জ্ঞান হীন,
অলস অবোধ ভীরু
করে খায় ঋণ।
আত্ম-বিশ্বাস নেই যার
নেই আত্ম বল,
কাপুরুষ তারাই নয়
এই ধরণী তল।
ক্ষমতা হাতে পেয়ে
করে অপব্যবহার
প্রতিহিংসার বহ্নিতে সদা
অন্তর জ্বলে তার।
বাহু বলে ধন বলে
করায় সন্ত্রাস
রক্তচক্ষু দেখিয়ে সে
পেতে চায় যশ।
সামনে পায় আদাব-সালাম
আড়ালেতে ধিক
প্রতিশোধের নেশায় তার
রয়না হিতাহিত।
প্রেমশূন্য অন্তর তাদের
কালিমাতে ভরা
জ্ঞানচক্ষু অন্ধ তাদের
কাপুরুষ তারা।

আসলো ধরায়

-মোল্লা আব্দুল মাজেদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

জান্নাতের ঐ ফুল বাগিচার শ্রেষ্ঠ সেরা একটি ফুল
আসলো ধরায় পাক বিধানে তরিয়ে নিতে মানবকুল
ছাল্লি'আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদ রাসূল (ছাঃ)
বিপুল প্রভায় দিপ্ত শিখায়
জান্নাতী নূর ভাগ্য লেখায়
পথহারা সব মানবকুলের দিক দিশারী সেই রাসূল (ছাঃ)।
জান্নাতের ঐ ফুল বাগিচার শ্রেষ্ঠ সেরা একটি ফুল
ছাল্লিআলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ রাসূল (ছাঃ)।
ধন্য মাতা মা আমেনা ধন্য সকল সৃষ্টিকুল
ধাত্রী মাতা হালীমার বক্ষে দোলে সেই সে ফুল
ছাল্লি'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ রাসূল (ছাঃ)।
অবিশ্বাসী বদ-নছীবী
জ্যান্ত খবীছ বে-হিসাবী
জাহান্নামের অতল তলে পড়বে যেদিন ভাংবে ভুল
বিশ্বাসীদের শাফা'আতে আসবে ত্বরা যেই রাসূল (ছাঃ)।
জান্নাতের ঐ ফুল বাগিচার শ্রেষ্ঠ সেরা সেই সে ফুল
ছাল্লি'আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদ রাসূল (ছাঃ)।

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া

এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- **Normal Delivery** (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (**Ligation**) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
সিল্ক সিটি ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স
ডক্টরস্ টাওয়ার, (মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে) সিপাইপাড়া, জিপিও-৬০০০, রাজপাড়া, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭০০২৮ মোবা : ০১৩১১-০০৪৮৪৮
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

স্বদেশ

অভাবে তাড়নায় শিশু কন্যাকে বাজারে বিক্রি করতে নিলেন ঠাকুরগাঁওয়ের এক পিতা!

ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী উপযেলায় সাত মাস আগে শাম্মী নামের শিশুটি জন্ম নেয় এক গরীব পিতার ৪র্থ সন্তান হিসাবে। ছয় সদস্যের পরিবারে সবসময়ই লেগে থাকে অভাব অনটন। তাই অভাবের তাড়নায় ৭ মাস বয়সী শিশু কন্যা শাম্মীকে স্থানীয় বাজারে দত্তক অথবা বিক্রি করতে গেলে বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। তখন এলাকাবাসীর বিক্রি না করার পরামর্শে শিশু শাম্মীকে বাড়ি ফেরত নিয়ে আসেন পিতা মতীউর রহমান (৪৬)।

জানা যায়, বিয়ের পরে ছেলে সন্তানের আশায় একে একে জন্ম নেয় ৪ কন্যা সন্তান। এখন সেই চার কন্যা সন্তানসহ মোট ৬ জনের সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন তিনি।

প্রতিবেশীরা বলেন, দিনমজুর মতিউর রহমান সারাদিন কাজ করে যা পান তা দিয়ে সংসার চলে না। তিন মেয়ের লেখাপড়ার খরচ ও ৭ মাস বয়সী শিশুকন্যা শাম্মীর খরচ যোগানোর তেমন কোন অবলম্বন তার নেই। কোন জমি-জায়গাও নেই। অনেক সময় তারা না খেয়ে থাকেন। তাই বাধ্য হয়েই ৭ মাসের শিশু কন্যাকে বিক্রি ও দত্তক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রি করতে বাজারে তুললেন খাগড়াছড়ির এক মা!

স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘদিন যোগাযোগ নেই। নিজে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত। থাকেন পিতার সংসারে। সেখানেও অভাব। তাই কলিজার টুকরা সন্তানকে বিক্রির জন্য বাজারে তুললেন এক মা! দাম চেয়েছেন ১২ হাযার টাকা। পরে স্থানীয় এক জনপ্রতিনিধির হস্তক্ষেপে সন্তান নিয়ে ঘরে ফেরেন ঐ নারী। খাগড়াছড়ি যেলা শহরের এক বাজারে গত ১১ই আগস্ট এমন ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে মা সোনালী চাকমা বলেন, ঘরে খাবার নেই। ওষুধ কেনার টাকা নেই। কিভাবে চলব? কিভাবে বাঁচবো? তাই ছেলেকে ভালো পরিবারে দিতে চেয়েছিলাম।

ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর রামকৃষ্ণকে দেখতে যান সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য বাসন্তী চাকমা এমপি। এসময় তিনি পরিবারটিকে ৬ মাসের খাবার সামগ্রী ও নগদ অর্থ সহায়তা দেন। একই সঙ্গে তাদের একটি সরকারী ঘর দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন বলে জানান।

[আমরা সর্বদা শুনি বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল। গত ১২ই আগস্ট পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, অন্যান্য দেশের তুলানায় বাংলাদেশের মানুষ বেহেশতে আছেন (প্রথম আলো ১৩.৮.২২)। এগুলিই কি তার নমুনা? এরূপ অসংখ্য ঘটনা দেশের সর্বত্র আছে। সবার খবর তো পত্রিকায় আসে না। আল্লাহ দেশকে হেফাযত কর (স.স.)]

সীমান্তে গুলিতে নিহত বাংলাদেশীদের সবাই অপরাধী : বিএসএফ মহাপরিচালক

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে নিহত বাংলাদেশীদের সবাইকে অপরাধী বলে আখ্যায়িত করেছেন বিএসএফ মহাপরিচালক (ডিজি) পঙ্কজ কুমার সিং।

গত ২১শে জুলাই রাজধানীর পিলখানাস্থ বিজিবি সদর দফতরে আয়োজিত পাঁচ দিনব্যাপী সীমান্ত সম্মেলন শেষে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি একথা বলেন। বিএসএফ মহাপরিচালক বলেন, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বিএসএফ গুলিতে নিহত বাংলাদেশীরা সবাই অপরাধী। সবাই মাদক কারবারী বা চোরাকারবারী। আর প্রত্যেকটা গুলির ঘটনাই রাতে ঘটেছে।

একই সংবাদ সম্মেলনে বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহমাদের কাছে প্রশ্ন রাখা হয়, এ বিষয়ে বিএসএফ ডিজির বক্তব্যের সঙ্গে বিজিবি কি একমত? এ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে তিনি বলেন, সীমান্ত হত্যা শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে দু'দেশ একমত হয়েছে।

[গরু পাচারের শাস্তি কি মৃত্যুদণ্ড? আর সে দণ্ড দেবার অধিকার বিএসএফ-এর না আদালতের? বিজিবি কি বর্ডারে থাকে নিহতদের লাশ কুড়ানোর জন্য? ২০১১ সালের ৭ই জানুয়ারী বিএসএফ-এর গুলিতে নিহত কিশোরী ফেলানীর লাশ কাঁটাতারের বেড়ার উপরে ঝুলে ছিল। সে কি গরু পাচার করেছিল? ভারত তার কি বিচার করেছে? বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি যে ভারতের প্রতি কতদূর নতজানু, তা এ ঘটনাতে বুঝা যায়। এতে আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত। এটি একটি স্বাধীন দেশের জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর (স.স.)]

সীমান্ত হত্যাকাণ্ডের পরিসংখ্যান

প্রতিবার সীমান্ত সম্মেলনে সীমান্ত হত্যা বন্ধে আলোচনা হয়; কিন্তু সীমান্ত হত্যা বন্ধ হয় না। দুই দেশের সরকার একে অন্যকে সবচেয়ে কাছের বন্ধু হিসাবে অভিহিত করে। অথচ বিশ্বে প্রাণঘাতী সীমান্তের তালিকায় বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত রয়েছে শীর্ষে। গত জুন মাসেও সীমান্তে নিহত হয়েছে ৫ জন। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) হিসাবে, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বিএসএফয়ের গুলিতে ২০২১ সালে ১৪ জন নিহত, ২০২০ সালে মোট ৪৮ জন এবং ২০১৯ সালে ৪৩ জন। এরমধ্যে গুলিতে ৩৭ জন এবং নির্যাতনে ৬ জন। অপহরণ করা হয়েছে ৩৪ জনকে। আহত হয়েছেন ৪৮ জন। ২০১৮ সালে পরিস্থিতি কিছুটা ভালো ছিল। তারপরও ঐ বছর বিএসএফ সীমান্তে মোট ১৪ বাংলাদেশীকে হত্যা করে।

বিএসএফ প্রধান নিহত সবাইকে অপরাধী বললেও ২০২১ সালে ভারতের মানবাধিকার সংস্থা মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চের (মাসুম) প্রধান কীরিটি রায় সীমান্তে হত্যার প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, চোরাচালানে যখন ঘুষের টাকা বিএসএফ পায় না, তখনই তারা হত্যা করে।

[নিরেট সত্য প্রকাশ করে দেবার জন্য কীরিটি রায়কে ধন্যবাদ (স.স.)]

অতিরিক্ত লবণ খাওয়া বন্ধে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি ৫০ শতাংশ কমে

উচ্চ রক্তচাপের অন্যতম কারণ হিসাবে অতিরিক্ত লবণ খাওয়াকে দায়ী করেছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। তারা বলছেন, দিনে ৫ গ্রাম লবণ সহনীয় হ'লেও মানুষ কয়েকগুণ বেশি খাচ্ছে। বাইরের খাবার থেকেও শরীরে মাত্রাতিরিক্তি লবণ ঢুকে বাড়ছে স্বাস্থ্যঝুঁকি। এই অতিরিক্তি লবণ খাওয়া বন্ধ করা গেলে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি ৫০ শতাংশ কমে যাবে।

সম্প্রতি 'উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগের ঝুঁকি' বিষয়ক এক সেমিনারে এসব কথা বলেন বিশেষজ্ঞরা। তারা রোগটি থেকে সুস্থতার জন্য খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তনের পরামর্শ দেন।

সেমিনারে বক্তারা বলেন, উচ্চ রক্তচাপ দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্যগত সমস্যা। ৫০ শতাংশের বেশী মানুষ তার এ সমস্যা জানেনই না। উচ্চ রক্তচাপের কারণে হৃদরোগ, স্ট্রোক ও কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়। বিশ্বে প্রতিবছর এক কোটির বেশী মানুষ উচ্চ রক্তচাপের কারণে মারা যায়, যা সব সংক্রামক রোগে

মৃত্যুর চেয়ে বেশী। বাংলাদেশে প্রতি পাঁচজনে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ উচ্চ রক্তচাপে ভুগলেও এ বিষয়ে গণসচেতনতা এবং চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে।

সেমিনারে ন্যাশনাল হার্ট ফাউণ্ডেশনের ডা. মাহফুযুর রহমান বলেন, 'অতিরিক্তি লবণ খাওয়া বন্ধ করতে পারলে ৫০ শতাংশের উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমে যেত। যেমন এক প্যাকেট চিপসে ১০ গ্রাম লবণ থাকে। এভাবে সিঙ্গাড়া, সমুচা কিংবা হোটেল-রেস্তোঁরার খাবার থেকে কী পরিমাণ লবণ শরীরে যাচ্ছে, তা মানুষ জানেই না।

লাখো জিপিএ-৫ পেয়েও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় চরম ফল বিপর্যয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বিভিন্ন ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে। এর মধ্যে ক ইউনিটে পাস করেছে ১০.৩৯ শতাংশ, খ ইউনিটে ৯.৮৭ শতাংশ, গ ইউনিটে ১৪.৩ শতাংশ এবং ঘ ইউনিটে পাস করেছেন মাত্র ৮.৫৮ শতাংশ শিক্ষার্থী। যেখানে লাখ লাখ জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেন, সেখানে এত ফেল করার কারণ কী?

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদ ও শিক্ষার্থীরা মনে করছেন- মূলত পরিকল্পিত প্রস্তুতির অভাব, গাইড নির্ভরতা ও মুখস্থ নির্ভর পড়াশোনা ভর্তি পরীক্ষায় ফেলের অন্যতম কারণ।

পাঠ্য বই ভালো ও গোছালোভাবে না পড়া এবং গভীরভাবে আত্মস্থ না করাই বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করার অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনযূরুল ইসলাম। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের গাইড নির্ভরতা কমাতে হবে। মুখস্থ না করে শুরু থেকে মূল বই ভালভাবে আয়ত্ত করতে হবে। বুঝে পড়তে পারলে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় খুব বেশী জটিলতায় পড়তে হবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. ছিদ্দীকুর রহমান বলেন, সেসব শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে তারা সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে খুবই অল্প পড়াশোনা করে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের কারণেই ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলে তাদের এমন বিপর্যয় হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসাইন বলেছেন, দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষায় যে ধস নেমেছে তা বেশ কয়েক বছর ধরেই আমরা লক্ষ্য করছি। আর এটি হয়েছে সরকারের নীতির কারণেই। আসলে শিক্ষার গুণমান ধসে গেছে। কী পরিমাণ ধসে গেছে এর প্রমাণ ভর্তি পরীক্ষার এই ফল।

সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে ৬৫ শিশু-কিশোরসহ শতাধিক আসামীকে ছালাত আদায়, মাদক থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি শর্তে মুক্তি দিলেন বিচারক

সুনামগঞ্জের নারী ও শিশুনির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মুহাম্মাদ যাকির হোসাইন ৬৫ শিশু-কিশোরসহ শতাধিক আসামীকে গত ২০শে জুলাই দুপুরে ভালো কাজের শর্তে মুক্তি দানের বিরল এই রায় ঘোষণা করেন। এর আগেও একই বিচারক ১৪৫ মামলায় ২০০ শিশু-কিশোরকে কারাগারের বদলে পরিবারে ফেরত পাঠান বলে আদালতের পিপি নান্টু রায় জানান।

প্রবেশন ব্যবস্থায় বিচার শেষে কেউ যখন দোষী সাব্যস্ত হওয়ার উপক্রম হয় তখন বিশেষ সুযোগ দিতে পারে আদালত। এখানে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মেনে চলার জন্য কতকগুলো শর্ত দেওয়া হয়। আসামী শর্ত মানছেন কি-না তা দেখার জন্য দেশের প্রতিটি যেলায় আছেন প্রবেশন কর্মকর্তা। পিপি বলেন, বিচারক যাদের প্রবেশন দিয়েছেন তারা বিভিন্ন ছোটখাটো মামলার আসামী ছিলেন। পারিবারিক, সামাজিক ও গ্রাম্য কোন্দলের পর পরিবারের বড়দের সঙ্গে আসামী হয় অনেকে।

আদালত যেসব শর্ত দিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে প্রতিদিন দু'টি ভালো কাজ করে ডায়েরীতে লিপিবিদ্ধ করা, গাছ লাগানো ও পরিচর্যা, নিয়মিত ধর্ম পালন, পিতা-মাতার আদেশ মেনে চলা, মাদক থেকে দূরে থাকা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ইত্যাদি।

তাদের পর্যবেক্ষণে রাখার জন্য যেলা প্রবেশন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিয়েছে আদালত। যিনি তিন মাস পরপর ১ বছর পর্যন্ত আদালতে এ বিষয়ে প্রতিবেদন দেবেন।

একই দিনে বিচারক ২৫ দম্পতিকেও সংসারে ফিরে যাওয়ার রায় ঘোষণা করেছেন। স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করা এমনই একজন নারী হাসনা। যার সংসার ভাঙে ১১ বছর আগে। তার অনুভূতি- 'মামলা করার পর ১১ বছর ধরে খুব কষ্ট করেছি। সমাজ ভাল চোখে দেখেনি। পরিবারেও ছিলাম উপেক্ষিত। সবকিছু ছিল এলোমেলো। আদালত আজ আমাদের আবার এক করে দিয়েছে। সংসারের সুখ-দুঃখ মোকাবেলা করে পরস্পরকে ধরে বাকী জীবন কাটাতে চাই।

অন্যদিকে গত ২রা আগস্ট নিয়মিত ছালাত আদায় এবং মাদক সেবন না করার শর্তে মুক্তি দিয়েছেন মৌলভীবাজারের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মাদ আলী আহসান। মুক্তি পাওয়া নূর মিঞা শ্রীমঙ্গল উপযেলার সিরাজনগরের বাসিন্দা।

আদালত সূত্রে জানা যায়, একটি মারামারির ঘটনাকে কেন্দ্র করে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় এদিন তিন বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন আদালত। কিন্তু আসামী পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হওয়ায় তাকে কারাগারে না পাঠিয়ে সংশোধনের সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন আদালত। প্রবেশন আইনে নিয়মিত ছালাত আদায়, ১০০টি গাছ রোপণ, নতুন করে কোনও অপরাধে জড়িত না হওয়া, মাদক থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি শর্তে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। প্রবেশনকালে এসব শর্তের কোনটি ভঙ্গ করা হ'লে তাকে আদালতের দেওয়া তিন বছরের কারাদণ্ড কারাগারে থেকে ভোগ করতে হবে। মৌলভীবাজার যেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এএসএম আযাদুর রহমান বলেন, 'এমন ব্যতিক্রমী রায় অপরাধ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

[গতানুগতিক বিচারের বাইরে গিয়ে এরূপ সংশোধনমূলক ও মানবিক প্রয়াসের জন্য বিচারকদ্বয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ! আমরা তাঁদের জন্য প্রাণভরে দো'আ করছি, যেন তাঁরা এই নীতির উপর আমৃত্যু দৃঢ় থাকতে পারেন। উল্লেখ্য, বিচারক মুহাম্মাদ যাকির হোসাইন গত ১৫ই মার্চ ৫০ এবং ৮ই জুন ৪৫ দম্পতিকে স্ব স্ব সংসার জীবনে ফিরিয়ে দিয়েছেন (স.স.)]

হৃদরোগীদের ভরসার জায়গা সরকারী হাসপাতাল হাইপার অ্যাকিউট স্ট্রোক কেয়ার সেন্টার

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতালের দশম তলায় অবস্থিত ২০২০ সালে স্থাপিত ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাইপার অ্যাকিউট স্ট্রোক কেয়ার সেন্টার। পরিণত হয়েছে সবধরনের স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভরসাস্থলে। তাই রোগীর চাপ সবসময় লেগেই আছে সেখানে। সরকারী এই হাসপাতালটির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক বাংলাদেশে নিউরো মেডিসিন এর অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক ডা. কাজী দীন মোহাম্মদ।

প্রতিষ্ঠানের যুগ্ম পরিচালক অধ্যাপক বদরুল আলম বলেন, স্ট্রোকের আধুনিক চিকিৎসার জন্য সারা বিশ্বে যত পদ্ধতি বর্তমান, সবগুলোই আমাদের এখানে রয়েছে। রোগীদের যরূরী চিকিৎসার অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আমরা জোগাড় করেছি এবং ব্যবহার করছি। পাশাপাশি প্রশিক্ষিত চিকিৎসক-নার্স ও সহযোগী জনবল আমরা নিয়োগ করেছি। স্ট্রোকের রোগীদের চিকিৎসার এত বড় কেন্দ্র সরকারী বা বেসরকারীভাবে দেশের আর কোথাও নেই।

তিনি বলেন, এখানে অস্ত্রোপচার বা শয্যায় কোন খরচ নেই। থাকা-খাওয়া ও ওষুধপত্র বিনামূল্যে দেওয়া হয়। বড় অপারেশন তথা মাথার খুলি কেটে অপারেশন করলে সব মিলিয়ে ২৫ থেকে ৩০ হাযার টাকার মতো খরচ হয়।

প্রতিষ্ঠানের দশম তলায় রোগীর আত্মীয়দের ওয়ার্ডে ঢোকার ব্যাপারে কড়াকড়ি ব্যবস্থা। নির্দিষ্ট সময়ে একজন আত্মীয় রোগীর কাছে কিছু সময়ের জন্য যেতে পারেন। রোগীর কাছে কোন আত্মীয় থাকার দরকার হয় না। রোগীর খাওয়া-দাওয়া, পেশাব-পায়খানা করানো, পাশ ফেরানোসহ সব ধরনের সহায়তা করেন চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য সহযোগী স্বাস্থ্যকর্মী।

১০০ শয্যার এ স্ট্রোক সেন্টারে কাজ করেন ২০ জন স্ট্রোক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, ৮০ জন বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স এবং আয়াসহ সহযোগী স্বাস্থ্যকর্মী ৮০ জন। তাদের ওপরে আছেন ৭জন অধ্যাপক। দুই ওয়ার্ডেই ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা আছে।

চিকিৎসকেরা বলেছেন, স্ট্রোক হওয়ার সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যে হাসপাতালে আনা সম্ভব হ'লে অধিকাংশ রোগীকে পুরোপুরি সুস্থ করে তোলা সম্ভব। চিকিৎসা নিতে যত বিলম্ব হয়, পুরোপুরি সুস্থতার সম্ভাবনা তত কমে যায়।

বিদেশ

অত্যধিক তাপমাত্রায় মারা যাচ্ছে মানুষ, পুড়ছে বনাঞ্চল; সেতু মুড়িয়ে রাখা হয়েছে ফয়েলে

অত্যধিক তাপমাত্রা ও দাবানল এই দুইয়ে ইউরোপের নাভিশ্বাস তুলে ফেলছে। মানুষ মারা যাচ্ছে, পুড়ছে বনাঞ্চল। অন্যদিকে বাড়ি, রাস্তা, বিমানবন্দর এমনকি সেতুর লোহা পর্যন্ত গলে যাচ্ছে গরমে। ফলে সেতু মুড়িয়ে রাখা হচ্ছে ফয়েল পেপারে।

আবহাওয়ার এ চরম অবস্থা বিরাজ করছে পুরো ইউরোপ জুড়ে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ব্রিটেন, স্পেন, ফ্রান্স, ডেনমার্ক ও জার্মানীর। তাপপ্রবাহে এরই মধ্যেপর্তুগালে এক হাযার, স্পেনে পাঁচ শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। অন্য দেশগুলোতেও কম বেশী মারা যাচ্ছে। দাবানলের কাছাকাছি এলাকাগুলো থেকে লোকজনকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

সবচেয়ে কঠিন অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন স্থাপনা বা অবকাঠামোর ক্ষেত্রে। কাঠের বাড়িঘরে আগুন লেগে পুড়ে যাচ্ছে। বিমানবন্দরের রানওয়ে ও সড়কের বিটুমিন গলে যাচ্ছে। ফলে ব্যাহত হচ্ছে বিমান ও যান চলাচল।

প্রচণ্ড গরমে রেললাইন বেঁকে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আগুন ধরে যাওয়ারও ঘটনা ঘটছে। ফলে রেললাইনগুলোকে ঠাণ্ডা রাখতে রং করার কাজ শুরু হয়েছে। কোথাও কোথাও গরমের কারণে ট্রেনের সিগন্যাল গলে গেছে।

গরমের জেরে সেতুর কোথাও যেন ফাটল না ধরে, তাই লন্ডনের ঐতিহ্যবাহী হ্যামারস্মিথ সেতুর পুরোটাকে ফয়েল দিয়ে মুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। সেতুকে ঠাণ্ডা রাখতে সোয়া ৪ লাখ পাউন্ড খরচ করে বিশেষ তাপনিয়ন্ত্রক যন্ত্র আনা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে মসজিদ ও মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে ৩১ শতাংশ

গত ৯ই জুলাই যুক্তরাষ্ট্রব্যাপী বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা পবিত্র ঈদুল আযহা পালন করেছেন। দেশটির ৩ হাযারেরও বেশী মসজিদের ব্যবস্থাপনায় এবারে ঈদের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে খোলা মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রায় আড়াই হাযার জামা'আত। দ্য অ্যাসোসিয়েশন অব স্টাটিস্টিশিয়ান্স অব আমেরিকান রিলিজিয়াস বডিস-এর সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

জানা গেছে, গত দু'দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মসজিদ ও মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মসজিদের সংখ্যা ছিল ১২০৯টি। মসজিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালের সর্বশেষ গণনায় যুক্তরাষ্ট্রে মোট মসজিদের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭৯৬টি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী মসজিদ রয়েছে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে ৩৪৩টি।

মুসলিম জাহান

বিশ্বসেরার তালিকায় সঊদী আরবের ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্বের শীর্ষ ৫০টি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় বিভিন্ন শাখায় সঊদী আরবের ১৫টি ইউনিভার্সিটি স্থান পেয়েছে। এর আগে এই তালিকায় দেশটির ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ছিল। এই তালিকাটি সাংহাই র‍্যাঙ্কিং নামে পরিচিত।

এর মধ্যে ১৫তম ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ইন এনার্জি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অর্জন করেছে কিং আবদুল্লাহ ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। আর ২৪তম ওয়ার্ল্ড ন্যানোসায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অর্জন করেছে কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়। চলতি বছর লিগ টেবিলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রকৌশল, জীব বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞান-সহ ৫৪টি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর র‍্যাঙ্কিং করা হয়েছে।

এছাড়া বৈজ্ঞানিক গবেষণার মান বিচার করে আরব বিশ্বে প্রথম স্থান দখল করেছে সঊদী আরব। আর বিশ্বে ৩০তম।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কনটেইনার জাহায নির্মাণ করল চীন

২২ তলার সমান বিশ্বের সর্ববৃহৎ কনটেইনার জাহায নির্মাণ করেছে চীন। গত কয়েক বছরে চীনে জাহায প্রস্তুতকরণ শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন হয়েছে। বড় আকারের যুদ্ধ জাহায, কনটেইনার শিপ এবং বড় ক্রুজসহ সবধরনের জাহায তৈরী করার সক্ষমতা অর্জন করেছে তারা। বিশাল এ জাহাযের দৈর্ঘ্য ৪০০ মিটার বা প্রায় অর্ধ কি.মি.। যা যুদ্ধ জাহাযের চেয়েও দীর্ঘ। ডেকের আয়তন ৩.৫টি ফুটবল মাঠের সমান। কার্গোর গভীরতা ৩৩.২ মিটার। এতে একসাথে ২৪ হাযার কনটেইনারে ২.৪ লাখ টন মালামাল পরিবহন করা যায়। জাহাযটির উচ্চতা ২২ তলা ভবনের সমান। জাহায মালিকদের মতে, এটি মালামাল পরিবহনের রাজা। জ্বালানী সাশ্রয়ের দিক থেকেও এটি সেরা। কম জ্বালানী ব্যবহার করে দ্রুত গতিতে চলতে পারবে এটি। এছাড়া চীনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ডিজাইনের কারণে ঐতিহ্যবাহী জাহাযের তুলনায় এর প্রতিদিন কার্বন নির্গমনের পরিমাণ ৩৮ টন কম হবে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

প্রশিক্ষণ

বুধহাটা, আশাশুনি, সাতক্ষীরা ২৩শে জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার আশাশুনি উপযেলাধীন বুধহাটা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক হাবীবুল্লাহ বাহারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, অর্থ সম্পাদক কেরামত আলী, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও উপযেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা হাবীবুর রহমান প্রমুখ।

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ২৫শে জুন শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের উপকণ্ঠে বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা মসজিদে সাতক্ষীরা সদর ও শ্যামনগর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক আসাদুল্লাহ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক ও যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন প্রমুখ।

মানিকহার, তালা, সাতক্ষীরা ২৬শে জুন রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার তালা উপযেলাধীন মানিকহার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আ. ন. ম সাইফুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান ও যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন।

কলারোয়া, সাতক্ষীরা ৩০শে জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার কলারোয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে কলারোয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা রবীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহীদুযযামান ফারূক, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন প্রমুখ।

জাহানাবাদ, মোহনপুর, রাজশাহী ১১ই জুলাই সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন জাহানাবাদ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জাহানাবাদ এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীন।

আনন্দনগর, নওগাঁ ২রা আগস্ট মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন আনন্দনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাষ্টার নাযীমুদ্দীন, নওগাঁ সদর শাখা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ও মান্দা উপযেলার ফতেহপুর শাখার সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আকবর আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম।

মাসিক ইজতেমা

মুসলিম পাড়া, রংপুর ৩রা জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর রংপুর শহরের মুসলিম পাড়াস্থ শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর ও আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির।

কোমরপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ১২ই জুন রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার কলারোয়া উপযেলাধীন কোমরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনাবাড়িয়া এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুছ ছবূর।

উত্তর ভাদিয়ালী, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ২৭শে জুন সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার কলারোয়া উপযেলাধীন উত্তর ভাদিয়ালী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কাকডাঙ্গা এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। সোনাবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কেরামত আলী, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, উপযেলা 'আন্দোলন' সভাপতি মাওলানা রবীউল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান।

শীবপুর পূর্বপাড়া, মোহনপুর, রাজশাহী ৮ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন শীবপুর পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের মুছল্লীদের উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায়

কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। উল্লেখ্য যে, এ সময়ে 'আল-'আওন'-এর ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে ১৫ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ১০ জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়। অতঃপর বাদ মাগরিব ডা. সিরাজুল ইসলামকে আহ্বায়ক করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট 'আন্দোলন'-এর নতুন শাখা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

ছোট বেলাইল, বগুড়া ৩০শে জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন সিঙ্গাপুর শাখা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মুহাম্মাদ মোয়াযযম হোসাইন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন।

তা'লীমী বৈঠক

বাংলা হিলি, দিনাজপুর-পূর্ব ১২ই জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বিরামপুর থানাধীন বাংলা হিলিতে অবস্থিত হিলফুল ফুযূল মাদ্রাসায় এবং বাদ এশা নওপাড়া আহলেহাদীছ জামে মাসজিদে তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলমাস হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকদ্বয়ে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর, আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ ও সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। উল্লেখ্য যে, মাগরিবের কিছু পূর্বে কেন্দ্রীয় মেহমানগণ পার্শ্ববর্তী হাকিমপুর উপযেলার অন্তর্গত বোয়ালদার ইউনিয়নের খাড়িরপুল নামক একটি স্থান পরিদর্শন করেন, যেখানে প্রায় শতবর্ষী একটি গাছকে কেন্দ্র করে শিরকী বিশ্বাস ও পূজা চলমান ছিল। এলাকার মানুষ বিশ্বাস করত এ গাছের মাধ্যমে তাদের ভাগ্য পরিবর্তন হবে, ভবিষ্যৎ জীবন সুখময় হবে এবং এ গাছের যে ক্ষতি করবে সে মারা যাবে। যদিও গাছটির মালিক আহলেহাদীছ পরিবারের সদস্য ছিলেন। বিষয়টি 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' হাকিমপুর উপযেলা দায়িত্বশীলগণের দৃষ্টিতে এলে তারা গাছটির মালিকের বাসায় যান এবং একে কেন্দ্র করে যে শিরকী কার্যকলাপ চলছে সে ব্যাপারে তাকে সতর্ক করেন। তিনি বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হন। অতঃপর সংগঠনের পক্ষ থেকে গাছটি ক্রয় করে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূরের নেতৃত্বে সেদিনই গাছটি কেটে ফেলা হয়। *ফালিল্লাহিল হামদ।*

পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ২৯শে জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার পতেঙ্গা থানাধীন স্টিলমিল বাজার সংলগ্ন বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শেখ সাদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসাইন ছাব্বির।

কক্সবাজার ৫ই আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ কক্সবাজার শহরের প্রাণকেন্দ্র বাজারঘাটায় অবস্থিত ও ইসলামিক কমপ্লেক্স রাজশাহীর অধীনে পরিচালিত হাফেয আহমাদ চৌধুরী জামে মসজিদে তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তা'লীমী বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম। বৈঠক শেষে প্রদীপ বড়ুয়া (উখিয়া) নামক জনৈক বৌদ্ধ কেন্দ্রীয় মেহমানের নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। যেলা 'আন্দোলন'-এর পক্ষ থেকে তাকে ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) সহ এক সেট বই হাদিয়া দেওয়া হয়। একই দিন বাদ মাগরিব যেলার ঈদগাঁ উপযেলার আনু মিয়া শিকদার ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদে আরেকটি তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তা'লীমী বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান, যেলা 'আন্দোলন-এর সহ-সভাপতি আবুদাঊদ চৌধুরী, ঈদগাঁ উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রেযাউল করীম শিকদার, যেলা 'যুবসংঘ'-এর যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল আযীয, উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল গাফফার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দারুশা বেজোড়া, পবা, রাজশাহী ৫ই আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার পবা উপযেলাধীন দারুশা বেজোড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পবা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির সভাপতি মুহাম্মাদ তাহাবুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তা'লীমী বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ছানাবিয়া ১ম বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মসজিদের পেশ ইমাম হাফেয ফরীদুল ইসলাম।

সন্তোষপুর, শাহমখদুম, রাজশাহী ৬ই আগস্ট শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার শাহমখদুম থানাধীন সন্তোষপুর-পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির উপদেষ্টা জনাব মকবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তা'লীমী বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

কমিটি গঠন

সুনামগঞ্জ ২৫শে জুন শনিবার : সুনামগঞ্জ যেলার বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ উপলক্ষে ট্রলারে করে যেলার তাহেরপুর উপযেলার বিভিন্ন গ্রামে ত্রাণ বিতরণ শেষে ফেরার পথে ট্রলারের ছাদে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন। আলোচনা শেষে মুহাম্মাদ আবূ হানীফকে আহ্বায়ক ও মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে সুনামগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ হলেন মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীন, মুহাম্মাদ রুহুল আমীন, মুহাম্মাদ নূরুযযামান ও মুহাম্মাদ মুনীরুয্যামান।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

গাইবান্ধা ও রংপুর ১৮-২৬শে জুন : কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ গত ১৭ই জুন শুক্রবার হ'তে ২৫শে জুন শনিবার পর্যন্ত গাইবান্ধা-পূর্ব ও পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা এবং রংপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার বিভিন্ন স্থানে তাবলীগী সফর করেন। এ সময়

তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আশরাফুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম, বোনারপাড়া এলাকার যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রাযযাক প্রমুখ। সফরের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নরূপ :

১৭ই জুন শুক্রবার গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সাঘাটা উপযেলাধীন বাজিতনগর তাওহীদ ট্রাস্ট নির্মিত মসজিদে তিনি জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। অতঃপর একই দিন বাদ আছর বারকোনা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব আমদিরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ এশা বাদিনার পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ১৮ই জুন শনিবার বাদ ফজর বারকোনা-পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ যোহর মামুদপুর তাওহীদ ট্রাস্ট নির্মিত জামে মসজিদে, বাদ আছর বগারভিটা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব বসন্তে রপাড়া বড় জামে মসজিদে, বাদ এশা বসন্তেরপাড়া বায়তুন নূর জামে মসজিদে; ১৯শে জুন রবিবার বাদ যোহর কাঠুর জামে মসজিদে, বাদ আছর জুমারবাড়ী বাজার জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব ডাক বাংলা মাদ্রাসা জামে মসজিদে, বাদ এশা যাদুর তাইড় জামে মসজিদে; ২০শে জুন সোমবার বাদ যোহর খামার পবনতাইড় জামে মসজিদে, বাদ আছর ধনারুহা তাওহীদ ট্রাস্ট নির্মিত জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব মুক্তির বাজার জামে মসজিদে; ২১শে জুন মঙ্গলবার বাদ যোহর রামনগর জামে মসজিদে, বাদ আছর অনন্তপুর জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব বোনারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ২২শে জুন বুধবার বাদ যোহর ওছমানের পাড়া জামে মসজিদে, বাদ আছর কামালের পাড়া জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব গড়গড়িয়া জামে মসজিদে; ২৩শে জুন বৃহস্পতিবার বাদ ফজর দক্ষিণ গড়গড়িয়া ওয়াক্তিয়া মসজিদে, বাদ আছর সদর থানাধীন গৌড় সরকার দারুল হুদা আলিম মাদ্রাসা মসজিদে, বাদ মাগরিব থানছিপুর জামে মসজিদে, বাদ এশা নশরৎপুর জামে মসজিদে; ২৪শে জুন শুক্রবার গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সাদুল্লাপুর থানাধীন ভাতগ্রাম জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা, বাদ মাগরিব সুন্দরগঞ্জ থানাধীন ফতেহখাঁ জামে মসজিদে, বাদ এশা সোনারায় জামে মসজিদে; ২৫শে জুন শনিবার রংপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার পীরগাছা থানাধীন ডিগতারী জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব নাচনী ভাগোয়া তাওহীদ ট্রাস্ট নির্মিত জামে মসজিদে, বাদ এশা দিগতাড়ী বড় জামে মসজিদে এবং ২৬শে জুন রবিবার বাদ ফজর দিগতাড়ী দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদে তাবলীগী সফর করেন।

যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের হজ্জব্রত পালন

গত ২৩শে জুন ২০২২ইং রোজ বৃহস্পতিবার রাত্রি ১১-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম পবিত্র হজ্জব্রত ১৪৪৩ হিঃ পালনের উদ্দেশ্যে সঊদী আরব গমন করেন। এসময় তাঁরা মক্কা ও মদীনায় বিভিন্ন দাওয়াতী কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন এবং বিশিষ্টজনদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। যাদের মধ্যে ছিলেন মক্কাস্থ দাওয়াহ এসোসিয়েশনের পরিচালক এবং দারুল হাদীছ আল-খাইরিয়াহ-এর সাবেক পরিচালক ড. ছালেহ বিন ইউসুফ আয-যাহরানী, নির্বাহী পরিচালক শায়খ মূসা বিন সালমান আল-মালেকী, রাবেতা আলমে ইসলামীর কর্মকর্তা ও উম্মুল ক্বোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরিচালনা পরিষদ সদস্য ড. হাশেম আলী আহমাদ আল-আহদাল, কা'বার গিলাফের লিপিকার ও বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত সঊদী নাগরিক জনাব মুখতার আলম শিকদার, মাসজিদুল হারামে কর্মরত একমাত্র বাংলাদেশী মুফতী ড. মানছূর গোলাম (টেকনাফ) প্রমুখ।

দীর্ঘ ৩৬ দিনের সফর শেষে গত ৩০শে জুলাই রাত ২টায় তারা ঢাকায় অবতরণ করেন। উল্লেখ্য যে, এ বছর আন্দোলন-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ক্বারী হারূন, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, বাগেরহাট যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, ঢাকা (উত্তর) যেলা সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, জামালপুর (দক্ষিণ) যেলা সভাপতি বজলুর রহমান, কুষ্টিয়া (পূর্ব) যেলা সভাপতি ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ খালেদ, যুবসংঘ দিনাজপুর (পশ্চিম) যেলা সভাপতি মুছাদ্দিক বিল্লাহসহ সংগঠনের বিভিন্ন যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ হজ্জব্রত পালন করেন।

কমিটি গঠন

কক্সবাজার ৫ই আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর কক্সবাজার শহরের প্রাণকেন্দ্র বাজারঘাটায় অবস্থিত ও ইসলামিক কমপ্লেক্স রাজশাহীর অধীনে পরিচালিত হাফেয আহমাদ চৌধুরী জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কক্সবাজার যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আবুদাঊদ চৌধুরী, সেক্রেটারী মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান প্রমুখ। সমাবেশে আরাফাত হোসাইনকে আহ্বায়ক ও আব্দুল আযীযকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট কক্সবাজার যেলা 'যুবসংঘে'র আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

সোনামণি

মাদারটেক, সবুজবাগ, ঢাকা ১৭ই জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সবুজবাগ থানাধীন মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের পেশ ইমাম ও সবুজবাগ থানা 'সোনামণি'র উপদেষ্টা মাওলানা মুহাম্মাদ আনীসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম, নাজমুন নাঈম ও ঢাকা যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক হাফেয আব্দুর রাযযাক। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র মাদ্রাসার শিক্ষক ও সবুজবাগ থানা 'সোনামণি'র পরিচালক হাফেয নাজমুছ ছাকিব।

নাকড়াদীঘি, গোদাগাড়ী, রাজশাহী ১লা জুলাই রবিবার : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার গোদাগাড়ী উপযেলাধীন নাকড়াদীঘি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অত্র উপযেলা 'সোনামণি'র উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও আবু রায়হান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র মসজিদের খতীব ও উপযেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ ফায়ছাল মাহমূদ।

সোনামাসনা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৩রা জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার নাচোল থানাধীন সোনামাসনা আল-মাদ্রাসাতু রহমানিয়াহ আস-সালাফিইয়াহ ও ইয়াতীমখানা সংলগ্ন জামে মসজিদে যেলা 'সোনামণি'র উদ্যোগে 'সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা'২২' উপলক্ষে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক মাওলানা হাসীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর

সভাপতি মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইন, অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক আব্দুল বাছীর ও মুনীরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ ইয়াকূব আলী।

সিংহমারা, মোহনপুর, রাজশাহী ২২শে জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন সিংহমারা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন উপযেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ তারেক।

প্রবাসী সংবাদ

আল-খাফজী, সঊদী আরব ১০ই জুলাই রবিবার : অদ্য ঈদুল আযহার পরেরদিন বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' আল-খাফজী ছানাইয়া শাখার উদ্যোগে আল-খাবজী ইসলামিক সেন্টারে ঈদ-পরবর্তী এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। খাফজী ছানাইয়া শাখার সভাপতি কাযী শামীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুশফিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সঊদী আরব শাখার সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল হাই এবং যুব-বিষয়ক সম্পাদক জনাব আবদুল্লাহ আল ফারূক। আরো উপস্থিত ছিলেন আল-খাফজী শিমালিয়া শাখার সভাপতি তোফাযযল হোসাইন এবং শিমালিয়া ও ছানাইয়া শাখার সকল দায়িত্বশীলবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শাখার অর্থ সম্পাদক হাফেয হারূনুর রশীদ।

দাম্মাম, সঊদী আরব ১৪ই জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব দাম্মামের কীযায মহল্লায় দাম্মাম শাখা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে ঈদ-পরবর্তী এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দাম্মাম শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন শাখার সহ-সভাপতি গাযী জামালুদ্দীন ছফিউল্লাহ। অতঃপর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কেন প্রয়োজন' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ মুন্না। অন্যান্য দায়িত্বশীলদের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য পেশ করেন যিয়াউর রহমান, আবুল কালাম আযাদ, ফখরুল ইসলাম ও আবুল বাশার। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন মুহাম্মাদ মাসঊদ। করোনা ভাইরাসের কারণে দীর্ঘ দুই বছর পর সরাসরি এই অনুষ্ঠান করতে পেরে উপস্থিত সকলে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করেন এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম আরো গতিশীল করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মদীনা, সঊদী আরব, ২২শে জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ মদীনার নিকটস্থ ইস্তিরাহাত নাইসে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সঊদী আরব শাখা কর্তৃক এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুশফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম। আরো উপস্থিত ছিলেন সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয আখতার মাদানী, সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল হাই মাদানী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার লিয়াকত হোসাইন, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান মাদানী। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন রিয়াদ থেকে আগত সানাইয়া আছেমা শাখার সাধারণ সম্পাদক মুনীর হোসাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক নাছির হোসাইন, অর্থ সম্পাদক আবুল হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ছাবের হোসাইন ও সানাইয়া কাদীমা শাখার দফতর সম্পাদক যিয়াউদ্দীন। এছাড়া আল-ক্বাছীম থেকে অংশগ্রহণ করেন আল-ক্বাছীম 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবু যয়নাব সাদ্দাম, আল-খাফরা শাখা সহ-সভাপতি মোস্তফা ভুঁইয়া, 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার আইটি বিভাগের সদস্য আল-আমীন মুন্সী ও রাফসান হাসান। ইঞ্জিনিয়ার লিয়াকত হোসাইনের সঞ্চালনায় এবং আবু যয়নাব সাদ্দামের ব্যবস্থাপনায় উক্ত অনুষ্ঠানে ক্বাযী হজ্জ কাফেলার মাধ্যমে আগত হাজীগণকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়।

মৃত্যু সংবাদ

(১) রাজশাহী-সদর যেলার পবা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা ও নওহাটা কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আব্দুল্লাহ সালাফী (৬৩) পাকস্থলিতে ক্যান্সার জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১৪ই জুন মঙ্গলবার বিকাল ৬-টা ৫০ মিনিটে রাজশাহী শহরের বর্ণালীস্থ ডলফিন ক্লিনিকে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র ও ১ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। পরদিন সকাল ৮-টায় নওহাটা সরকারী কলেজ ময়দানে তার প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। জানাযায় 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুর্রুল হুদা, পবা উপযেলার সভাপতি মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীকসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর তার দ্বিতীয় জানাযার ছালাত সকাল ৯-টায় উপযেলার দারুশা এলাকাধীন দেবেরপাড়া ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ইমামতি করেন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

(২) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (৬০) প্যানক্রিয়াসে টিউমার ও জন্ডিস জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৮শে জুলাই বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৩-টায় নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র ও ৩ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন, সাংগঠনিক সাথী ও গুণগ্রাহী রেখে যান। ঐদিন রাত ৯-টায় তার নিজ গ্রাম নীলফামারী যেলার জলঢাকা উপযেলাধীন মৌজা শৈলমারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুস্তাফীযুর রহমান। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ডা. মুতীউর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, নীলফামারী-পশ্চিম যেলার সহ-সভাপতি সাখাওয়াত হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর ছামাদ, দিনাজপুর-পূর্ব যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ শহীদুল আলম, লালমণিরহাট যেলার সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমান, রংপুর-পশ্চিম যেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মোকছেদুর রহমানসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

[আমরা তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাদের শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪৪১) : আমি আরব আমিরাতে বাস করি। এখানে একটি মসজিদে আযান হয়। আর বাকি মসজিদগুলোতে একই আযান জিপিএসের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। এভাবে আযান দেওয়া যাবে কি? এরূপ আযান শুনে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ, উম্মুল কোয়াইন
আরব আমিরাত।

উত্তর : উক্ত পদ্ধতি শরী'আত সম্মত নয়। বরং প্রত্যেক মসজিদে ওয়াক্ত হ'লে পৃথক পৃথক মুয়াযযিন আযান দিবে এবং ছালাত আদায় করবে। সমকালীন বিদ্বানগণ অধিকাংশই এরূপ আযানকে নাজায়েয সাব্যস্ত করেছেন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/৬২, ৬/৬৯; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৮/০২; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৬/৩২৯)*। শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত আযানকে বিদ'আত বলে সতর্ক করেছেন *(যঈফাহ হা/৫৬৪০-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। তাছাড়া উক্ত পদ্ধতিতে আযান দেওয়াতে নানাবিধ ক্ষতি রয়েছে। যেমন (১) বহু মুওয়াযযিন আযান দেওয়ার ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। (২) এটি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের বিরোধী। কারণ তিনি বলেন, ছালাতের ওয়াক্ত হ'লে তোমাদের মধ্যে একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ছালাতে ইমামতি করবে *(বুখারী হা/৬২৮; মিশকাত হা/৬৮৩)*। (৩) এটি রাসূল (ছাঃ) থেকে আজ অবধি চলমান সুন্নাতের বিরোধী। কারণ রাসূল (ছাঃ)-এর আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রত্যেক মসজিদে পৃথক আযানে ছালাত সম্পন্ন হয়ে আসছে *(মুজাম্মাউল ফিক্বহিল ইসলামী)*। তবে ছালাত হয়ে যাবে। কেননা ছালাত সিদ্ধ হওয়ার জন্য আযান শোনা নয় বরং ছালাতের সময় হওয়া শর্ত।

প্রশ্ন (২/৪৪২) : ফেরেশতাগণের নামে সন্তানের নামকরণে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-হাবীবুল্লাহ
কাটাখালী, রাজশাহী।

উত্তর : ফেরেশতাগণের নামে সন্তানের নাম রাখা যায়। অধিকাংশ বিদ্বান নবী-রাসূল ও ফেরেশতাগণের নামে নাম রাখাকে জায়েয বলেছেন *(নববী, আল-মাজমূ' ৮/৪৩৬; বাহুতী, কাশশাফুল কেনা' ৩/২৭)*। তবে এর পরিবর্তে সুন্দর ও অর্থপূর্ণ নাম বা 'আব্দ' যুক্ত নাম রাখা উত্তম। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের নামগুলোর মধ্যে আব্দুল্লাহ (আল্লাহ্র দাস) ও আব্দুর রহমান আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয়' *(মুসলিম হা/২১৩২; মিশকাত হা/৪৭৫২)*। উল্লেখ্য, 'তোমরা নবীদের নামে নাম রাখো, কিন্তু ফেরেশতাদের নামে নাম রেখো না' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি খুবই 'যঈফ' *(যঈফুল জামে' হা/৩২৮৩)*।

প্রশ্ন (৩/৪৪৩) : জুম'আর দিন ছিয়াম পালন করা মাকরূহ। কিন্তু আরাফার দিনটি যদি জুম'আর দিন হয়, তাহ'লে সেদিন ছিয়াম পালন করা যাবে কি?

-আনাস, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।

উত্তর : যাবে। কেননা বিশেষ দিনের ছিয়াম যেমন আরাফা বা আশূরার ছিয়াম, ক্বাযা বা মানতের ছিয়াম বা অভ্যাসগত ছিয়াম ইত্যাদি কারণে জুমআ'র দিন ছিয়াম পালনে বাধা নেই *(নববী, আল-মাজমূ' ৬/৪৩৭; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৩/১৭০)*।

প্রশ্ন (৪/৪৪৪) : ছালাতরত অবস্থায় ইস্তিহাযার রক্ত আসলে করণীয় কি? এছাড়া ইস্তিহাযার রক্ত কাপড়ে লাগলে ঐ কাপড়ে ছালাত হবে কি?

-আমেনা খাতুন, ধুনট, বগুড়া।

উত্তর : ছালাতরত অবস্থায় ইস্তিহাযার রক্ত বের হ'লেও ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, আমার রক্তস্রাব হ'তেই থাকে এবং আমি কখনো পবিত্র হ'তে পারি না। আমি কি ছালাত ছেড়ে দিব? তিনি বলেন, না। এটা হায়েযের রক্ত নয় বরং এক প্রকার শিরাজনিত রোগ। তুমি হায়েযের মেয়াদকালে ছালাত থেকে বিরত থাক। অতঃপর গোসল করো এবং প্রতি ওয়াক্তে ওযূ করে ছালাত আদায় করো। যদিও তোমার মুছল্লায় রক্ত পড়তে থাকে *(বুখারী হা/২২৮; ইবনু মাজাহ হা/৬২৪)*।

উল্লেখ্য যে, কাপড়ে ইস্তিহাযার রক্ত লেগে গেলে ছালাতের পর সেই জায়গা ধুয়ে ফেলবে। কারণ তা নাপাক। আর এ সময় প্রতি ওয়াক্তে ওযূ করে লজ্জাস্থান ধুয়ে প্রয়োজনীয় কাপড় বা প্যাড ব্যবহার করে ছালাত আদায় করবে *(শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ১/৬৭; নববী, আল-মাজমূ' ২/৫৭৬; ইবনু তায়মিয়াহ, শারহুল 'উমদাহ ১/১০৫)*।

প্রশ্ন (৫/৪৪৫) : ছালাতে ইমাম ছাহেব এক রাক'আতে তিনটি সিজদা দিয়েছেন। কিন্তু সহো সিজদা দেননি। উক্ত ছালাত সঠিক হয়েছে কি?

-আব্দুল হালীম, বায়া, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত ছালাত সঠিক হয়েছে। ইমাম শাওকানী বলেন, ওয়াজিব তরক হ'লে 'সিজদায়ে সহো' ওয়াজিব হবে এবং সুন্নাত তরক হ'লে 'সিজদায়ে সহো' সুন্নাত হবে *(শাওকানী, আস-সায়লুল জাররা-র ১/২৭৪ পৃ.)*। প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় ভুলক্রমে সিজদা একটি বেশী হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় ছালাতে কমবেশী যাই-ই হৌক সালামের আগে বা পরে দু'টি 'সিজদায়ে সহো' দিবেন *(মুসলিম হা/১২৮৭ (৫৭২), 'সহো' অনুচ্ছেদ-১৯; নায়লুল আওত্বার ৩/৪১১ পৃ.; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'সিজদায়ে সহো' অনুচ্ছেদ)*। তবে যদি সিজদায়ে সহো দিতে

দেরী হয়ে যায়, তাহ'লে তা আর দিতে হবে না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/৩০-৩১)*। এমতাবস্থায় ভুলের জন্য কেবল ইস্তেগফার করলেই যথেষ্ট হবে।

প্রশ্ন (৬/৪৪৬) : সন্ধ্যার পর শিশুদের ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে শারঈ নির্দেশনা কি? যরূরী প্রয়োজনে নেওয়া যাবে কি? কত বছর পর্যন্ত বাইরে নেওয়া যাবে না?

-শরীফুযযামান, সাতক্ষীরা।

উত্তর : সন্ধ্যার পর কিছু সময় জিন-শয়তানরা বাইরে ঘোরাফেরা করে। এজন্য তাদের অপপ্রভাব থেকে শিশুদের রক্ষার উদ্দেশ্যে এ সময়ে তথা মাগরিব থেকে এশার ওয়াক্ত শুরু হওয়া পর্যন্ত শিশুদের বাইরে নিয়ে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের গৃহপালিত পশু এবং ছেলেমেয়েদের সূর্য ডোবার সময় বের হ'তে দিবে না যতক্ষণ না সন্ধ্যার আভা বিলীন হয়ে যায়। কারণ এসময় শয়তান বিচরণরত থাকে *(মুসলিম হা/২০১৩; মিশকাত হা/৪২৯৭)*। তিনি বলেন, সন্ধ্যা হ'লে শিশুদেরকে বাইরে ছেড়ো না। কারণ ঐ সময় শয়তানের দল ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হ'লে তাদেরকে ছেড়ে দাও *(মুসলিম হা/২০১২; মিশকাত হা/৪২৯৪)*।

তবে এই হাদীছগুলো সতর্কতামূলক। সুতরাং প্রয়োজনবশত এ সময় দো'আ পাঠ করে সতর্কতার সাথে শিশুদের বাইরে নেওয়া যাবে *(নববী, শরহ মুসলিম ১৩/১৮৫-৮৬; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১১/৮৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৬/৩১৭)*।

প্রশ্ন (৭/৪৪৭) : জামা'আতে থাকা অবস্থায় কোন মুছল্লী বাধ্য হয়ে ছালাত ত্যাগ করলে পার্শ্ববর্তী মুছল্লীকে সরে এসে উক্ত খালি স্থান পুরণ করতে হবে কি?

-তরীকুল ইসলাম, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : ছালাত চলাকালে কোন মুছল্লী কাতার থেকে বের হয়ে গেলে সে স্থান পূরণ করা মুস্তাহাব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁকা স্থান পূর্ণ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন' *(ছহীহাহ হা/১৮৯২)*। এক্ষেত্রে পাশের মুছল্লী সরে এসে ফাঁক পূরণ করবে। অথবা সরাসরি পিছনের কাতার থেকে এগিয়ে গিয়ে ফাঁকা পূর্ণ করবে *(শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/২০২)*।

প্রশ্ন (৮/৪৪৮) : আমি ৫ দিন আমার খালার দুধ পান করেছিলাম। কিন্তু তার ছেলের সাথে আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে চাই। এটা শরীআতসম্মত হবে কি?

-সারা জান্নাত, সিলেট।

উত্তর : দুধ ভাইয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে না। কারণ দুধ ভাই মাহরামের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর চাচা হামযা (রাঃ) একই মায়ের দুধপান করেছিলেন। সেকারণ হামযার মেয়ের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হ'লে তিনি বলেন, সে আমার জন্য হালাল নয়। কেননা সে আমার দুধ ভাইয়ের মেয়ে। বংশীয় সূত্রে যে সকল মহিলাকে বিবাহ করা হারাম, দুগ্ধপান সূত্রেও সেসকল মহিলাকে বিবাহ করা হারাম *(বুখারী হা/২৬৪৫; মুসলিম হা/১৪৪৭; মিশকাত হা/৩১৬১)*। উল্লেখ্য যে, শৈশবে পাঁচ ঢোক নয় বরং অধিকতর গ্রহণযোগ্য মতে, পৃথক পৃথক সময়ে পাঁচ বার দুধ পান করালেই একজন নারী দুধ মা হিসাবে সাব্যস্ত হবেন *(মুসলিম হা/১৪৫১; মিশকাত হা/৩১৬৭; আশ-শারহুল মুমতে' ১২/১১২-১১৩, ১৩/৪২৭)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'একবার বা দু'বার দুধপান অথবা এক চুমুক বা দু'চুমুক হারাম সাব্যস্ত করে না *(মুসলিম হা/১৪৫১; মিশকাত হা/৩১৬৪)*।

প্রশ্ন (৯/৪৪৯) : সন্তান না হ'লে কুরআনের একটি আয়াত ৭ বার পাঠ করে ৪০টি লবঙ্গে ৭ বার ফুঁক দিয়ে প্রত্যেক সহবাসের পূর্বে একটি করে লবঙ্গ মোট ৪০ দিন খেলে সন্তান হবে। এর কোন শারঈ ভিত্তি আছে কি?

-ছাব্বির খান, খুলনা।

উত্তর : এগুলি ভিত্তিহীন। তবে আল্লাহ বলেন, 'আমরা কুরআন নাযিল করেছি। যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও রহমত স্বরূপ' *(ইসরা ১৭/৮২)*। এক্ষণে কোন সৎব্যক্তি কুরআনের আয়াত দিয়ে শিরকমুক্ত কোন আমল করলে তা থেকে তিনি উপকার পেতে পারেন।

প্রশ্ন (১০/৪৫০) : জনৈক ব্যক্তি ইতিপূর্বে অনেক মানুষের সম্পদ চুরি করেছে। এখন তওবা করলে কি তা গ্রহণযোগ্য হবে, নাকি মালিকদের কাছে সেই সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে? ফিরিয়ে দেওয়ার মত সামর্থ্য না থাকলে করণীয় কি?

-পারভেয মোশাররফ, কক্সবাজার।

উত্তর : চুরি করা কবীরা গুনাহ *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৮)*। যা তওবা ব্যতীত মাফ হবে না *(নিসা ৪/৩১)*। সেই সাথে এটি বান্দার হকের অন্তর্ভুক্ত। তাই তওবার কবুলের জন্য অবশ্যই চুরিকৃত সম্পদ মালিককে ফেরৎ দিতে হবে। এক্ষণে চুরিকৃত জিনিসপত্র মজুদ না থাকলে অনুরূপ কিছু বা সমমূল্য দিলেই দায়মুক্ত হবে *(উছায়মীন, আল-লিক্বাউশ শাহরী ৩১; ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৪/১৬২)*। বিশেষ কারণে চুরির কথা না জানিয়ে চুরিকৃত মাল ফেরত দেওয়াতেও কোন দোষ নেই *(ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৪/১৬৫)*। এক্ষণে ফেরত দেওয়ার মত সম্পদ না থাকলে যথাসম্ভব মালিকদেরকে অন্বেষণ করে তাদের থেকে ক্ষমা চেয়ে নিবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি তার কোন ভাইয়ের সম্মান বা অন্য কোন বিষয়ে যুলুম করে থাকে, তাহ'লে সে যেন আজই তা সমাধা করে নেয়, সেদিন আসার আগে যেদিন তার কাছে কোন দীনার ও দিরহাম থাকবে না। সেদিন তার কোন সৎকর্ম থাকলে তা থেকে যুলুম পরিমাণ নিয়ে নেয়া হবে। আর সৎকর্ম না থাকলে মযলূমের পাপসমূহ উক্ত যালেমের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' *(বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬)*। আর যদি সাধ্যমত চেষ্টা করেও মালিকদেরকে খুঁজে না পায়, তবে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে *(বাক্বারাহ ২/২৮৬; যুমার ৩৯/৫৩)*।

প্রশ্ন (১১/৪৫১) : রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত করাকে হজ্জের অংশ মনে করা বিদ'আত হবে কি?

-হোসনে মোবারক, চিলমারী, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : এটা বিদ'আত হিসাবে গণ্য হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত হজ্জের কোন অংশ নয়। তবে মসজিদে নববী যিয়ারতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের কবর যিয়ারত ও সালাম দেওয়া মুস্তাহাব। অনুরূপভাবে মদীনার অদূরে মসজিদে ক্বোবায় দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব, যাতে ওমরার সমতুল্য ছওয়াব রয়েছে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৭/১৮৭-৮৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১/৪২৯)*।

প্রশ্ন (১২/৪৫২) : ছালাতরত অবস্থায় মহিলাদের মুখমণ্ডল ঢেকে নেকাব পরা যাবে কি?

-মারযিয়া, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : নারীদের জন্য ছালাতরত অবস্থায় মুখমণ্ডল খোলা রাখা কর্তব্য। তবে গায়ের মাহরাম পুরুষ উপস্থিত থাকলে বা পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সম্ভাবনা থাকলে মুখমণ্ডল ঢেকে ছালাত আদায় করতে পারে *(বায়হাক্বী হা/৮৮৩২; ইরওয়া হা/১০২৩; মিশকাত হা/২৬৯০, ইবনু কুদামা, মুগনী ১/৪৩০; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৭/২৭১)*।

প্রশ্ন (১৩/৪৫৩) : রাস্তাঘাটে চলতে বড় বড় গাছে পথচারীদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ইত্যাদি খোলা স্থানে লেখা দেখতে পাই। এরূপ লিখে ঝুলিয়ে রাখায় শারঈ কোন বাধা আছে কি?

-গোলাম কিবরিয়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : অসম্মান হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে আল্লাহ্র যিকির সম্বলিত পোস্টার মানুষকে স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে নিরাপদ স্থানে টাঙিয়ে রাখায় কোন দোষ নেই। বরং নিজেকে বা অন্য মানুষকে স্মরণ করানোর জন্য দো'আ, যিকির বা গুরুত্বপূর্ণ হাদীছ বা আয়াত বা আয়াতের অর্থ নিরাপদ স্থানে টাঙানো যেতে পারে *(বাহুতী, কাশশাফুল কেনা' ১/১৩৭; উছায়মীন, বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব টেপ নম্বর. ৮৩১, ১/৩৮৮, ১/৩৭৭, ১/৩৭৮)*। তবে অনিরাপদ স্থানে, বরকত লাভের আশায় বা জিন-ভূত তাড়ানোর নিয়তে টাঙানো জায়েয নয়। কারণ কুরআন বা শরী'আত এজন্য নাযিল করা হয়নি।

প্রশ্ন (১৪/৪৫৪) : নরমাল ডেলিভারীর জন্য কোন দো'আ বা তদবীর বর্ণিত হয়েছে কী?

-আসাদুয্যামান, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত মর্মে কোন চিকিৎসা কুরআন বা হাদীছে পাওয়া যায় না। তবে সেটি বিপজ্জনক সময় হিসাবে ঐ সময় দো'আ কবুল হয় *(নমল ২৭/৬২)*। আল্লাহ বলেন, 'আর আমরা কুরআন নাযিল করি, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও রহমত স্বরূপ' *(ইসরা ১৭/৮২)*। এক্ষণে কুরআনের কোন আয়াত বা সূরা পাঠের মাধ্যমে নরমাল ডেলিভারীতে সহায়ক হওয়ার ব্যাপারে কোন বিদ্বানের অভিজ্ঞতা থাকলে তা করা যেতে পারে। কারণ তা মৌলিকভাবে জায়েয। যেমন শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম, বিন বায ও উছায়মীনসহ একদল বিদ্বান বলেন, সহজিকরণ ও গর্ভধারণ সংক্রান্ত আয়াতসমূহ যেমন বাক্বারাহ ১৮৫, ফুছ্ছিলাত ৪৭; যিলযাল ১-৩, রা'দ ৮ ইত্যাদি আয়াত পাঠ করে সন্তানসম্ভবা নারীকে ফুঁক দিলে বা আয়াত লিখে পানিতে ভিজিয়ে উক্ত পানি পান করালে এবং শরীরে ছিটিয়ে দিলে উপকার পাওয়া যায়। এটা তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত। তবে তা শারঈ কোন আমলবিশেষ নয় *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৪/৩২৭; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ৪/০২, আল-লিকাউশ শাহরী ৩৭/২৬; শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব)*।

প্রশ্ন (১৫/৪৫৫) : রাসূল (ছাঃ) নারীদেরকে বুদ্ধি ও দ্বীনের ব্যাপারে ত্রুটিপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ দু'টিকে ত্রুটি বলার পিছনে হিকমত কি?

-সুমাইয়া ইছমাত, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : আল্লাহ তা'আলার কোন বিধান বা রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনা বিনা শর্তে মেনে নেওয়াই মুমিনের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি নির্দেশনার পিছনে হিকমত রয়েছে। তবে শরী'আতে সবগুলোর হিকমত বর্ণনা করা হয়নি। রাসূল (ছাঃ) নারীদের যে দু'টি ঘাটতির কথা বলেছেন তার কারণ হ'ল তাদের সাধারণ ভুল প্রবণতা। যেমন সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, তাদের একজন ভুলে গেলে আরেকজন স্মরণ করিয়ে দিবে *(বাক্বারাহ ২/২৮২)*। অপরদিকে দ্বীনের ক্ষেত্রে তাদের ঘাটতি হ'ল হায়েয ও নিফাস অবস্থায় তাদের ছালাত পড়তে না পারা বা ছিয়াম ক্বাযা না করা। এটি মূলতঃ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের জন্য রহমত স্বরূপ। কেননা এরূপ অবস্থায় ছিয়াম পালন করতে হ'লে তাদের জন্য কষ্টদায়ক হয়ে যেত। সুতরাং এই ঘাটতি তাদের স্বাভাবিক সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। স্মর্তব্য যে, নারীরা জ্ঞানে ও প্রজ্ঞায় ক্ষেত্রবিশেষে পুরুষদের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। যেমন মা আয়েশা (রাঃ) ২২১০টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হযরত শু'আইব (আঃ)-এর কন্যা তার দূরদর্শিতা বলে মূসা (আঃ)-এর মত মানুষকে চিনতে পেরেছিলেন। হোদায়বিয়ার সন্ধির পর রাসূল (ছাঃ) সকলকে হালাল হওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু সবাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাতে তিনি মন খারাপ করে তাঁবুতে চলে যান। সেসময় স্ত্রী উম্মে সালামা তাঁকে পরামর্শ দেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি প্রথমে চুল কেটে হালাল হন। দেখবেন সবাই আপনার অনুসরণ করবে। পরে সেটাই হ'ল। অতএব নারীদের এই ঘাটতি বর্ণনার মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ) তাদের স্বভাবগত ও সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন *(শায়েখ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/২৯২)*।

প্রশ্ন (১৬/৪৫৬) : এমএরএন হারবালের ডিলার হিসাবে ব্যবসা করা যাবে কি?

-মীযানুর রহমান, তাহেরপুর, রাজশাহী।

উত্তর : এটি বাংলাদেশের মডার্ণ হারবাল নামক একটি খাদ্যপণ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানীর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। যেটি আমাদের জানা মতে এমএলএম পদ্ধতিকে ব্যবসা করে। আর এমএলএম পদ্ধতির সকল ব্যবসা সরকারীভাবে নিষিদ্ধ।

পিরামিড স্কীম, নেটওয়ার্ক মার্কেটিং বা এমএলএম যে নামেই হোক না কেন এ ধরনের সকল প্রকার লেনদেন প্রতারণামূলক। কেননা এর উদ্দেশ্য হ'ল, কোম্পানীর জন্য নতুন নতুন সদস্য সৃষ্টির মাধ্যমে কমিশন লাভ করা, পণ্যটি বিক্রি করে লভ্যাংশ গ্রহণ করা নয়। এই পদ্ধতিতে বহুগুণ কমিশন লাভের প্রলোভন দেখানো হয়। এক্ষণে যেসব কারণে এ ধরনের ব্যবসা (!) হারাম তা হ'ল (১) সূদ (২) প্রতারণা (৩) অন্যায় পন্থায় মানুষের সম্পদ ভক্ষণ (৪) ধোঁকা, শঠতা ও অস্পষ্টতা। অতএব এসব ব্যবসা থেকে দূরে থাকা আবশ্যক *(বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক, ১২/৩ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৮, প্রশ্নোত্তর ২/৮২; প্রবন্ধ 'প্রতারণার অপর নাম জিজিএন' অক্টোবর ২০০০ সংখ্যা; 'ডেসটিনি ২০০০ প্রাইভেট লিমিটেড' ১৫/৬ সংখ্যা, মার্চ ২০১২, প্রশ্নোত্তর ১/২০১)*।

প্রশ্ন (১৭/৪৫৭) : ছেলেরা নার্সিং পেশায় নিয়োজিত হ'তে পারবে কি? দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী নারী-পুরুষ উভয়কেই অনেক সময় স্পর্শের মাধ্যমেই সেবা দিতে হয়। এছাড়া চোখের হেফাযত করা অনেক কঠিন হয়ে যায়। সব মিলিয়ে আমার করণীয় কি?

-তাওহীদুল ইসলাম, মুলাদী, বরিশাল।

উত্তর : নার্সিং একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা। এর মাধ্যমে মানব সেবা করার উত্তম সুযোগ পাওয়া যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় সেই ব্যক্তি যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশী উপকারী *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/৩৬৬৪৬; ছহীহাহ হা/৯০৬)*। সাধারণভাবে পুরুষ নার্স পুরুষদের সেবা করবে এবং নারী নার্স নারীদের সেবা করবে। তবে বাধ্যগত অবস্থাতে পুরুষ নারীকে বা নারী পুরুষকে সেবা দিতে পারে *(ইবনুল মুফলেহ, আল মুবদে' ৬/৮৭; খত্বীব শারবীনী, আল-ইক্বনা' ২/৪০৬; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৬/২০; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২২/০২)*। আর এমতবস্থায়ও সাধ্যমত দৃষ্টিকে হেফাযতে রেখে শারঈ সীমারেখা মেনে চলতে হবে। আল্লাহ বলেন, তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

প্রশ্ন (১৮/৪৫৮) : কোন হাফেয যদি অবহেলা, অলসতা বা দুনিয়াবী ব্যস্ততার কারণে কুরআন ভুলে যায়, তার পরকালীন কোন শাস্তি আছে কি?

-ওবায়দুল্লাহ, রূপপুর, পাবনা।

উত্তর : কুরআন ভুলে যাওয়া মন্দ কাজ। বিশেষতঃ অলসতা বশতঃ এরূপ হলে তা আরো নিন্দনীয়। আবুল 'আলিয়া (রহঃ) বলেন, আমরা কোন ব্যক্তির কুরআন শিক্ষার পর তা থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখার কারণে ভুলে যাওয়াকে বড় পাপ হিসাবে গণ্য করতাম'। ইবনু সীরীন বলেন, কেউ কুরআন ভুলে গেলে লোকেরা তাকে কঠিন ভাষায় ভর্ৎসনা করত' *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী হা/৫০৩৮-এর আলোচনা, সনদ ছহীহ)*। তবে চেষ্টা সত্ত্বেও যদি ভুলে যায়, তবে সে গুনাহগার হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কুরআনের প্রতি যথাযথভাবে যত্নবান হও। আল্লাহর কসম! উট যেমন বাঁধন ছিঁড়ে চলে যায়, কুরআন তার চেয়ে বেশী দ্রুত চলে যায়' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২১৮৭)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি কষ্টের সাথে কুরআন মুখস্ত করে, সে দ্বিগুণ ছওয়াব পায়' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২১১২)*। তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে যে, আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি। বরং সে যেন বলে, আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২১৮৮)*।

উল্লেখ্য যে, দু'টি কারণে মানুষ কুরআন ভুলে যায়। (১) মানবীয় স্বভাবজাত কারণ তথা স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে। এভাবে ভুলে গেলে সে গুনাহগার হবে না। রাসূল (ছাঃ) নিজে মাঝে-মধ্যে কুরআন ভুলে যেতেন এবং ছাহাবীগণের তেলাওয়াত শুনে স্মরণ করে নিতেন *(বুখারী হা/৫০৩২, ৫০৪২; মুসলিম হা/৭৮৮, ৭৯০; মিশকাত হা/২১৮৮)*। (২) অলসতা বা অবহেলার কারণে। এমন কোন কারণে কুরআন ভুলে গেলে গোনাহগার হ'তে হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ১৩/৪২৩; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৪/৯৯; উছায়মীন, কিতাবুল ইলম ৯৬-৯৭ পৃ.)*।

উল্লেখ্য যে, 'ক্বিয়ামতের দিন কুরআন পড়ে ভুলে যাওয়া ব্যক্তির মুখের চামড়া থাকবে না' মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে ভুলে যাবে সে ক্বিয়ামতের দিন অঙ্গহানী অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ হা/১৪৭৪; মিশকাত হা/২২০০; যঈফুল জামে' হা/৫১৩৬, ৫১৫৩)*। এছাড়া 'কুরআন বা কুরআনের কোন আয়াত ভুলে যাওয়া সবচেয়ে বড় গোনাহ' মর্মে বর্ণিত হাদীছটিও যঈফ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৭২০, যঈফুল জামে' হা/৩৭০০)*।

প্রশ্ন (১৯/৪৫৯) : কুরবানীর পশু যবেহ করার শারঈ নির্দেশনা কি? যবহের সময় যদি শ্বাসনালীতে ছুরি দিয়ে খুঁচাখুঁচি করায় কোন ক্ষতি হবে কি?

-রেযাউল শেখ, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে পশু থেকে রক্ত প্রবাহিত করা হয় এবং তাতে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়, তা থেকে তোমরা খাও' *(বুখারী হা/২৫০৭; মিশকাত হা/৪০৭১)*। হুলকূম ও মারী অর্থাৎ দুই পাশের দড়া শিরা সহ শ্বাসনালী ও খাদ্যনালী কেটে ফেলার মাধ্যমেই পশু যবেহ সম্পন্ন হয়। অতএব শ্বাসনালীর গোড়ায় হাঁড়ের মধ্যে অহেতুক ছুরির মাথা দিয়ে খুঁচাখুঁচি করা ঠিক নয়। এতে পশুর কষ্ট বৃদ্ধি পায়। বরং ধারালো ছুরি দিয়ে সাধ্যমত দ্রুত সময়ে যবেহ সম্পন্ন করবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৯/৮৩; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২২/৪৭৯; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ২০/০২)*।

প্রশ্ন (২০/৪৬০) : বাড়িতে কয়েকজন একত্রে জামা'আতে ছালাত আদায় করলে মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায়ের নেকী পাওয়া যাবে কি?

-আবূ তালেব, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তর : বাড়িতে জামা'আতে ছালাত আদায় করলে জামা'আতের নেকী পাওয়া যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, একাকী ছালাত আদায়কারীর চেয়ে জামা'আতে ছালাত আদায়কারী ২৭ গুণ বেশী নেকী পাবে' *(বুখারী হা/৬৪৫; মুসলিম হা/৬৫০; মিশকাত হা/১০৫২)*। তবে মসজিদে আদায়ের নেকী পাওয়া যাবে না। মসজিদে ছালাত আদায়ের ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় (পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে) মসজিদে যাতায়াত করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারী প্রস্তুত রাখেন' *(বুখারী হা/৬৬২; মুসলিম*

হা/৬৬৯; মিশকাত হা/৬৯৮)। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি উত্তম রূপে ওযূ করে একমাত্র ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসবে, তার প্রতি পদক্ষেপে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি করে পাপ মোচন করা হয় ও একটি করে নেকী লেখা হয় *(বুখারী হা/৪৭৭; মুসলিম হা/৬৪৯, ৬৫৪; মিশকাত হা/৭০২, ১০৭২)*।

এছাড়া বিনা কারণে মসজিদে ছালাত আদায় থেকে বিরত থাকা জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যাক্তি আযান শুনলো এবং তার কোন ওযর না থাকা সত্ত্বেও জামা'আতে উপস্থিত হ'ল না, তার ছালাত নেই *(ইবনু মাজাহ হা/৭৯৩; মিশকাত হা/১০৭৭)*। জনৈক অন্ধ ব্যক্তি তাকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার মত লোক না থাকার ওযর পেশ করার পরেও রাসূল (ছাঃ) তাকে বাড়ীতে ছালাত আদায়ের অনুমতি দেননি *(মুসলিম হা/১৫১৮; মিশকাত হা/১০৫৪)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মসজিদ ছেড়ে বাড়ীতে ছালাত আদায় করল সে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত পরিত্যাগ করল। আর যে ব্যক্তি নবীর সুন্নাত পরিত্যাগ করল সে পথভ্রষ্ট হ'ল *(আবুদাঊদ হা/৫৫০)*।

প্রশ্ন (২১/৪৬১) : প্রতিদিন সূরা মুলক পাঠের কি কি ফযীলত রয়েছে? এটা দিনে যেকোন সময় পাঠ করলেই কি যথেষ্ট হবে না ঘুমানোর পূর্বে পাঠ করতে হবে? মুখে উচ্চারণ করে পড়তে হবে না শুনলেও একই নেকী পাওয়া যাবে?

-আব্দুল হান্নান, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : সূরা মুলক পাঠের অনেক ফযীলত রয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কুরআনে একটি সূরা আছে যাতে ত্রিশটি আয়াত আছে। যেটি তার পাঠকারীর পক্ষে সুফারিশ করবে এবং তার সুফারিশেই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। সেটি হ'ল সূরা মুল্‌ক *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৩৬৫৪; ছহীহুল জামে' হা/৩৬৪৪)*। তিনি বলেন, 'সূরা মুলক কবরের আযাব থেকে বাধাদানকারী' *(ছহীহাহ হা/১১৪০; ছহীহুল জামে হা/৩৬৪৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যখন মাইয়েতকে কবরে রাখা হবে এবং মাটি সবদিকে থেকে চাপ দিবে, তখন সূরা মূলক সবদিক থেকে মাটিকে প্রতিহত করবে *(হাকেম হা/৩৮৩৯; ছহীহুত তারগীব হা/১৪৭৫; ছহীহাহ হা/১১৪০)*। নিয়মিত পাঠকারীর জন্যই উক্ত প্রতিদান রয়েছে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৪/৩৩৪-৩৫)*।

অধিকাংশ হাদীছে রাতে পাঠের কথাই উল্লেখ আছে *(ছহীহুত তারগীব হা/১৪৭৫)*। এক হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) সূরা সাজদা ও মুল্‌ক না পড়ে রাতে ঘুমাতেন না *(তিরমিযী হা/৩০৬৬; মিশকাত হা/২১৫৫)*। এক্ষণে কেউ দিনে পাঠ করতে চাইলে করতে পারে। কারণ এগুলো যিকর *(উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ৫/১৫)*। শোওয়ার সময় মনে মনে পড়লেও সমস্যা নেই। কেননা আল্লাহ অন্তর্যামী *(শূরা ৪২/২৪)*।

তবে যদি কেউ উক্ত সূরা পাঠের পরিবর্তে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন, তাহ'লেও উক্ত ছওয়াব পাবেন ইনশাআল্লাহ। কেননা আল্লাহ বলেন, 'তিনি জানেন তোমাদের চোখের চোরাচাহনি এবং অন্তর সমূহ লুকিয়ে রাখে সেসব বিষয়' *(গাফের/মুমিন ৪০/১৯)*। কিন্তু হাদীছে তেলাওয়াতের কথাই বলা হয়েছে। আর নিঃসন্দেহে তেলাওয়াত এবং শ্রবণ বা মনে মনে পাঠ করা এক নয়। উল্লেখ্য, সূরা সাজদা ও মুল্‌ক রাত্রিতে পাঠ করলে অন্যান্য সূরার তুলনায় ৬০ গুণ বেশী নেকী পাওয়া যায় মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(দারেমী হা/৩৪৫৫, সনদ যঈফ; মিশকাত হা/২১৭৬)*।

প্রশ্ন (২২/৪৬২) : সাপের বিষ ঔষধসহ নানা উপকারী কাজে ব্যবহৃত হয়। আবার মানুষের মৃত্যুরও কারণ হিসাবে গণ্য হয়। এক্ষণে বিষাক্ত সাপ লালন-পালন করে তার বিষ বিক্রি করে উপার্জন করা যাবে কি?

-আইয়ূব আলী, সাতক্ষীরা।

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা অনর্থক কোন কিছুই সৃষ্টি করেননি *(আলে ইমরান ৩/১৯১)*। সুতরাং সাপের মধ্যেও উপকারিতা রয়েছে। এক্ষণে যদি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে সাপ লালন-পালন করে উপকৃত হওয়া যায় তাহ'লে তা পালনে কোন দোষ নেই *(ইবনু হুমাম, ফাৎহুল ক্বাদীর ৭/১১৮)*। তবে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা না নিয়ে সাপ পোষা হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা সাপ হত্যা করবে। তোমরা দু'দাগ ও ক্ষুদ্র লেজ বিশিষ্ট সাপ হত্যা করবে। কেননা এগুলো চোখের জ্যোতি নষ্ট করে এবং গর্ভপাত ঘটায় *(বুখারী হা/৩২৯৭; মিশকাত হা/৪১১৭)*। তিনি আরো বলেন, সব ধরনের সাপকেই তোমরা মেরে ফেল...। যে ব্যক্তি এর আক্রমণ ও পুনরাক্রমণকে ভয় করে ওদের ছেড়ে দেয়, সে আমার দলভুক্ত নয়' *(আবুদাঊদ, হা/৪৩৭০-৭২, মিশকাত হা/৪১৪০; ছহীহুত তারগীব হা/২৯৯২)*। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি এ ভয়ে সাপকে ছেড়ে দেবে যে, সে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। কেননা যখন থেকেই আমরা সাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি, তখন থেকেই আমরা সাপ থেকে নিরাপদ নই *(আবুদাঊদ হা/৫২৪৮; ছহীহুত তারগীব হা/২৯৮৩)*। অতএব যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে মানুষের উপকারার্থে সাপ পালন করা যেতে পারে।

প্রশ্ন (২৩/৪৬৩) : 'তোমরা ভূ-সম্পত্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না, তা তোমাদেরকে দুনিয়ামুখী করে তুলবে' এ কথাটি সঠিক কি? এর ব্যাখ্যা কি?

-আব্দুল ক্বাইয়ূম, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : বক্তব্যটি সঠিক। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা ভূ-সম্পত্তি অর্জনে মগ্ন হয়ো না। কেননা তা তোমাদেরকে দুনিয়ার পিছনে লিপ্ত করে ফেলবে *(তিরমিযী হা/২৩২৮; মিশকাত হা/৫১৭৮ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়)*। এখানে الضَّيْعَةَ অর্থ ভূ-সম্পত্তি, বাগ-বাগিচা, ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুকেই বুঝানো হয়েছে, যা অনেকসময় মানুষকে আল্লাহ্‌র ইবাদত ও পরকালের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় *(মিরক্বাত, তুহফা)*। জান্নাতী মুমিনদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে আল্লাহ বলেন, তারা হ'ল ঐসব মানুষ, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে এবং ছালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হ'তে গাফেল করতে পারে না। তারা ভয় করে সেদিনকে, যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি সমূহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে' *(নূর ২৪/৩৭)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ছালাত শেষ হবার পরেই তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র

অনুগ্রহ সমূহ সন্ধান কর'... *(জুম'আহ ৬২/১০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা সুন্দরভাবে সৎকর্ম সম্পাদন কর এবং আল্লাহ্র নৈকট্য অনুসন্ধান কর। কেননা জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতী আমলের উপরেই মৃত্যুবরণ করবে, ইতিপূর্বে যে কাজই সে করুক না কেন..' *(তিরমিযী হা/২১৪১; ঐ, মিশকাত হা/৯৬)*।

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের আলোকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দুনিয়াকে নিজের গোলাম বানাতে হবে, নিজেকে দুনিয়ার গোলাম বানানো যাবে না। আখেরাতের জন্যই দুনিয়া করতে হবে, দুনিয়ার জন্য আখেরাত বিক্রি করা যাবে না। ক্ষণস্থায়ী এ জীবন পরিচালনার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সহায়-সম্পদ অর্জন করার চেষ্টা করবে। তবে তা যেন আল্লাহ্র যিকির থেকে গাফেল করে না দেয়। বরং সর্বদা আখেরাতে মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ইবাদত-বন্দেগীকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

প্রশ্ন (২৪/৪৬৪) : জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠের পর ইমাম যখন অন্য সূরা পাঠ করেন তখন কি মুছল্লীকে চুপ থাকতে হবে? একেবারে চুপ না থেকে তাসবীহ পাঠ করা, আয়াতগুলো ইমামের সাথে সাথে আওড়ানো বা আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করা যাবে কি?

-আহসান হাবীব, মীরবাগ, রংপুর।

উত্তর : সূরা ফাতিহা ব্যতীত ইমামের অন্য সূরা পাঠকালীন মুছল্লীরা মনোযোগ সহকারে ইমামের তেলাওয়াত শুনবে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/২২১, ২৩৪)*। কারণ আল্লাহ বলেন, আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাকো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হ'তে পার *(আ'রাফ ৭/২০৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আর যখন ইমাম তেলাওয়াত করবে তখন তুমি চুপ থাকবে *(মুসলিম হা/৪০৪; মিশকাত হা/৮৫৭)*। তবে আয়াতের অর্থ মনে মনে অনুধাবন করা যাবে। বরং ছালাতে মনোযোগী হওয়ার জন্য ইমামের তেলাওয়াত অনুধাবন করে শোনা যরূরী *(হাকেম হা/২৪৪১; ছহীহাহ হা/২৯৬৫; গাযালী, আল-ইহইয়া ১/২৮২)*। আর ফরয ছালাতে তেলাওয়াতের সময় যিকির বা তাসবীহের বিষয়ে কোন স্পষ্ট দলীল পাওয়া যায় না। তবে নফল ছালাতের তেলাওয়াতে রাসূল (ছাঃ) কোন রহমতের আয়াতে পৌঁছলে আল্লাহ্র রহমত চাইতেন, আযাবের আয়াত আসলে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, তাসবীহের আয়াত আসলে তাসবীহ পাঠ করতেন *(মুসলিম হা/২০৩; আবূদাঊদ হা/৮৭৩; নাসাঈ হা/১১৩৩)*। অতএব নফল ছালাতে অনুচ্চ স্বরে প্রাসঙ্গিক তাসবীহ বা দো'আ পাঠ করতে কোন বাধা নেই বরং তা সুন্নাত। আর ফরয ছালাতে জায়েয হ'লেও না পড়াই উত্তম *(আ'রাফ ৭/২০৪; আল-মুগনী ১/৩৯৪; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৩/২৮৯-৯০)*।

প্রশ্ন (২৫/৪৬৫) : বিবাহের ঘটকালী করে মজুরী নেওয়া যাবে কি?

-বদীউয্যামান, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : ভালো মেয়ে বা ছেলে খুঁজে দেওয়া এবং উভয় পরিবারের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার বিনিময়ে মজুরী নেওয়া যাবে। কারণ ইসলামী শরী'আতের মূলনীতি সম্পর্কে আল্লামা শানকীত্বী বলেন, বৈধ উপকার প্রদানের বিনিময়ে মজুরী গ্রহণ করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানগণের ঐক্য রয়েছে *(শারহু যাদিল মুসতাক্বনে' ৯/১৮৬)*। শায়েখ বিন বায (রহঃ) বলেন, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে মজুরী গ্রহণে কোন দোষ নেই *(ফাতাওয়া ওয়াদ-দুরূস)*। তবে ঘটকালির নামে যেন কোনরূপ মিথ্যা ও প্রতারণা না থাকে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হ'তে হবে। কুরআন ও সুন্নাহ্র নির্দেশনা মতে ছেলে ও মেয়ের পরিবারের মধ্যে কুফু বা সমতা বিধান করতে হবে এবং সর্বদা দ্বীনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

প্রশ্ন (২৬/৪৬৬) : আমি দেখতে শ্যামলা হওয়ায় আমার অনেক বিয়ে ভেঙে গেছে। এক্ষণে আমি রং ফর্সাকারী ক্রীম ব্যবহার করতে পারবো কি?

-হাবীবা আখতার, ঢাকা।

উত্তর : সাধারণভাবে রং ফর্সা বা উজ্জ্বলকারী ক্রীম ব্যবহারে কোন দোষ নেই। কেননা তা মৌলিক সৃষ্টিগত পরিবর্তন নয়। তবে এজন্য কোনরূপ প্রতারণার আশ্রয় নেয়া যাবে না।

প্রশ্ন (২৭/৪৬৭) : কুরআন বা হাদীছে আদম (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মধ্যে কত বছরের ব্যবধান সে ব্যাপারে কিছু বর্ণিত আছে কি? আজ থেকে ৩ লাখ বছর পূর্বেও পৃথিবীতে মানুষ ছিল মর্মে বিজ্ঞানীদের দাবী বিশ্বাস করা যাবে কি?

-তাহসীন হোসাইন, রাজারবাগ, ঢাকা।

উত্তর : সুনির্দিষ্টভাবে কুরআন বা ছহীহ হাদীছে আদম (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাঝের ব্যবধান বর্ণিত হয়নি। সেজন্য সুনির্দিষ্টভাবে বলা যাবে না যে, এত বছর পূর্বে মানব সৃষ্টির সূচনা হয়েছে। তবে কোন কোন নবী-রাসূলের আগমনের ব্যবধান সম্পর্কে কিছু হাদীছ পাওয়া যায়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আদম ও নূহ (আঃ)-এর মাঝে দশ শতাব্দীর ব্যবধান ছিল *(হাকেম হা/৩৬৫৪; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬১৯০; ছহীহাহ হা/২৬৬৮)*। নূহ (আঃ) ও ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাঝে দশ শতাব্দীর ব্যবধান ছিল *(হাকেম হা/৪০১৬; ছহীহাহ হা/৩২৮৯)*। মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর মাঝে ব্যবধান এক হাযার সাতশত বছর *(তাফসীরে কুরতুবী ৬/১৬)*। আবার মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর মাঝে ছয়শ' বছরের ব্যবধান *(বুখারী হা/৩৯৪৮)*। এক্ষণে এই সময়ের ব্যবধান সুনির্দিষ্টভাবে বলা সমীচীন হবে না। যা আল্লাহ তা'আলা গোপন রেখেছেন তার মধ্যে রয়েছে বিশেষ হিকমত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এবং 'আদ, ছামূদ, কূয়াবাসীগণ এবং তাদের মধ্যবর্তী বহু যুগ সমাজকে *(ফুরক্বান ২৫/৩৮)*। এভাবে এক লক্ষ চব্বিশ হাযার নবী-রাসূলের ধারা শেষ হয়েছে এবং হাযার হাযার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। সুতরাং ৩ লাখ বছর পূর্বেও মানুষ ছিল বিজ্ঞানীদের এমন ধারণা সত্যও হ'তে পারে, আবার মিথ্যাও হ'তে পারে। এটি তাদের নিকটও কেবল ধারণা; কোন সুনিশ্চিত বা প্রামাণ্য তথ্য নয়। ফলে এতে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নেই।

প্রশ্ন (২৮/৪৬৮) : আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে গিয়ে ছালাত ক্বছর করতে চাচ্ছি। কিন্তু কোন ব্যস্ততা না থাকায় এবং পাশেই মসজিদ থাকায় প্রতি ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে পড়েছি এবং সাথে সুন্নাত ছালাতগুলোও পড়েছি। এক্ষণে

ক্বছর করা এবং জামা'আতে ছালাত আদায় কোনটি যরূরী? আর সুন্নাত আদায় করলে গুনাহ হবে কি?

-তাওহীদুল ইসলাম, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : সফরে ছালাত ক্বছর করা উত্তম *(নিসা ৪/১০১; বুখারী হা/১১০২; মুসলিম হা/৬৮৯; মিশকাত হা/১৩৩৮)*। তবে মুক্বীম-মুসাফির উভয় অবস্থাতেই জামা'আতে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব *(বুখারী হা/৬১৮; আহমাদ হা/১৮৬২; ছহীহাহ হা/২৬৭৬; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/২৫২; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/২৯৭)*। অতএব সফরে গিয়ে স্থানীয় মসজিদে মুক্বীম ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করলে পূর্ণ ছালাত আদায় করবে। তবে সফরকালে একাকী ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে কিংবা মুসাফির ইমামের পিছনে ছালাত ক্বছর করবে। ইবনু ওমর, ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী সফরে জামা'আতে পুরা পড়তেন ও একাকী ক্বছর করতেন *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৩৪৭-৪৮; আহমাদ হা/১৮৬২)*।

এছাড়া সফরে সুন্নাতে রাতেবাগুলো ছেড়ে দেওয়াই উত্তম। রাসূল (ছাঃ) সফরে সেগুলো আদায় করতেন না *(বুখারী হা/১৬৭৩; মিশকাত হা/২৬০৭; ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/৪৫৬)*। তবে ফজরের পূর্বের সুন্নাত, বিতরের ছালাত ও তাহাজ্জুদ, যোহা সহ অন্যান্য নফল ছালাত আদায় করা যায় *(ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/৪৫৬-৫৭; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১০/৩৮১)*। মোটকথা সফরে ছালাত ক্বছর করা ও সুন্নাতে রাতেবা ছেড়ে দেওয়া মুস্তাহাব। এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ছাড়। কেউ চাইলে গ্রহণ করতে পারে, নাও পারে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/১৯৭-১৯৮)*।

প্রশ্ন (২৯/৪৬৯) : ছালাতে এক্বামত দেওয়ার সময় 'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ' বলার পর মুছল্লীগণ দাঁড়াবেন এবং আগে দাঁড়ানো যাবে না, শরী'আতে এরূপ কোন নির্দেশনা আছে কি?

-আব্দুল মুত্ত্বালিব, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : এরূপ কোন নির্দেশনা শরী'আতে নেই। এটি কতিপয় বিদ্বানের বক্তব্য মাত্র *(নববী, আল-মাজমূ' ২/২৩৩)*। বরং মসজিদে ইমাম উপস্থিত থাকলে বা প্রবেশ করলে এবং সময় হয়ে গেলে মুছল্লীরা স্বাভাবিকভাবে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন ছালাতের এক্বামত দেওয়া হবে, তখন আমাকে বের হয়ে আসতে না দেখে তোমরা দাঁড়াবে না' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৬৮৫)*। এতে বুঝা যায় যে, ইমাম আসার আগে দাঁড়ানো যাবে না। এখানে 'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ' বলার সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন (৩০/৪৭০) : বিদ্যুৎ, গ্যাস, ইন্টারনেট তথা যা মানুষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, তা আল্লাহ্‌র কাছে চাওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ সোহাগ, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

উত্তর : বিদ্যুৎ, গ্যাস, ইন্টারনেট সহ দুনিয়ার সকল বস্তুর মূল মালিক আল্লাহ *(রা'দ ১৩/১৬)*। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়। এজন্য এগুলোর নিয়মিত সরবরাহ পেতে তাঁর নিকটেই প্রার্থনা করতে হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌র নিকটে তোমরা সবকিছুই চাও। এমনকি সামান্য (জুতার) ফিতা হ'লেও। কেননা তিনি যদি তা পাওয়া সহজ না করেন, তবে কখনোই তা পাওয়া সম্ভব হবে না' *(মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১৭২২২; যঈফাহ হা/২১-এর আলোচনা, সনদ হাসান)*। উছায়মীন (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র নিকটে দুনিয়াবী যেকোন কিছু প্রার্থনা করায় কোন দোষ নেই। কেননা দো'আ ইবাদতেরই অন্তর্ভুক্ত। আর মানুষের জন্য আল্লাহ ব্যতীত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। অতএব এ সকল বিষয়ের সুন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য দো'আ করা যায় *(আশ-শারহুল মুমতে' ৩/২০৬)*।

প্রশ্ন (৩১/৪৭১) : ছালাতের ভিতরে মনোযোগী হওয়ার জন্য বার বার মৃত্যু বা পরকালের কথা স্মরণ করলে ছওয়াব কমে যাবে কি?

-মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম, গাযীপুর, ঢাকা।

উত্তর : ছালাতের ভিতরে পরকাল বা মৃত্যুর কথা স্মরণ করলে ছওয়াব কমবে না। বরং মনোযোগী হওয়ার জন্য অধিকহারে মৃত্যু ও পরকালকে স্মরণ করাই উত্তম। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই সফলকাম হবে মুমিনগণ। যারা তাদের ছালাতে ভীত-বিনয়ী *(মুমিনূন ২৩/১-২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তুমি তোমার ছালাতে মৃত্যুকে স্মরণ কর। কারণ মানুষ যখন তার ছালাতে মৃত্যুকে স্মরণ করে, তখন যথার্থই সে তার ছালাতকে সুন্দর করে। আর তুমি সেই ব্যক্তির মত ছালাত পড়, যে মনে করে যে, এটাই তার জীবনের শেষ ছালাত। তুমি প্রত্যেক সেই কর্ম থেকে দূরে থাক, যা সম্পাদনের কারণে তোমাকে (অপরের নিকটে) ক্ষমা চাইতে হয় *(ছহীহাহ হা/২৮৩৯; ছহীহুল জামে' হা/৮৪৯)*। অতএব ছালাতে মৃত্যুকে স্মরণ করা ছালাতে মনোযোগী হওয়ার অন্যতম মাধ্যম।

প্রশ্ন (৩২/৪৭২) : আল্লাহ তা'আলার কোন ছিফাত বা গুণবাচক নামের মাধ্যমে কিছু প্রার্থনা করা যাবে কি? যেমন কেউ বলল, হে আল্লাহ্‌র কালাম! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও ইত্যাদি।

-রূহুল আমীন, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : আল্লাহ তা'আলার কোন গুণবাচক নামের কাছে কোন কিছু চাওয়া যাবে না। বরং যিনি এই সকল ছিফাত বা গুণবাচক নামের মালিক তথা আল্লাহ তা'আলার নিকট বা গুণবাচক নাম ধরে যাবতীয় প্রার্থনা করতে হবে। যেমন হে কালামের মালিক! হে ক্ষমতার মালিক! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও বা আমার প্রতি রহম কর ইত্যাদি *(ইবনু তায়মিয়াহ, তালখীছুল ইগাছাহ ১৮১; উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ৩০/২৩৪)*।

প্রশ্ন (৩৩/৪৭৩) : আমার প্রশ্ন : Google এ একটি একাউন্ট খুলতে হবে। অতঃপর এক হাযার বা তিন হাযার টাকা জমা রাখলে কাজের উপর ভিত্তি করে Google কর্তৃপক্ষ টাকা দিবে। যার একাউন্টে যত টাকা জমা থাকবে সে প্রতি কাজের বিনিময়ে তত বেশী টাকা পাবে। কাজটি হ'ল- Google প্রতিদিন ২০টি পণ্য বিক্রি করবে। শুধুমাত্র সেই পণ্যগুলো Google এ প্রেরণ করতে হবে। তাহ'লে জমাকৃত একাউন্টের টাকার উপর ভিত্তি করে প্রতিদিন তারা অর্থ প্রদান করবে। এক হাযার টাকা একাউন্টে জমা থাকলে ২০টি পণ্য প্রেরণের জন্য তারা ৩৫ টাকা দিবে। আর ১০ বা ২০ হাযার টাকা একাউন্টে জমা থাকলে ২০টি পণ্য প্রেরণের জন্য

***Google* কর্তৃপক্ষ ৮০০ টাকা দিবে। এভাবে অর্থ উপার্জন করা বৈধ হবে কি?**

-আবীর ওয়াদূদ, বড়গাছী, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত উপায়ে অর্থ উপার্জন করা হালাল হবে না। কারণ এতে কেবল কাজের বিপরীতে পারিশ্রমিক দিচ্ছে না। বরং অর্থের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে অর্থ প্রদান করা হচ্ছে, যা টাকার বিনিময়ে অতিরিক্ত টাকা প্রদানের শামিল। আর এরূপ ব্যবসা ইসলামী শরী'আতে হারাম *(মুসলিম হা/১৫৮৪; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৬/৪৩৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৫/১৯৬)*।

প্রশ্ন (৩৪/৪৭৪) : লায়লা বা লায়লিছ নামে আদম (আঃ)-এর দ্বিতীয় স্ত্রী ছিল কি? জনৈক ঐতিহাসিক তা উল্লেখ করেছেন।

-মা'ছূম বিল্লাহ, কোণাবাড়ি, গাযীপুর।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য কুরআন-হাদীছ বা ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত নয় *(ড. আব্দুল ওয়াহহাব আল-মাসীরী, মাওসূ'আতুল ইয়াহূদ ওয়াল ইহূদীয়া ৫/২৯৩)*।

প্রশ্ন (৩৫/৪৭৫) : রাসূল (ছাঃ) তায়েফ সফরকালে নির্যাতিত হওয়ার পর একটি আঙ্গুর বাগানে বসে 'মযলূমের দো'আ' হিসাবে পরিচিত যে দো'আটি করেছিলেন, তা ছহীহ কি?

-আব্দুর রশীদ, রাজবাড়ী।

উত্তর : দো'আ করার ঘটনাটি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত *(আর-রাহীক্ব পৃঃ ১২৬; ইবনু হিশাম ১/৪২০)*। তবে এর সনদ যঈফ *(ত্বাবারাণী, যঈফুল জামে' হা/১১৮২; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৯৩৩; দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) 'তায়েফ সফর' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৩৬/৪৭৬) : ছালাতের মধ্যে কোন তাকবীর বা রুকূ-সিজদা বেশী হয়ে গেলে সহো সিজদা দিতে হবে কি?

-মুশফিকুর রহমান, পদ্মা আবাসিক, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাতের মধ্যে তাকবীর, রাক'আত বা কোন কিছু নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশী হয়ে গেলে সহো সিজদা দিতে হবে। একবার রাসূল (ছাঃ) যোহরের ছালাত ৫ রাক'আত আদায় করে সালাম ফিরালে মুছল্লীরা তাঁকে ভুল ধরিয়ে দেন। তখন তিনি সহো সিজদা আদায় করেন *(বুখারী হা/৪০৪; মিশকাত হা/১০১৬)*।

প্রশ্ন (৩৭/৪৭৭) : সালাম প্রদানের পর বুকে হাত রাখার ব্যাপারে শরী'আতে কোন নির্দেশনা আছে কি?

- আব্দুল মুমিন, বগুড়া।

উত্তর : মুছাফাহা করার পরে বুকে হাত দেয়া, হাতে চুমু দেয়া বা মাথা ঝুঁকানো ইত্যাদি করা যাবে না। বরং ছহীহ হাদীছ মোতাবেক পরস্পরে ডান হাত মিলিয়ে মুছাফাহা করাই যথেষ্ট। এর অতিরিক্ত কিছু গ্রহণযোগ্য নয় *(বি. দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৭৬ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩৮/৪৭৮) : স্বামীর অগোচরে স্ত্রী তার সম্পদ দান করতে পারবে কি?

- জাহাঙ্গীর আলম, নীলফামারী।

উত্তর : স্ত্রী যদি মনে করে স্বামী জানতে পারলে মেনে নিবেন না, তাহ'লে দান করতে পারবে না। কারণ স্বামীর অনুমতি ছাড়া দান করা নিষেধ *(তিরমিযী হা/৬৭০, সনদ হাসান; মিশকাত হা/১৯৫১; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/৪৭২)*। সংসার ধ্বংসকর নয় এমন দান করা যাবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি কোন মহিলা সম্পদ ধ্বংস না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে তার বাড়ীর খাদ্য দান করে, তাহ'লে দান করার কারণে সে নেকী পাবে এবং উপার্জনের কারণে স্বামী নেকী পাবে। আর সম্পদের পাহারাদারও অনুরূপ নেকী পাবে। এতে কারো নেকী কমানো হবে না' *(বুখারী হা/১৪২৫; মুসলিম হা/১০২৪; মিশকাত হা/১৯৪৭)*। অন্য হাদীছে এসেছে, স্বামীর নির্দেশ ছাড়া দান করলে স্ত্রী অর্ধেক ছওয়াব পাবে' *(বুখারী হা/২০৬৬; মিশকাত হা/১৯৪৮)*।

প্রশ্ন (৩৯/৪৭৯) : মসজিদে অপ্রয়োজনীয় কথা-বার্তা বলার বিধান কি? 'যে ব্যক্তি মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলবে তার ৪০ বছরের ইবাদত নষ্ট হয়ে যাবে' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ কি?

-আব্দুর রহীম, গন্ধর্বপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : মসজিদে অপ্রয়োজনীয় দুনিয়ারী কথা-বার্তা বলা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ মসজিদে বসে নিজেদের দুনিয়াবী কথাবার্তা বলবে। অতএব তোমরা এসব লোকদের গল্প-গুজবে বসবে না। আল্লাহ তা'আলার এমন লোকের প্রয়োজন নেই *(বায়হাক্বী, শুআব হা/২৯৬২; ছহীহাহ হা/১১৬৩; মিশকাত হা/৭৪৩)*। ওমর ফারূক (রাঃ) দুনিয়াবী কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকার জন্য মসজিদে নববীর পার্শ্বে বুতাইহা নামক একটি চত্বর তৈরী করেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'যে ব্যক্তি অনর্থক কথা, কবিতা পাঠ কিংবা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে চায়, সে যেন ঐ স্থানে চলে যায়' *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/৭৪৫)*। তবে 'যে ব্যক্তি মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলবে তার ৪০ বছরের ইবাদত নষ্ট হয়ে যাবে' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, আবুল ফযল আল-মাক্বদেসী, ৩৯ পৃঃ, হা/৪০)*।

প্রশ্ন (৪০/৪৮০) : মসজিদে কোন একটি স্থানকে নিজের জন্য নির্ধারণ করে নেওয়া শরী'আতসম্মত হবে কি?

-শরফুদ্দীন, বংশাল, ঢাকা।

উত্তর : মসজিদে কোন স্থানকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া শরী'আতসম্মত নয়। আব্দুর রহমান বিন শিবল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিনটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। সিজদায় কাকের ন্যায় ঠোকর মারতে, হিংস্র প্রাণীর ন্যায় হাত বিছিয়ে দিতে এবং মসজিদের কোন স্থানকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিতে। উট যেভাবে নিজের জন্য স্থান নির্ধারণ করে নেয়' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৯০২)*। এ বিষয়ে হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এ ধরনের কাজ মুছল্লীকে রিয়া-য় উপনীত করে *(মির'আতুল মাফাতীহ ৩/২২৩ পৃঃ 'সিজদা ও তার ফযীলত' অধ্যায়)*। অতএব প্রত্যেক মুছল্লীর উচিত মসজিদে বিশেষ স্থান নির্বাচন থেকে বিরত থেকে পুরো মসজিদকে ছালাতের স্থান হিসাবে গণ্য করা। তবে নফল ছালাত নির্দিষ্ট স্থানে নিয়মিতভাবে আদায় করায় দোষ নেই *(বুখারী হা/৫০২; মুসলিম হা/৫০৯)*।

YEAR TABLE (25th Vol.) বর্ষসূচী-২৫ (Oct. 2021 to Sept. 2022)

(২৫তম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০২১ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত)

*** সম্পাদকীয় : ১.** আবহাওয়াগত বিপর্যয় রোধে ব্যবস্থা নিন! *(অক্টোবর'২১)* **২.** ব্যবসার নামে প্রতারণার ফাঁদ *(নভেম্বর'২১)* **৩.** সামাজিক অস্থিরতা ও তা দূরীকরণের উপায় সমূহ *(ডিসেম্বর'২১)* **৪.** যেকোন নাগরিকের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করুন! *(জানুয়ারী'২২)* **৫.** শান্তির ধর্ম ইসলাম *(ফেব্রুয়ারী'২২)* **৬.** পর্দা নারীর অঙ্গভূষণ *(মার্চ'২২)* **৭.** সুখী দেশ *(এপ্রিল'২২)* **৮.** রামাযান ও বর্ষবরণ *(মে'২২)* **৯.** দেউলিয়া হ'ল শ্রীলংকা! *(জুন'২২)* **১০.** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে কটূক্তি *(জুলাই'২২)* **১১.** ঘুষ-দুর্নীতি : পরিণতি ও প্রতিকার *(আগস্ট'২২)* **১২.** মূল্যস্ফীতি : কারণ ও প্রতিকার *(সেপ্টেম্বর'২২)*।

*** দরসে কুরআন :** অল্পতেই জান্নাত *(মার্চ'২২)-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*।

*** দরসে হাদীছ** : তিনটিতে মুক্তি ও তিনটিতে ধ্বংস *(সেপ্টেম্বর'২২)-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*।

*** প্রবন্ধ :**

(১) অক্টোবর'২১ : ১. মানুষকে কষ্ট দেওয়ার পরিণতি *(২৫/১, ৩) -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* **২.** তাহরীকে জিহাদ : আহলেহাদীছ ও আহনাফ *(২৫/১-৫) -অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* **৩.** ঈদে মীলাদুন্নবী : প্রাসঙ্গিক কিছু কথা *-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* **৪.** ঈদে মীলাদুন্নবী *-আত-তাহরীক ডেস্ক* **৫.** ছিয়ামের ন্যায় ফযীলতপূর্ণ আমল সমূহ *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* **৬.** প্রাক-মাদ্রাসা যুগে ইসলামী শিক্ষা *(২৫/১-৩) -অনুবাদ : আসাদুল্লাহ আল-গালিব*।

(২) নভেম্বর'২১ : ১. পেরেনিয়ালিজম এবং ইসলাম *(২৫/২-৩) -প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া* **২.** চুল ও দাড়িতে কালো খেযাব ব্যবহারের বিধান *-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* **৩.** আল্লাহ যার কল্যাণ চান *-আসাদুল্লাহ আল-গালিব*।

(৩) ডিসেম্বর'২১ : দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকার *(২৫/৩-৫, ৭-৮) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*।

(৪) জানুয়ারী'২২ : ১. নববী চিকিৎসা পদ্ধতি *(২৫/৪-৫, ৮) -কামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী* **২.** স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাশিক্ষার বৈষম্য *-ড. মুহাম্মাদ কামরুজ্জামান* **৩.** মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ)-এর জীবনের কতিপয় শিক্ষণীয় ঘটনা *-ড. নূরুল ইসলাম*।

(৫) ফেব্রুয়ারী'২২ : ১. তালাক সংঘটিত হওয়ার কারণ ও প্রতিকারের উপায় *(২৫/৫, ৮) -মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম* **২.** ইসলামের দৃষ্টিতে সফলতার স্বরূপ *-মুহাম্মাদ ওয়ারেছ মিয়াঁ* **৩.** ভালোবাসা দিবস *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

(৬) মার্চ'২২ : ১. দ্বীন প্রচারে ওয়ায মাহফিলের ভূমিকা : প্রাসঙ্গিক কিছু কথা *-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* **২.** দাওয়াত ও সংগঠন *(২৫/৬-৭) -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* **৩.** দাঈদের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমাজে তার প্রভাব *-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* **৪.** হতাশার দোলাচলে ঘেরা জীবন : মুক্তির পথ *-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* **৫.** কুরআনের বঙ্গানুবাদ, মুদ্রণ প্রযুক্তি ও ঊনিশ শতকের মুসলিম সমাজে এর প্রভাব *-অনুবাদ : আসাদুল্লাহ আল-গালিব*।

(৭) এপ্রিল'২২ : ১. অমুসলিমদের নিকটে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সীরাত তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা *-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* **২.** সুন্নাত আঁকড়ে ধরার ফযীলত *(২৫/৭-৯) -অনুবাদ : মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান* **৩.** ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* **৪.** ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

(৮) মে'২২ : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য শিখন ফলাফলের গুরুত্ব *(২৫/৮-৯) -প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া*।

(৯) জুন'২২ : ১. যুবসমাজের অধঃপতন : কারণ ও প্রতিকার *(২৫/৯-১১) -অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* **২.** হজ্জ ও ওমরাহ সংশ্লিষ্ট ভুল-ত্রুটি সমূহ *-কামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী* **৩.** সাকীনাহ : প্রশান্তি লাভের পবিত্র অনুভূতি *(২৫/৯-১০) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*।

(১০) জুলাই'২২ : ১. ইবাদতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা *(২৫/১০-১১) -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* **২.** মাসায়েলে কুরবানী *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

(১১) আগস্ট'২২ : ১. মুসলিম শিশুর জন্ম পরবর্তী করণীয় *-অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ* **২.** বাংলা থেকে হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধ *-ড. মুহাম্মাদ কামরুজ্জামান* **৩.** আশূরায়ে মুহাররম *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

(১২) সেপ্টেম্বর'২২ : ১. শারঈ জ্ঞানার্জনের বাধ্যবাধকতা ও বর্তমান সমাজ বাস্তবতা *-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক*, **২.** চিন্তার ইবাদত-*আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* **৩.** বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য *-ইহসান ইলাহী যহীর*।

সাময়িক প্রসঙ্গ : ১. নিঃস্ব হচ্ছে মানুষ : বিচার হয় না আর্থিক প্রতারণার *(নভেম্বর'২১) -সাঈদ আহমাদ* **২.** প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষা *(ডিসেম্বর'২১) -অজয় কান্তি মণ্ডল* **৩.** বাংলা ভাষা ও বাংলা একাডেমী নিয়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অগ্রন্থিত বক্তৃতা

(জানুয়ারী'২২) -সংগ্রহ : মামুন সিদ্দিকী **৪.** মিয়ানমার ও ভারতের নাগরিকত্ব আইন বাংলাদেশের জন্য বড় হুমকি *(মার্চ'২২) -জামালউদ্দীন বারী* **৫.** আত্মহত্যা ও সামাজিক দায় *(এপ্রিল'২২) -মুহাম্মাদ ফেরদাউস* **৬.** শূকরের চর্বিজাত খাবার ও প্রসাধনী নিয়ে সতর্কতা *(মে'২২) -ড. আ ফ ম খালিদ হাসান* **৭.** অর্থমন্ত্রীরা যেভাবে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ দেন *(আগস্ট'২২) -শওকত হোসেন*।

দিশারী : ১. কা'বা ঘরের নীচে কবরস্থান! সংশয় নিরসন *(আগস্ট'২২)-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম* **২.** পীরতন্ত্র : সংশয় নিরসন *(সেপ্টেম্বর'২২)-ঐ*।

মনীষী চরিত : ১. যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) *(২৫/১-১০) -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব*। **২.** মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর ব্যাপারে কিছু আপত্তি পর্যালোচনা *(২৫/১১-১২) -ঐ*।

মনীষীদের জীবন থেকে : ইমাম মালেক (রহঃ)-এর সহনশীলতা ও বিনয়-নম্রতার অনন্য নিদর্শন *(আগস্ট'২২) -আসাদুল্লাহ আল-গালিব*।

স্মৃতিচারণ : (১) আমীনুলের কিছু স্মৃতি... **(২)** স্মৃতির দর্পণে আমীনুল ভাই **(৩)** দায়িত্বশীলতা ও আদর্শিকতার এক মূর্ত প্রতীক *(ফেব্রুয়ারী'২২)*।

ইতিহাসের পাতা থেকে : ১. ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর মৃত্যুকালীন নছীহত *(মার্চ'২২) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* **২.** আইনে জালূত যুদ্ধ : তাতারদের বিজয়াভিযানের পরিসমাপ্তি *(জুলাই'২২) -মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম*।

করণীয়-বর্জনীয় : ১. 'ছালাতুয যোহা আদায়ে অভ্যস্ত হৌন! *(জুলাই'২২) -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব* **২.** আত্মপ্রশংসা থেকে দূরে থাকুন *(সেপ্টেম্বর'২২) -ঐ*।

অমর বাণী : *(২৫/১, ৪-৬, ৮, ১২) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*।

হকের দিশা পেলাম যেভাবে : তোর মতো ছালাত পড়া তো জীবনে কোথাও দেখিনি *(অক্টোবর'২১) -আকীকুল হাসান*।

হাদীছের গল্প : উমাইয়া বিন খালাফের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী *(এপ্রিল'২২) -মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার*।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান : ১. বিচ্ছেদ আবেদনের মধুর সমাপ্তি... *(ফেব্রুয়ারী'২২) -মুতীউর রহমান* **২.** সামাজিক কুরবানী *(এপ্রিল'২২) -জাবির হোসাইন* **৩.** পুত্রের প্রতি পিতার উপদেশ *(মে'২২) -আল-আমীন খান*।

চিকিৎসা জগৎ : ১. বিদেশী ফলের বিকল্প দেশী কোন ফল *(অক্টোবর'২১)* **২.** ধনে পাতার স্বাস্থ্য উপকারিতা *(নভেম্বর'২১)* **৩.** ফ্রোজেন শোল্ডার বা কাঁধের জয়েন্টে ব্যথা *(ডিসেম্বর'২১)* **৪.** ক্যান্সার প্রতিরোধে টমেটো *(জানুয়ারী'২২)* **৫.** ওষুধের অপব্যবহার : সমস্যা ও সতর্কতা *(মার্চ'২২)* **৬.** প্রস্রাবে ইনফেকশনের প্রাথমিক লক্ষণ ও ঘরোয়া প্রতিকার *(মে'২২)* **৭.** আম ও কাঁঠালের উপকারিতা *(জুলাই'২২)* **৮. (ক)** আমড়ার ৭ অসাধারণ গুণ **(খ)** মিষ্টি কুমড়া শাক-এর উপকারিতা *(সেপ্টেম্বর'২২)*।

ক্ষেত-খামার : ১. (ক) শিক্ষার্থীদের পরিচর্যায় গড়ে উঠছে যে কলেজের কৃষি খামার **(খ)** ধারণা বদলে দিয়ে দিনাজপুরে গলদা চিংড়ি চাষে সাফল্য *(অক্টোবর'২১)* **২.** চুই ঝালের চাষ পদ্ধতি *(ফেব্রুয়ারী'২২)* **৩.** বছরে পাঁচ কোটি টাকার চারকোল রফতানী করেন নাজমুল ইসলাম *(মার্চ'২২)* **৪.** ক্যাপসিকাম চাষ করবেন যেভাবে *(আগস্ট'২২)*।

বিশেষ সংবাদ : ১. বিশিষ্ট হাদীছ গবেষক ড. মুহাম্মাদ 'উজাজ আল-খত্বীব (১৯৩২-২০২১)-এর মৃত্যু *(নভেম্বর'২১)* **২.** পারিশ্রমিক ছাড়াই এক হাযার কিডনী প্রতিস্থাপন করেছেন ডা. কামরুল ইসলাম *(ডিসেম্বর'২১)* **৩.** অধ্যাপক আমীনুল ইসলামের মৃত্যু *(ফেব্রুয়ারী'২২)* **৪.** প্রখ্যাত সালাফী বিদ্বান শায়খ ছালেহ বিন আল-লুহাইদান-এর মৃত্যু *(ফেব্রুয়ারী'২২)* **৫.** চলে গেলেন ইতালিতে ইসলাম প্রচারের অগ্রনায়ক শায়খ আব্দুর রহমান রসারিও *(মে'২২)*।

বাৎসরিক সর্বমোট হিসাব

১. সম্পাদকীয় ১২টি **২.** দরসে কুরআন ১টি **৩.** দরসে হাদীছ ১টি **৪.** প্রবন্ধ ৩৬টি **৫.** সাময়িক প্রসঙ্গ ৭টি **৬.** মনীষী চরিত ১টি **৭.** দিশারী ২টি **৮.** করণীয়-বর্জনীয় ২টি **৯.** স্মৃতিচারণ ৩টি **১০.** মনীষীদের জীবন থেকে ১টি **১১.** ইতিহাসের পাতা থেকে ২টি **১২.** হকের দিশা পেলাম যেভাবে ১টি **১৩.** অমর বাণী ৬টি **১৪.** হাদীছের গল্প ১টি **১৫.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৩টি **১৬.** চিকিৎসা জগৎ ৯টি **১৭.** ক্ষেত-খামার ৫টি **১৮.** কবিতা ৪৫টি **১৯.** বিশেষ সংবাদ ৫টি **২১.** প্রশ্নোত্তর ৪৮০টি। স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, সংগঠন সংবাদ ইত্যাদি কলামগুলি উক্ত হিসাবের বাইরে।

বর্ষশেষের নিবেদন : ২৫তম বর্ষ শেষে আমরা আমাদের সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, এজেন্ট ও গ্রাহক এবং দেশী ও প্রবাসী সকল শুভানুধ্যায়ীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তাঁর দ্বীনদার বান্দাদের হৃদয় সমূহকে এ মহান আন্দোলনের প্রতি রুজূ করে দিন- আমীন! *[সম্পাদক]*

‘সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে’ *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। **‘সর্বোত্তম আমল হ’ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা’** *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২২ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ সেপ্টেম্বর	০৪ ছফর	১৭ ভাদ্র	বৃহস্পতি	০৪:২৩	০৫:৪০	১১:৫৮	০৩:২৬	০৬:১৭	০৭:৩৪
০৩ সেপ্টেম্বর	০৬ ছফর	১৯ ভাদ্র	শনিবার	০৪:২৪	০৫:৪০	১১:৫৮	০৩:২৫	০৬:১৫	০৭:৩২
০৫ সেপ্টেম্বর	০৮ ছফর	২১ ভাদ্র	সোমবার	০৪:২৫	০৫:৪১	১১:৫৭	০৩:২৫	০৬:১৩	০৭:২৯
০৭ সেপ্টেম্বর	১০ ছফর	২৩ ভাদ্র	বুধবার	০৪:২৬	০৫:৪২	১১:৫৬	০৩:২৪	০৬:১১	০৭:২৭
০৯ সেপ্টেম্বর	১২ ছফর	২৫ ভাদ্র	শুক্রবার	০৪:২৬	০৫:৪২	১১:৫৬	০৩:২৩	০৬:০৯	০৭:২৫
১১ সেপ্টেম্বর	১৪ ছফর	২৭ ভাদ্র	রবিবার	০৪:২৭	০৫:৪৩	১১:৫৫	০৩:২২	০৬:০৭	০৭:২৩
১৩ সেপ্টেম্বর	১৬ ছফর	২৯ ভাদ্র	মঙ্গলবার	০৪:২৮	০৫:৪৪	১১:৫৪	০৩:২১	০৬:০৫	০৭:২০
১৫ সেপ্টেম্বর	১৮ ছফর	৩১ ভাদ্র	বৃহস্পতি	০৪:২৯	০৫:৪৪	১১:৫৪	০৩:২১	০৬:০৩	০৭:১৮
১৭ সেপ্টেম্বর	২০ ছফর	০২ আশ্বিন	শনিবার	০৪:৩০	০৫:৪৫	১১:৫৩	০৩:২০	০৬:০০	০৭:১৬
১৯ সেপ্টেম্বর	২২ ছফর	০৪ আশ্বিন	সোমবার	০৪:৩১	০৫:৪৬	১১:৫২	০৩:১৯	০৫:৫৮	০৭:১৪
২১ সেপ্টেম্বর	২৪ ছফর	০৬ আশ্বিন	বুধবার	০৪:৩১	০৫:৪৬	১১:৫১	০৩:১৮	০৫:৫৬	০৭:১২
২৩ সেপ্টেম্বর	২৬ ছফর	০৮ আশ্বিন	শুক্রবার	০৪:৩২	০৫:৪৭	১১:৫১	০৩:১৬	০৫:৫৪	০৭:০৯
২৫ সেপ্টেম্বর	২৮ ছফর	১০ আশ্বিন	রবিবার	০৪:৩৩	০৫:৪৮	১১:৫০	০৩:১৫	০৫:৫২	০৭:০৭
২৭ সেপ্টেম্বর	৩০ ছফর	১২ আশ্বিন	মঙ্গলবার	০৪:৩৪	০৫:৪৮	১১:৪৯	০৩:১৪	০৫:৫০	০৭:০৫
২৯ সেপ্টেম্বর	০২ রবী: আউ:	১৪ আশ্বিন	বৃহস্পতি	০৪:৩৪	০৫:৪৯	১১:৪৯	০৩:১৩	০৫:৪৮	০৭:০৩
০১ অক্টোবর	০৪ রবী: আউ	১৬ আশ্বিন	শনিবার	০৪:৩৫	০৫:৫০	১১:৪৮	০৩:১২	০৫:৪৬	০৭:০১
০৩ অক্টোবর	০৬ রবী: আউ	১৮ আশ্বিন	সোমবার	০৪:৩৬	০৫:৫০	১১:৪৭	০৩:১১	০৫:৪৪	০৬:৫৯
০৫ অক্টোবর	০৮ রবী: আউ	২০ আশ্বিন	বুধবার	০৪:৩৭	০৫:৫১	১১:৪৭	০৩:১০	০৫:৪২	০৬:৫৭
০৭ অক্টোবর	১০ রবী: আউ	২২ আশ্বিন	শুক্রবার	০৪:৩৭	০৫:৫২	১১:৪৬	০৩:০৯	০৫:৪০	০৬:৫৫
০৯ অক্টোবর	১২ রবী: আউ	২৪ আশ্বিন	রবিবার	০৪:৩৮	০৫:৫৩	১১:৪৬	০৩:০৭	০৫:৩৮	০৬:৫৩
১১ অক্টোবর	১৪ রবী: আউ	২৬ আশ্বিন	মঙ্গলবার	০৪:৩৯	০৫:৫৪	১১:৪৫	০৩:০৬	০৫:৩৬	০৬:৫১
১৩ অক্টোবর	১৬ রবী: আউ	২৮ আশ্বিন	বৃহস্পতি	০৪:৪০	০৫:৫৪	১১:৪৫	০৩:০৫	০৫:৩৫	০৬:৫০
১৫ অক্টোবর	১৮ রবী: আউ	৩০ আশ্বিন	শনিবার	০৪:৪০	০৫:৫৫	১১:৪৪	০৩:০৪	০৫:৩৩	০৬:৪৮

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)] — **আরবী তারিখ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল**

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−১	−২	−২	−২	−১
গাযীপুর	০	০	০	−১	০
শরীয়তপুর	+১	০	−১	−১	০
নারায়ণগঞ্জ	০	−১	−১	−১	০
টাঙ্গাইল	+২	+২	+২	+২	+৩
কিশোরগঞ্জ	−২	−২	−২	−২	−১
মানিকগঞ্জ	+২	+১	+১	+১	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	−১	−১	−১	−১
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	+১	০	০	০	০
গোপালগঞ্জ	+৩	+২	+১	+২	+২
ফরিদপুর	+২	+২	+২	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	০	+১	+২	+১	+৩
ময়মনসিংহ	−১	০	০	০	+১
জামালপুর	+১	+১	+২	+২	+৩
নেত্রকোণা	−২	−২	−১	−২	০

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৫	+৪	+৪	+৪	+৫
সাতক্ষীরা	+৬	+৫	+৪	+৪	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৪	+৩	+৩	+৩	+৩
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৩	+৩	+৪
খুলনা	+৪	+৩	+২	+৩	+৩
বাগেরহাট	+৪	+২	+১	+২	+২
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৪	+৪	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+২	০	০	০	০
পটুয়াখালী	+২	০	−১	−১	−১
পিরোজপুর	+৩	+১	০	+১	+১
বরিশাল	+১	০	−১	−১	−১
ভোলা	০	−১	−২	−২	−২
বরগুনা	+৩	+১	০	০	০

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+২	+২	+৩	+২	+৪
পাবনা	+৪	+৪	+৪	+৪	+৫
বগুড়া	+৩	+৪	+৪	+৪	+৫
রাজশাহী	+৭	+৭	+৭	+৬	+৮
নাটোর	+৫	+৫	+৬	+৫	+৬
জয়পুরহাট	+৪	+৫	+৬	+৫	+৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৮	+৮	+৯	+৮	+৯
নওগা	+৫	+৫	+৬	+৬	+৭

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+৫	+৭	+৮	+৭	+১০
দিনাজপুর	+৫	+৭	+৮	+৭	+৯
লালমণিরহাট	+২	+৩	+৫	+৪	+৬
নীলফামারী	+৪	+৬	+৭	+৬	+৮
গাইবান্ধা	+২	+৩	+৪	+৩	+৫
ঠাকুরগাঁও	+৬	+৭	+৯	+৮	+১০
রংপুর	+৩	+৪	+৫	+৫	+৭
কুড়িগ্রাম	+১	+৩	+৪	+৩	+৫

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−৩	−৪	−৪	−৪	−৩
ফেনী	−৩	−৪	−৫	−৫	−৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৩	−৩	−৩	−৩	−৩
রাঙ্গামাটি	−৬	−৮	−৮	−৮	−৮
নোয়াখালী	−২	−৩	−৪	−৪	−৩
চাঁদপুর	−১	−১	−২	−২	−১
লক্ষ্মীপুর	−১	−২	−৩	−৩	−২
চট্টগ্রাম	−৪	−৬	−৭	−৭	−৭
কক্সবাজার	−৪	−৭	−৮	−৭	−৮
খাগড়াছড়ি	−৬	−৭	−৭	−৭	−৭
বান্দরবান	−৬	−৮	−৯	−৮	−৮

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৭	−৬	−৬	−৬	−৫
মৌলভীবাযার	−৬	−৬	−৫	−৬	−৫
হবিগঞ্জ	−৫	−৪	−৪	−৪	−৩
সুনামগঞ্জ	−৫	−৪	−৪	−৪	−৩

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 25, Issue 12, September 2022

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত দেওয়ালপত্র সমূহ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। www.hadeethfoundationbd.com

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

উচ্চাভিলাষী ও মাত্রাতিরিক্ত বিলাসী জীবন মুমিনের অন্তর থেকে আল্লাহভীতি দূর করে দেয়। ইবাদতের আগ্রহ বিনষ্ট করে। মানুষকে অস্থির ও হতাশাগ্রস্থ করে তোলে। তাই সুখী ও আত্মিক প্রশান্তিতে ভরপুর জীবন লাভের জন্য অল্পে তুষ্টির গুণ অর্জন করার কোন বিকল্প নেই। বইটিতে অল্পে তুষ্টি সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে, দ্বীনদার ভাই-বোনদের নির্লোভ ও প্রশান্তিময় জীবন গঠনে তা সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০